বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা শনিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩৪৯ ॥ ১২ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ২৯ চৈত্র ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৩ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে সোমবার দেশে ফিরবেন মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : সহধর্মিনী রাহাত আরা বেগমসহ নিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষ হওয়ায় আগামী সোমবার দেশে ফিরবেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শুক্রবার (১১ এপ্রিল) বিষয়টি নিশ্চিত করে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আমাদের দুইজনেরই সবগুলো রিপোর্টের রেজাল্ট গুড।

নির্বাচিত সরকার এলে অস্থিতিশীলতা দূর হবে: সেলিমা রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান বলেছেন, নির্বাচিত সরকার এলে দেশের অস্থিতিশীলতা দূর হবে। বর্তমানে যেসব ষড়যন্ত্র হচ্ছে, তা প্রতিহত করা সম্ভব হবে। শুক্রবার (১১ এপ্রিল) দুপুরে বাংলাদেশ ডিপ্লোমা মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের বিশেষ কাউন্সিলে তিনি এ কথা বলেন।

চাকরি পেতে সমন্বয়কদের পেছনে দৌড়ানো বন্ধ করুন: সারজিস

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশের কনস্টেবল পদে নিয়োগ পেতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা বা সমন্বয়কদের পেছনে না দৌড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। শুক্রবার (১১ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ১১টায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিটে এক পোস্টে এ আহ্বান জানান তিনি।

মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন করে 'আনন্দ শোভাযাত্রা' নামকরণ

স্টাফ রিপোর্টার : বাঙালি জাতির ঐতিহ্যগত প্রধান উৎসব পহেলা বৈশাখের অন্যতম একটি আয়োজন মঙ্গল শোভাযাত্রা। এবার 'মঙ্গল শোভাযাত্রার' নাম পরিবর্তন করে 'আনন্দ শোভাযাত্রা' রাখা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ওসমান জামান মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। নতুন নাম ঘোষণা করেন চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আজাহারুল ইসলাম শেখ। এসময় উপস্থিত ছিলেনড় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা প্রমুখ। লিখিত বক্তব্যে চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক আজহারুল ইসলাম বলেন, এবারের আয়োজনটি একটু ভিন্ন। বাক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এবং মননের মুক্তির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে অন্ধকার থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার বার্তা দিতে হবে। এবারের নববর্ষের আয়োজন সব অন্যায্যতাকে বিনাশ করে ন্যায্য ও

২-এর পাতায় দেখুন

আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে সাম্প্রতিক সময়ে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা। ঈদের মধ্যেই গত সোমবার নরসিংদীর পলাশ উপজলার ঘোড়াশালে রাকিব (২৫) ও সাকিব (২০) নামের দুই ভাইকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ওই ঘটনায় তাদের মা-বাবাও আহত হয়েছে। পুলিশের দাবি, চোর সন্দেহে তাদের গণপিটুনি দেয়া হয়েছে। যদিও নিহতদের পরিবারের অভিযোগ, চাঁদা না দেয়ায় পরিকল্পিতভাবে তাদের পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। একই দিন লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় মোবাইল চুরির অভিযোগে শ্রমিক দলের এক নেতাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহত পরিবার দাবি করেছে, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যা। গত সেপ্টেম্বরে চোর সন্দেহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে তোফাজ্জল হোসেন নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এভাবে দেশজুড়েই অসংখ্য পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটলেও খুব কম আসামিই গ্রেফতার হচ্ছে। ওই ধরনের ঘটনায় বেশির ভাগ সময় আসামিরা থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে। এগুলোও এক ধরনের বিচার-বহির্ভূত হত্যা। এসব ঘটনার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করলেও আসামিরা থাকে অজ্ঞাত। যথাযথভাবে মামলা হচ্ছে না। যারা ঘটাচ্ছে, তাদের ধরা হচ্ছে না। ফলে এ ধরনের অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে বারবার। যা দেশের আইন-শৃঙ্খলার জন্য অশনি সংকেত। মানবাধিকার সংস্থা ও কর্মীদের সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। জানা যায়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, গত বছরের অক্টোবরে ২৭টি গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। তাতে নিহত হয়েছেন ১৮ জন আর আহত হন আটজন। ওসব ঘটনায় মাত্র সাতটি মামলা হয়েছে। তবে অক্টোবরের পর কতজন হত্যার শিকার হয়েছেন বা ওসব ঘটনায় মামলার বিষয়ে সংস্থাটির কাছ থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। আর মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের (এমএসএফ) তথ্যমতে, ২০২৪ সালে কমপক্ষে ১৬৯টি গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। তাতে ১৪৬ জন মারা গেছেন এবং মারাত্মক আহত হয়েছেন ১২৬ জন। আহত অবস্থায় ৪৭ জনকে পুলিশে দেয়া হয়েছে। আক্রান্তদের মধ্যে পাঁচজন নারী ও তিনজন কিশোর রয়েছেন। বিভিন্ন সময় চুরির সন্দেহে ৫৮ জন, ডাকাতির সন্দেহে ১৩, চুরি, ছিনতাই এবং চাঁদাবাজির সন্দেহে ১৬, গণধর্ষণের সন্দেহে ৫, খুনের মামলায় ৬, সন্দেহজনক চলাচলের অজুহাতে ৪, অপরাধে জড়িত থাকার সন্দেহে ৬, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ কর্মী হিসেবে ৫, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে ৬, মাদক পাচার, চোরাচালান, অস্ত্রসহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সন্দেহে ৬ এবং জমিসংক্রান– বিরোধ,

২-এর পাতায় দেখুন

বৈশাখের পোশাকে বাঙালিত্বের ছোঁয়া দেশীয় ফ্যাশন হাউজগুলোতে

স্টাফ রিপোর্টার : বাঙালির চিরায়ত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গৌরবময় সর্বজনীন উৎসব পহেলা বৈশাখ। সবার প্রাণে নব আনন্দের বার্তা নিয়ে দুয়ারে কড়া নাড়ছে বাংলা নববর্ষ। নতুন বছরকে বরণ করে নিতে চলছে নানা প্রস্তুতি। সেই প্রস্তুতিতে পান্তা-ইলিশের পাশাপাশি থাকছে নিজস্ব ঐতিহ্য-সংস্কৃতির ছোঁয়ায় তৈরি নতুন পোশাকে সাজগোজ। নববর্ষকে সামনে রেখে এখন বর্ষবরণের নানা আয়োজন চলছে দেশ-বিদেশে। নতুন বছরকে বরণ করতে বছরের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখে চাই নতুন পোশাক। শাড়ি, সালোয়ার কিংবা পাঞ্জাবি, সবকিছুতে থাকবে বাঙালিত্বের ছোঁয়া। এই দিনে নতুন পোশাক পরার প্রচলন বহু বছরের। তাই পহেলা বৈশাখ ঘিরে দেশীয় ফ্যাশন হাউজগুলোও বাহারি পণ্যের পসরায় সেজেছে। ফ্যাশন সচেতনরা বলছেন, গত কয়েক বছর ধরে পহেলা বৈশাখ রমজান মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ায় উৎসবের জৌলুস কিছুটা কম ছিল। এবার পরিস্থিতি ভিন্ন হওয়ায় তারা নববর্ষকে নতুন রূপে এবং উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। সরেজমিনে রাজধানীর বিভিন্ন ফ্যাশন হাউজ ঘুরে দেখা গেছে, ঈদের পরপরই বৈশাখের আকর্ষণীয় আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। ফ্যাশন ডিজাইনাররা তাদের পোশাকে ভিন্ন ধরনের শৈল্পিকতার পরশ দিয়েছেন। পোশাকে রঙের বৈচিত্র্যের পাশাপাশি, বাঙালি ঐতিহ্যের বিভিন্ন মোটিফ এবং নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গরমের তীব্রতা বিবেচনা করে ডিজাইনাররা সুতির কাপড়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। বৈশাখের পোশাক কেনাকাটার ক্ষেত্রে রাজধানীবাসীর অনেকে শাহবাগের

২-এর পাতায় দেখুন

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। শুক্রবার (১১ এপ্রিল) বিকেল ৪টা ৫২ মিনিটের দিকে এ কম্পন অনুভূত হয়। এরপর থেকে সামাজিক মাধ্যমে ভূমিকম্প নিয়ে অনেককে পোস্ট দিতে দেখা যায়। তবে, তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ইউরোপিয়ান-মেডিটেরানিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টার (ইএমএসসি) জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। ভূমিকম্পটির কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশের কুমিল্লা শহর থেকে প্রায় ৬৮ কিলোমিটার উত্তর এবং ভারতের আগরতলা শহর থেকে ২৬ কিলোমিটার উত্তরে। এর গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার। ভূমিকম্পটি স্বল্পস্থায়ী হলেও এর প্রভাবে বিভিন্ন

যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যে শুল্ক বাড়িয়ে ১২৫ শতাংশ করলো চীন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের চলমান বাণিজ্য যুদ্ধ আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। শুক্রবার (১১ এপ্রিল) চীনের অর্থ মন্ত্রণালয় ঘোষণা দিয়েছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের ওপর শুল্কহার ৮৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১২৫ শতাংশে উন্নীত করছে। এই নতুন শুল্ক শনিবার (১২) থেকে কার্যকর হবে। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ইউরোপীয় ইউনিয়নকে বেইজিংয়ের সঙ্গে একত্র হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের 'একতরফা নিপীড়নের' বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আহ্বান জানানোর কয়েক ঘণ্টা পরেই এই ঘোষণা আসলো। এর আগে বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চীনা পণ্যের ওপর শুল্ক ১৪৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন। তার আগে বুধবার (৯ এপ্রিল) চীনা পণ্যে ১০৪ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করে ট্রাম্প প্রশাসন। এর পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে বৃহস্পতিবার চীনও মার্কিন পণ্যে শুল্ক বাড়িয়ে ৩৪ শতাংশ থেকে ৮৪ শতাংশ করে। চীনের অর্থ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বর্তমান শুল্কহারের প্রেক্ষাপটে মার্কিন পণ্যের জন্য চীনা বাজারে গ্রহণযোগ্যতার কোনো সম্ভাবনা নেই। যুক্তরাষ্ট্র বারবার অস্বাভাবিকভাবে উচ্চহারে যে শুল্ক আরোপ করছে, তা এখন শুধুই একটি সংখ্যার খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এটির কোনো বাস্তব অর্থনৈতিক বাস্তব ভিত্তি নেই। বেইজিংয়ের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতির কারণেই বিশ্ব অর্থনীতি, বাজার ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থাগুলো বড় ধাক্কা খেয়েছে। এই বৈশ্বিক অস্থিরতার সম্পূর্ণ দায় যুক্তরাষ্ট্রকেই নিতে হবে। জিনপিং প্রশাসন আরও দাবি করেছে, ট্রাম্প অন্যান্য দেশের ওপর শুল্ক স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চীনের চাপের

২-এর পাতায় দেখুন

সরবরাহ কমের অজুহাতে বেড়েছে তরমুজের দাম

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র রমজানে চাহিদা থাকায় বিগত কয়েকবছর ধরে বেশ আগে আগেই বাজারে চলে আসছে তরমুজ। ফলে সাধারণত মূল মৌসুমে বাজারে তরমুজের সরবারহ কমে আসে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে এখন পাইকারি ও খুচরা- দুই বাজারেই বেড়েছে রসালো এ ফলের দাম। শুক্রবার (১১ এপ্রিল) রাজধানীর কারওয়ান বাজার ঘুরে দেখা গেছে, পাইকারি বাজারে আকারভেদে প্রতি ১০০ পিস তরমুজ বিক্রি হচ্ছে ১০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকায়। খুচরা বাজারে আকার ও ধরনভেদে প্রতি কেজি তরমুজ বিক্রি হচ্ছে ৪৫ থেকে ৬০ টাকায়। কেজির হিসাব ছাড়াও পিস হিসেবে বিক্রি হচ্ছে তরমুজ। যদিও এসব তরমুজ কেজি দরে আগেই মেপে রাখা। পিস হিসেবে বাজারে মাঝারি আকারের তরমুজ বিক্রি হচ্ছে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকায়। এছাড়া ১০০ থেকে ২৫০ টাকার মধ্যে ছোট আকারের তরমুজ মিলছে

২-এর পাতায় দেখুন

পহেলা বৈশাখে ঢাবি ও শাহবাগ মেট্রো স্টেশন নিয়ে নির্দেশনা

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) এবং শাহবাগ স্টেশনে নববর্ষে মেট্রোরেলের কোনো বিরতি থাকবে না। এ ছাড়া ওইদিন বিকেল ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সর্ব সাধারণের প্রবেশও বন্ধ থাকবে। শুক্রবার (১১ এপ্রিল) এক সংবাদ সম্মেলনে এমন তথ্য জানায় ঢাবি কর্তৃপক্ষ। এ সময় জানানো হয়, শোভাযাত্রার জন্য সকাল ৮টা থেকে ১২ পর্যন্ত শাহবাগ ও ঢাবি মেট্রো স্টেশন বন্ধ থাকবে। এ ছাড়া সর্ব সাধারণের অংশগ্রহণে বৈশাখ উদযাপনের সুযোগ থাকবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। এর পর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সাধারণের প্রবেশ বন্ধ থাকবে। ব্রিফিংয়ে ঢাবি ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, বিবর্তনমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ এবারের উদযাপনে প্রতিফলিত হবে। এবারের আয়োজনে ২৮টি

২-এর পাতায় দেখুন

পুলিশের নতুন লোগো প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ পুলিশের বিদ্যমান লোগো বদলে নতুন লোগো প্রকাশ করেছে। প্রজ্ঞাপন জারির পরপরই এই লোগো পুলিশ বাহিনীর সব জেলা ও ইউনিটে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহার করতে হবে। বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের অতিরিক্ত ডিআইজি (লজিস্টিকস) নাছিমা বেগম স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়। নতুন লোগোতে স্থান পেয়েছে দেশের জাতীয় ফুল শাপলা, ধান ও গমের শীষ এবং পাটপাতা। পাটপাতার ওপরে উজ্জ্বলভাবে লেখা রয়েছেড়'পুলিশ'। চিঠিতে নাছিমা বেগম জানান, বাংলাদেশ পুলিশের বর্তমান মনোগ্রাম বা লোগো পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে নতুন লোগো চূড়ান্ত করা হয়েছে। এটি ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনও পেয়েছে। এখন শুধু প্রজ্ঞাপন জারির অপেক্ষা। তিনি আরও বলেন, প্রজ্ঞাপন জারির পরপরই নতুন লোগো পুলিশ বাহিনীর সব জেলা ও ইউনিটে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহার করতে হবে। এর অংশ হিসেবে

২-এর পাতায় দেখুন

পিসিএ আলোচনা আগামী বছরের মধ্যে শেষ করতে চায় বাংলাদেশ-ইইউ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মধ্যে অংশীদারত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি (পিসিএ) নিয়ে প্রথম দফার আলোচনা শুরু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে অবস্থিত ইইউ সদর দফতরে এ আলোজন করা হয়। গঠনমূলক সংলাপে অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখতে সম্মত এবং ২০২৬ সালের মধ্যে পিসিএ আলোচনা শেষ করার লক্ষ্য নিয়েছে বাংলাদেশ ও ইইউ। পরবর্তী দফা আলোচনা পারস্পরিক সুবিধাজনক সময়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে একটি সূত্র। প্রথম রাউন্ডের সূচনায় দুপক্ষ তাদের অংশীদারত্বকে আরও উন্নত করার প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে, যার লক্ষ্য বাংলাদেশকে ইইউর সঙ্গে পিসিএ সই করা প্রথম দক্ষিণ এশীয় দেশ হিসেবে স্থান দেওয়া হয়েছে। পিসিএ'র লক্ষ্য হলোড় বাংলাদেশ-

২-এর পাতায় দেখুন

পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোহছিনা আকতার বানুর নেতৃত্বে শুক্রবার ঢাকার মোহাম্মদপুরের বসিলায় উন্মুক্ত স্থানে নির্মাণ সামগ্রী রেখে বায়ুদূষণকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। -পিআইডি

ওষুধ শিল্পে পরনির্ভরতা কমাতে গুরুত্ব দিচ্ছে সংস্কার কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার : ওষুধ শিল্পে পরনির্ভরতা কমাতে গুরুত্ব দিচ্ছে স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশন। সুলভ মূল্যে ওষুধপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে দেশেই সব ধরনের ওষুধের কাঁচামাল তৈরির প্রস্তাব দেবে কমিশন। এ শিল্প সমৃদ্ধ করতে থাকছে জোরালো নীতি সহায়তা ও প্রণোদনার সুপারিশ। গতকাল শুক্রবার সকালে রাজধানীর দারুস সালামে অবস্থিত বিআইএইচএস জেনারেল হাসপাতালে স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশনের প্রধান ও জাতীয় অধ্যাপক এ কে আজাদ খানের সঙ্গে বাংলাদেশ এপিআই অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়ারিস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএআইএমএ) এক বৈঠকে এসব কথা জানান সংশ্লিষ্টরা। জাতীয় অধ্যাপক এ কে আজাদ খান বলেন, ওষুধের ৯৫ শতাংশ কাঁচামাল আমদানি করতে হয়। হাতে গোনা কয়েকটি দেশ

২-এর পাতায় দেখুন

ভয়াবহ তথ্য, গাজায় ৩৬টি হামলায় নিহত হয়েছে শুধু নারী-শিশু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দেড় বছরের বেশি সময় ধরে গণহত্যা চালিয়ে আসছে দখলদার ইসরায়েল। গাজায় এ সময়ে ৫০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। যাদের বেশিরভাগই নিরীহ বেসামরিক মানুষ, নারী ও শিশু। তবে দখলদাররা দাবি করে থাকে তারা হামাস ও ইসলামিক জিহাদের সশস্ত্র যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে হামলা চালায়। ইসরায়েলের এ মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে ভয়াবহ তথ্য জানিয়েছে জাতিসংঘ। তারা বলেছে, দখলদাররা গত ১৮ মার্চ থেকে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত গাজায় ২২৪ বার আবাসিক ভবন ও অস্থায়ী মানুষের তাঁবু লক্ষ্য হামলা চালিয়েছে। এরমধ্যে ৩৬টি হামলায় শুধুমাত্র নারী ও শিশু নিহত হয়েছেন। সেসব হামলায় কোনো সশস্ত্র যোদ্ধা তো নয়-ই, কোনো পুরুষও নিহত হননি। আর এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে মানবাধিকার অফিস। ইসরায়েলি হামলায় গাজায় লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়েছেন। যারা এখন অস্থায়ী তাঁবুতে বসবাস করছেন। এই তাঁবুগুলোতে পর্যন্ত হামলা চালাচ্ছে দখলদার সেনারা। গত জানুয়ারিতে স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়। যা প্রায় ৫০ দিন পর্যন্ত বিদ্যমান

২-এর পাতায় দেখুন

বৃষ্টি-বজ্রপাতে ভারতের তিন রাজ্যে ৪৭ জনের মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের তিন রাজ্য- বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ডে এক দিনে ব্যাপক বৃষ্টি ও বজ্রপাতে এখন পর্যন্ত অন্তত ৪৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বিহারের নালন্দা জেলাতেই ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছেন অনেকে। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজারের প্রতিবেদনে বলা হয়, বৃহস্পতিবারের দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিহার। রাজ্যটিতে শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাতে ২৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোর মধ্যে নালন্দা ছাড়াও রয়েছে সিওয়ান, কাটিহার, দ্বারভাঙা, বেগুসরাই, ভাগলপুর এবং জেহানাবাদ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার মৃতদের প্রতি পরিবারকে চার লাখ রুপি করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা দিয়েছেন। এদিকে বিহারের বিরোধী দলনেতা তথা লালুপ্রসাদ যাদবের পুত্র তেজস্বী যাদবের দাবি, দুর্যোগে কেবল সে রাজ্যেই অন্তত ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের পরিবারের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত

২-এর পাতায় দেখুন

অর্থনীতি কি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে?

স্টাফ রিপোর্টার : স্থবিরতা কাটিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কিছুটা আশার আলো উঁকি দিচ্ছে। চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে অর্থনীতির চাকা কিছুটা সচল হয়েছে। শিল্প উৎপাদন, রফতানি আয় ও রেমিট্যান্স প্রবাহ ইতিবাচক দিক নির্দেশ করছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, সীমিত হলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে ইতিবাচক ধারা ফিরেছে। সরকারি পরিসংখ্যান, রফতানি আয়ের উর্ধ্বগতি, প্রবাসী আয়ের রেকর্ড, এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা মিলিয়ে বিশ্লেষকরা বলছেনড়অর্থনীতির গতি কিছুটা সঞ্চার হচ্ছে। যদিও চ্যালেঞ্জ এখনও কাটেনি। তারা বলছেন, অর্থনীতিতে পূর্ণ উদ্যমে ফিরতে এখনও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। বিশেষ করে মূল্যস্ফীতির চাপ, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক হুমকি এবং কৃষি ও সেবা খাতের দুর্বলতা বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জানিয়েছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪.৪৮ শতাংশ। এর আগের প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) এই হার ছিল মাত্র ১.৮১ শতাংশ। তিনটি প্রধান খাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি এসেছে শিল্প খাতে (৭.১০ শতাংশ), যা অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর মূল চালিকাশক্তি। এছাড়া সেবা খাতে (৩.৭৮ শতাংশ) এবং কৃষি খাতেও প্রবৃদ্ধি হয়েছে (১.২৫ শতাংশ)। রফতানিতে গতি, পোশাক খাতের নেতৃত্ব বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ) রফতানি করেছে ৩০.২৫ বিলিয়ন ডলারের পোশাক, যা আগের বছরের তুলনায় ১০.৮৪ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে নিটওয়্যার ১৬.১৫ বিলিয়ন ডলার এবং ওভেনওয়্যার ১৪.১০ বিলিয়ন ডলার। একক মাস হিসেবে মার্চে রফতানি হয়েছে ৩.৪৫ বিলিয়ন ডলার, যেখানে প্রবৃদ্ধির হার ১২.৪ শতাংশ। এটি প্রমাণ করে, বৈশ্বিক বাণিজ্য চিত্রে অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের পোশাক খাত তার সক্ষমতা ধরে রেখেছে। এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে পোশাক রফতানি ২৬.৬৪ শতাংশ বেড়ে ১.৫ বিলিয়ন ডলার হয়েছে, যা এই বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ও মার্কেট শেয়ার বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। রেমিট্যান্সে রেকর্ড প্রবাহ ২০২৫ সালের মার্চে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এক মাসে রেমিট্যান্স ৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে এসেছে

২-এর পাতায় দেখুন

নাসার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশকে স্বাগত জানালো যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (নাসা) আর্টেমিস অ্যাকর্ডের সঙ্গে ৫৪তম দেশ হিসেবে যুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশকে স্বাগত জানিয়েছে। বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) বাংলাদেশকে স্বাগত জানিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ওই বিবৃতিতে বলা হয়, ২০২৫ সালের ৮ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'ইনভেস্টমেন্ট সামিট'-এ বাংলাদেশ আর্টেমিস অ্যাকর্ডে স্বাক্ষরকারী ৫৪তম দেশ হিসেবে যোগ দিয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আশরাফ উদ্দিন আর্টেমিস অ্যাকর্ডে স্বাক্ষর করেন। এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দি অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি জ্যাকবসন উপস্থিত ছিলেন। 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অংশীদারত্ব বজায় রেখেছে এবং আমরা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা জোরদারে আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা করছি।

২-এর পাতায় দেখুন

দেশের ৭ জেলায় তাপপ্রবাহ নিয়ে দুঃসংবাদ দিলো আবহাওয়া অফিস

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের সাত জেলায় তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা কিছু কিছু এলাকা থেকে প্রশমিত হতে পারে। আগামী কয়েকে দিন অব্যাহত থাকার আভাসও দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। শুক্রবার (১১ এপ্রিল) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ১২০ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে-পশ্চিম-মধ্য সাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় লঘুচাপ অবস্থান করছে। এটি উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে পরবর্তী ১২ ঘণ্টায় মধ্য বঙ্গোপসাগরে

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা শনিবার ॥ ১২ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ২৯ চৈত্র ১৪৩১ বাংলা

ডেঙ্গুর তীব্র ঢেউয়ের শঙ্কাতেও প্রতিরোধ প্রস্তুতিতে নজর নেই

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে এবার ঢেঙ্গুর ঢেউ আসার শঙ্কা রয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাযথ নজর নেই। দুই দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে ডেঙ্গুতে ধারাবাহিকভাবে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। ২০১৯-এর পর থেকে এর প্রাদুর্ভাবের পরিমাণ অনেক বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ মৃত্যুহার ছিল, শূন্য দশমিক ৫২। বর্তমানে বাংলাদেশে ডেঙ্গুতে মৃত্যুহার বিশ্বে সর্বোচ্চ। চার বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে এই বাড়তি হার লক্ষ করা যাচ্ছে। আর চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে (জানুয়ারি থেকে ২৯ মার্চ) আগের যেকোনো সময়ের মধ্যে মৃত্যুহার বেশি। মূলত কয়েকটি কারণে এ বছর মশাবাহিত ডেঙ্গুসহ নানা রোগ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু তা প্রতিরোধে যথাযথ প্রস্তুতিতে নজর নেই। স্বাস্থ্য খাত সংশ্লিষ্টদের সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দেশে এতোদিন ডেঙ্গুর যে ধরন বেশি সক্রিয় ছিল, তার পরিবর্তে নতুন একটি ধরনে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। ফলে এবার ডেঙ্গু রোগীদের অবস্থা জটিল হওয়ার শঙ্কা বাড়ছে। এরই মধ্যে নতুন ভীতি হিসেবে এসেছে চিকুনগুনিয়া। এ বছর ওই রোগের সংক্রমণও বাড়ার শঙ্কা রয়েছে। ইতিমধ্যে চলতি বছরে মার্চের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত দেশে যত মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে, অতীতে এই সময়ে তা কখনো হয়নি। এবার রাজধানীর চেয়ে অন্যান্য জেলায়

ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু সংক্রমণ কমাতে সরকারি তৎপরতা তেমন নেই। সূত্র জানায়, সাধারণত বর্ষাকালে ডেঙ্গু বেশি হয়। বাংলাদেশেও বর্ষায় প্রকোপ বাড়তে শুরু করেছে এবং আগামী অক্টোবর পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। শীতকালে সাধারণত ডেঙ্গুর প্রকোপ কমে আসে। কিন্তু এবার শীত তেমন জেঁকে নামেনি। গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে শূন্য দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। আর ফেব্রুয়ারিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ১ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। ফলে এবারের শীত অনেকটাই এডিস মশার অনুকূলে ছিল। কিন্তু মশার বিস্তার রোধে যথাযথ উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। স্থানীয় সরকার অগোছালো অবস্থায় থাকায় উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে জনস্বাস্থ্যের জরুরি এই বিষয়টি। এবার যদি বর্ষা দীর্ঘায়িত হয় এবং মশা বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা রোধ না করা যায়, তবে ডেঙ্গুর বিস্তার নিয়ন্ত্রণে বাইরে চলে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে। এ বছর এখন পর্যন্ত যত ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছেন, তার মাত্র ৩১ শতাংশ ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের। বাকিরা ঢাকার বাইরের। এখন পর্যন্ত বরিশালে সর্বোচ্চ সংক্রমণ হয়েছে। সূত্র আরো জানায়, চলতি বছরের শুরু থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৮৪৯ জন। দেশে ২০০০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ২ লাখ ৪৪ হাজার ২৪৬ জন। ওই সময় ৮৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল। আর ২০২৩ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলো ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন। ১ হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। আগের ২২ বছরের তুলনায় ওই বছর সংক্রমণও অনেক বেশি ছিল। আর ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৮২৫ জন। পরের বছরের (২০২৪) জানুয়ারি ৭-এর পাতায় দেখুন

অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে লাখ টাকা খোয়ালেন যুবক

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর রমনা থানাধীন শিল্পকলা একাডেমীর সামনে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়েছেন হোসাইন ইসলাম লিমন (২৩) নামে এক ফ্লেক্সিলোড কর্মচারী। এসময় তার কাছে থাকা ১ লাখ ২০ হাজার টাকা নিয়ে যায় প্রতারক চক্রটি। গত বৃহস্পতিবার দিনগত রাত সোয়া ১টার দিকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে এলে মেডিসিন বিভাগে ভর্তি করানো হয়। ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, শিল্পকলা একাডেমী এলাকা থেকে অসুস্থ অবস্থায় একজনকে জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে পাকস্থলী ওয়াশ করে মেডিসিন বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। ওই ব্যক্তির কাছে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা ছিল বলে জানা গেছে। তিনি সুস্থ হলে বিস্তারিত জানা যাবে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে। লিমনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা তার রুমমেট সৈকত জানান, তারা সেগুনবাগিচার একটি বাসায় একসঙ্গে থাকেন। লিমন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির পাশের একটি ফ্লেক্সিলোডের দোকানের কর্মচারী। রাতে দোকান থেকে বাসায় ফেরার পথে শিল্পকলা একাডেমীর সামনে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে অচেতন হয়ে পড়েন। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নেওয়া হয়।

রেলওয়ের হাসপাতালগুলোতে সাধারণ মানুষকেও চিকিৎসাসেবা দেয়া হবে : উপদেষ্টা ফাওজুল কবির

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেছেন, রেলওয়ের হাসপাতালগুলোতে রেলকর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও চিকিৎসাসেবা দেয়া হবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন থাকা চিকিৎসকদের এখানে পদায়ন করা হবে। এ জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে রেলপথ মন্ত্রণালয় সমঝোতা স্মারক চুক্তি করবে। রেলওয়ের হাসপাতালগুলো নিয়ে নতুন এই পরিকল্পনার কথা জানিয়ে কর্মকর্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, এখন বিভিন্ন বিভাগ বা দপ্তরে আলাদা আলাদা করে কাজ করা যাবে না। সবাই সরকারের হয়ে কাজ করবেন, জনগণের জন্য কাজ করবেন। আর নতুন ধরনের কোনো স্থাপনা এই মুহূর্তে করা হবে না। শুক্রবার (১১ এপ্রিল) সকালে চট্টগ্রাম নগরের সিআরবিতে চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান রেলপথ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। হাসপাতাল পরিচালনা ও সেবার মান বাড়াতে চারটি নির্দেশনা দিয়ে রেলপথ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেন, হাসপাতাল পরিচালনার জন্য একটি পরিচালনা পর্ষদ গঠন করতে হবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে চিকিৎসক এই হাসপাতালে সংযুক্তি দিতে হবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ওষুধ, যন্ত্রপাতি ও খাবার সরবরাহ করবে। এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে রেলপথ মন্ত্রণালয় সমঝোতা স্মারক চুক্তি করবে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিতে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলামকে নির্দেশ দেন উপদেষ্টা। এর আগে উপদেষ্টা চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও স্থাপনা ঘুরে দেখেন। এরপর হাসপাতালের দায়িত্বরত চিকিৎসক, রেলপথ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করেন। এই সময় কর্মকর্তারা রোগী ভর্তি না হওয়া ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতাসহ হাসপাতাল পরিচালনায় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কথা উপদেষ্টার কাছে তুলে ধরেন। তাঁরা উপদেষ্টাকে জানান, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সংকট রয়েছে। আবার রোগী ভর্তি হলেও কিছু বিধির কারণে সব রোগীকে খাবার সরবরাহ করা যায় না। পরিদর্শন শেষে উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেন, 'হাসপাতালটি ঘুরে দেখলাম। এ ধরনের হাসপাতাল দেশের আরও বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগীর চাপে শয্যা খালি থাকে না। কিন্তু এখানে (রেলওয়ে হাসপাতাল) শয্যাগুলো খালি পড়ে আছে। এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে রেলপথ মন্ত্রণালয় সমঝোতা স্মারক চুক্তি করবে। এর আওতায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় চিকিৎসক, খাবার, যন্ত্রপাতি ও ওষুধ দেবে।' রেলওয়ে সূত্র জানায়, রেলওয়ের অধীন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, পাকশী, লালমনিরহাট ও সৈয়দপুরে রেলওয়ে হাসপাতাল রয়েছে। এসব হাসপাতালে ২৭০টি শয্যা রয়েছে। তবে হাসপাতালগুলো প্রায় সময় রোগী শূন্য থাকে। এদিকে আজ সকাল আটটায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান চট্টগ্রাম নগরের ৭-এর পাতায় দেখুন

অভিনেত্রী মেঘনা আলম কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : মিস আর্থ বাংলাদেশ বিজয়ী অভিনেত্রী মেঘনা আলমকে ডিটেনশন আইনে ৩০ দিনের জন্য কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। গত বৃহস্পতিবার রাতে ডিবি পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সেফাতুল্লাহ এ আদেশ দেন। গতকাল শুক্রবার সংশ্লিষ্ট আদালত সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। আদালত সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টায় আসামিকে আদালতে হাজির করে ডিবি পুলিশ। পরে আদালত এ আদেশ দেন। আদেশে বলা হয়, ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২ (এফ) ধারার জননিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা পরিপন্থি ক্ষতিকর কার্য থেকে নিবৃত্ত করার জন্য এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে আবশ্যক অনুভূত হওয়ায় ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩(১) ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে মেঘনা আলমকে ৩০ দিন কারাগারে আটক রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে তাকে কাশিমপুর কারাগারে পাঠানো হয়। গত বুধবার সন্ধ্যায় ফেসবুকে মেঘনা আলমের লাইভ চলার মধ্যেই তার অভিযোগ অনুযায়ী বাসার 'দরজা ভেঙে' পুলিশ পরিচয়ধারীরা ভেতরে প্রবেশের পরপরই লাইভটি বন্ধ হয়ে যায়। ১২ মিনিটের বেশি সময় ধরে চলা লাইভটি এরপর ডিলিটও হয়ে যায়। ডিটেনশন আইনে সরকার কোনো ৭-এর পাতায় দেখুন

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরলেন আরও ১৬৭ বাংলাদেশি

স্টাফ রিপোর্টার : অবৈধভাবে উত্তর আফ্রিকার দেশ লিবিয়ায় গিয়ে আটক, বিপদগ্রস্ত ও পাচারের শিকার ১৬৭ জন বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ত্রিপলিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় লিবিয়ার বেনগাজি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হতে দেশে ফিরতে ইচ্ছুক ১৬ জন এবং গানফুদা ডিটেনশন সেন্টার থেকে ১৫১ জনসহ মোট ১৬৭ জন অনিয়মিত বাংলাদেশি নাগরিক বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) ভোর পাঁচটায় বুরাক এয়ারের চার্টার্ড ফ্লাইট যোগে দেশে ফিরেছেন। শুক্রবার (১১ এপ্রিল) এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। এ সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তারা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাদের অভ্যর্থনা জানান। এই ফ্লাইটে ৭-এর পাতায় দেখুন

দেশে সবজির বাজার চড়া মাছের দামও বাড়তি

স্টাফ রিপোর্টার : পুরো রমজান মাসজুড়ে দুই-একটি সবজি ছাড়া সব ধরনের সবজির দাম তুলনামূলক কম ছিল। তাতে স্বস্তিতে ছিলেন ক্রেতারা। তবে রমজান ও ঈদ শেষে বাজারে বেড়েছে সবজির দাম। অধিকাংশ সবজি বিক্রি হচ্ছে ৭০ থেকে ১০০ টাকার আশপাশে, যা আগের তুলনায় প্রায় ৩০ টাকা বেশি। বাড়তি মাছের দামও। পরিস্থিতি এমন- এক কেজি পাঙাশ কিনতে ক্রেতার ২০০-২৩০ টাকা গুনতে হচ্ছে, যা ঈদের আগেও ১৮০-১৯০ টাকা ছিল। পাবদা, টেংরা, রুইসহ বেশির ভাগ মাছের দাম গত সপ্তাহের তুলনায় ৩০ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। শুক্রবার (১১ এপ্রিল) রাজধানীর বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, বাজারে সয়াবিন তেলের সংকট চলছে। আগের চেয়ে নির্ধারিত দাম না বাড়লেও অনেক দোকানে সয়াবিন তেল নেই। যে কারণে অনেকে বোতলের গায়ের দামের চেয়ে কেজিপ্রতি ৫ টাকা বেশি দামে বিক্রি করছেন। দেখা গেছে, বাজারভেদে করলা, ঝিঙা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা ৮০ থেকে ১০০ টাকায়, পটোল, ঢ্যাঁড়স ৭০ থেকে ৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সবজির মধ্যে দাম কম রয়েছে পেঁপের, তা-ও ৫০ থেকে ৬০ টাকা। এ ছাড়া খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ ৫ টাকা বেড়ে ৪০ থেকে ৪৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এ ছাড়া আলু, আদা, রসুন ও আলুর দাম আগের মতোই রয়েছে। সবজি বিক্রেতারা জানিয়েছেন, বাজারে বর্তমানে চাহিদার তুলনায় সবজির সরবরাহ কম। শীতের অধিকাংশ সবজি শেষ হয়ে গেছে আর গ্রীষ্মের অনেক সবজি এখনও বাজারে কম। এ কারণে দাম বেড়েছে। রাজধানীর রামপুরা বাজারে সকালে ঢুকতেই সবজির বাড়তি দামের আঁচ পাওয়া গেল। দাম নিয়ে এক সবজি বিক্রেতার সঙ্গে তর্কে জড়ান স্থানীয় বাসিন্দা বিধান চন্দ্র। তিনি সেখান থেকে ১০০ টাকা দরে আধা কেজি বরবটি ও করলা কিনেছেন। তিনি বলেন, ঈদের আগেই সব সবজি ৬০ টাকার আশপাশে ছিল। ঈদের পরে সব বেড়ে যাচ্ছে। এদিকে, বাজারে আবারও সয়াবিন তেলের কিছুটা সংকট দেখা দিয়েছে। অনেক দোকানেই তেল পাওয়া যাচ্ছে ৭-এর পাতায় দেখুন

'প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করুন'

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : দেশ ও জাতির কল্যাণে প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। শুক্রবার (১১ এপ্রিল) সকালে নগরীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর চট্টগ্রাম মহানগরীর উদ্যোগে দিনব্যাপী রুকন শিক্ষাশিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, অহেতুক কোনো বিলম্ব না করে জাতির প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নির্বাচনের তারিখ ও রোডম্যাপ ঘোষণা করা উচিত। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ মাসুম, সাবেক এমপি ড. এ এইচ এম হামিদুর রহমান আজাদ ও মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান। দারসুল কুরআন পেশ করেন বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্রাসার সাবেক অধ্যাপক ড. মাওলানা সাইয়্যেদ আবু নোমান। বক্তব্যে অধ্যাপক পরওয়ার বলেন, পলাতক স্বৈরাচাররা দেশে গুজব ও অপপ্রচার চালাতে ৭-এর পাতায় দেখুন

মালয়েশিয়ায় ৯৮ বাংলাদেশিসহ ২৮৮ অভিবাসী গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার : মালয়েশিয়া ইমিগ্রেশনের সাঁড়াশি অভিযানে ৯৮ বাংলাদেশিসহ ২৮৮ জন অবৈধ অভিবাসী গ্রেফতার হয়েছেন। ইমিগ্রেশন সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) সেলাঙ্গর রাজ্যের কাজাং স্টপওভার সেন্টারে অভিযান চালিয়ে মোট ২৮৮ জন অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেফতার করা হয়। মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশন (অপারেশন) এর ডেপুটি ডিরেক্টর-জেনারেল, জাফরি এমবক তাহা এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে ৯০টি প্রাঙ্গণসহ ছয়টি ব্লকে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় মোট ১০৩৫ জন ব্যক্তির কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়। যার মধ্যে ৭৮৫ জন বিদেশি এবং ২৫০ জন স্থানীয়। এর মধ্যে যাদের বৈধ কোনো কাগজপত্র নেই তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারদের মধ্যে ২৪২ জন পুরুষ এবং ৪৬ জন মহিলা রয়েছেন, যাদের বয়স ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। গ্রেফতারদের মধ্যে বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ৭-এর পাতায় দেখুন

বায়তুল মোকাররমে ফিলিস্তিনের সমর্থনে ইসলামী দলগুলোর বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের চালানো 'বর্বর গণহত্যা' ও স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে ইসলামী দলগুলো বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ থেকে ফিলিস্তিনের জনগণের প্রতি সংহতি প্রকাশ করা হয় এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ইসরায়েলের ওপর চাপ সৃষ্টি করে গণহত্যা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। গতকাল শুক্রবার ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের অব্যাহত হামলার প্রতিবাদে জুমার নামাজের পর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেট বিক্ষোভ মিছিলে উত্তাল হয়ে ওঠে। জুমার নামাজের পর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে 'ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ' কর্তৃক আয়োজিত বর্বর ইসরায়েলের গণহত্যা ও স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ৭-এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার বাদ জুম'আ জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে বর্বর ইসলায়েরি গণহত্যা বন্ধ ও স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ।

নারায়ণগঞ্জে শিশুসহ ৩ জনের বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে অজ্ঞাত দুই নারী ও এক শিশুর বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১১ এপ্রিল) দুপুর ১টার দিকে সিদ্ধিরগঞ্জের মিজমিজি পশ্চিম পাড়া এলাকার একটি পুকুরের পাড় থেকে মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয়। মৃতরা হলেন-মজমিজি এলাকার মৃত আ. ছামাদের মেয়ে লামিয়া আক্তার (২২), তার শিশু সন্তান আব্দুল্লাহ (৪), বড় বোন স্বপ্না আক্তার (৩৫)। স্বপ্না আক্তার মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। এ ঘটনায় লামিয়া আক্তারের স্বামী মো. ইয়াসিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহীনুর আলম। তিনি বলেন, মিজমিজি এলাকার একটি পুকুরে স্থানীয় বাসিন্দারা বস্তাবন্দি খণ্ডবিখণ্ড মরদেহ দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেন। থানা পুলিশ ও পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) ৭-এর পাতায় দেখুন

৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে চবিতে হচ্ছে ওশান স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শুরু হয়েছে দেশের প্রথম ওশান স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশনের নির্মাণ কাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে চীনের প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন সেকেন্ড ইনস্টিটিউট অফ ওশানগ্রাফির (এসআই ও) যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়ন হচ্ছে এ প্রকল্প। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে খরচ হবে প্রায় ৭০ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রায় ৬০ কোটি টাকার কারিগরি ও যান্ত্রিক সহায়তা দিচ্ছে চীনা প্রতিষ্ঠানটি। গত ২৬ মার্চ ক্যাম্পাসে প্রকল্পটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। প্রকল্পটি চলতি বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন হবে এবং বাস্তবায়ন হলে সমুদ্র সম্পদ আহরণ, ব্লু ইকোনমি ও আবহাওয়ার পূর্বাভাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা। প্রকল্প সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস ও সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এখনো বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর স্যাটেলাইট তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের এনওএএ, জেটিডব্লিওসি এবং ভারতের আইএমডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে প্রায় ২০-৩০ ঘণ্টা সময় লাগে। এ প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ ও পরনির্ভরশীল। এসব তথ্য ব্যবহার করে উচ্চ রেজুলেশনের মানচিত্র বা গাণিতিক মডেল তৈরি করা সম্ভব হয় না। পাশাপাশি, সামুদ্রিক সম্পদ অন্বেষণ, আহরণ ও ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় নিরবচ্ছিন্ন তথ্য সংগ্রহের সক্ষমতা অভাবে আটকে আছে। এই সীমাবদ্ধতা দূর করতে ভূমিকা রাখবে ওশান স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন। এ স্টেশন চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী স্যাটেলাইট থেকে রিয়েল-টাইম তথ্য সংগ্রহ করবে। এর মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তারিত তথ্য মাত্র ১০-১৫ মিনিটে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হবে। প্রকল্পটি ব্লু ইকোনমিতেও ভূমিকা রাখবে। জানা যায়, স্বাধীনতার আগে চিহ্নিত ফিশিং জোনগুলোতে মৎস্য সম্পদের বর্তমান অবস্থা নিশ্চিত নয়। ২০১২ সালে মিয়ানমার ও ২০১৪ সালে ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ হলেও তথ্যের অভাবে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য ও সম্পদ আহরণের সম্ভাবনা অপূর্ণ রয়ে গেছে। স্টেশনটি চালু হলে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, স্রোতের গতি এবং ক্লোরোফিল ঘনত্বের তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ৭-এর পাতায় দেখুন

ছুটির দিনে চিড়িয়াখানায় দর্শনার্থীদের ভিড়

স্টাফ রিপোর্টার : কেউ এসেছেন বন্ধুদের সঙ্গে। কেউ আবার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে রাজধানীর বাইরে থেকেও এসেছেন কেউ কেউ। ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও পাখি দেখছেন তারা। এভাবে ছুটির দিন কাটাচ্ছেন রাজধানীর মিরপুরে চিড়িয়াখানায় আসা হাজারো দর্শনার্থী। শুক্রবার (১১ এপ্রিল) দুপুরে চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখা গেলো, দর্শনার্থীদের বেশিরভাগই শিশু-কিশোর। কিশোর-কিশোরীদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। গত সপ্তাহে শেষ হয়েছে ঈদের ছুটি। ঈদ বা উৎসবের ছুটিতে যেমন লোকারণ্য থাকে, তেমনটি না থাকলে শুক্রবার দুপুরের পর বিনোদনকেন্দ্রটিতে দর্শনার্থীদের উপস্থিতি বাড়তে থাকে। পাল্লা দিয়ে বাড়ে চিড়িয়াখানার গেটের সামনে শত শত হকারদের বিক্রি-বাট্টা। দেখা যায়, কেউ লেবুর জুস বিক্রি করছেন, কেউ বাদাম, বেলুন, খেলনা, আচার বিক্রি করছেন। হকারদের পাশাপাশি চিড়িয়াখানার গেটের সামনে সিএনজি ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার জটও লেগে থাকে। বানর, বাঘ, সিংহ, হরিণ, জিরাফের খাঁচার সামনে শিশু ও ৭-এর পাতায় দেখুন

ভারত একতরফাভাবে আন্তর্জাতিক চুক্তি বাতিল করতে পারে না: সাইফুল হক

স্টাফ রিপোর্টার : ভারত বাংলাদেশের ট্রান্সশিপমেন্ট বন্ধ করে দেওয়ার প্রসঙ্গে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেছেন, ভারত একতরফাভাবে এরকম আন্তর্জাতিক চুক্তি বাতিল করতে পারে না। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিপ্লবী যুব সংহতির উদ্যোগে 'ফিলিস্তিনে গণহত্যার প্রতিবাদে' আয়োজিত মানববন্ধনে তিনি এসব কথা বলেন। সাইফুল হক বলেন, দুদিন আগে দেখলাম, ভারত আমাদের এখানে ট্রান্সশিপমেন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা যেটুকু বাণিজ্যিক সুবিধা পেতাম, তা বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা এই ট্রান্সশিপন্টমেন্ট দিয়ে নেপাল, ৭-এর পাতায় দেখুন

আধুনিক বাংলাদেশ গড়তে তারেক রহমানের বিকল্প নেই: হাবিবুর রহমান হাবিব

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী দিনে আধুনিক বাংলাদেশ গড়তে তারেক রহমানের বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও পাবনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান হাবিব। তিনি বলেন, একমাত্র তারেক রহমানই পারেন বাংলাদেশকে সাহসিকতার সঙ্গে নেতৃত্ব দ

মোহাম্মদপুরে পুলিশের সাঁড়াশি

করা হয়েছে। আগামীতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

নাসার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায়

বাংলাদেশের আর্টেমিস অ্যাকর্ডে স্বাক্ষর এই ইঙ্গিত দেয় যে, দেশটি শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে মহাকাশ গবেষণা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক জোটের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক।'বিবৃতিতে আরও বলা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আরও সাতটি দেশ ২০২০ সালে আর্টেমিস চুক্তি প্রতিষ্ঠা করে, যা দায়িত্বশীল মহাকাশ গবেষণা পরিচালনার জন্য ব্যবহারিক নীতির মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ এখন যুক্তরাষ্ট্রসহ আরও ৫২টি দেশের সঙ্গে যেমনড় অ্যাঙ্গোলা, আর্জেন্টিনা, আর্মেনিয়া, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বাহরাইন, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, বুলগেরিয়া, কানাডা, চিলি, কলম্বিয়া, সাইপ্রাস, চেক প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েডর, এস্তোনিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রিস, আইসল্যান্ড, ভারত, ইসরায়েল, ইতালি, জাপান, লিচেনস্টেইন, লিথুয়ানিয়া, লুক্সেমবার্গ, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, নাইজেরিয়া, পানামা, পেরু, পোল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, রোমানিয়া, রুয়ান্ডা, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, থাইল্যান্ড, ইউক্রেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য এবং উরুগুয়ে এই নীতিমালাগুলোকে সমর্থন জানাচ্ছে, যা টেকসই বেসামরিক মহাকাশ কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ও নাসা যৌথভাবে অ্যাকর্ডের প্রচার ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে।'

অর্থনীতি কি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে?

৩২৯ কোটি ডলার, যা গত বছরের মার্চের তুলনায় ৬৪.৭ শতাংশ বেশি। অর্থপাচার কমে যাওয়া, বিনিয়োগ আস্থা ফিরে আসা ও বৈধ পথে পাঠানোতে উৎসাহিত হওয়া এর পেছনে কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ২১.৭৭ বিলিয়ন ডলার, প্রবৃদ্ধি ২৭.৬ শতাংশ। রিজার্ভে ফিরছে ঊর্ধ্বমুখিতা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে আবারও ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্যানুসারে, ২০২৫ সালের ৬ এপ্রিল পর্যন্ত দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ২৫.৬২ বিলিয়ন ডলার। তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব অনুযায়ী, ব্যালান্স অব পেমেন্ট অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন ম্যানুয়াল (বিপিএম৬) পদ্ধতিতে পরিমাপ করলে এই রিজার্ভের প্রকৃত পরিমাণ দাঁড়ায় ২০.৪৬ বিলিয়ন ডলারে। আইএমএফের এ পদ্ধতিতে স্বল্পমেয়াদি বৈদেশিক দেনা ও অন্যান্য দায় পরিশোধের পর যে অংশটি দেশে ব্যবহারযোগ্য থাকে, সেটাকেই প্রকৃত রিজার্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ৬ এপ্রিল বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মো. আরিফ হোসেন খান গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, 'রিজার্ভ বিপিএম৬ হিসেবে ২০.৪৬ বিলিয়ন ডলার। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী মোট রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ২৫.৬২ বিলিয়ন ডলার।' অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, প্রবাসী আয় এবং রফতানি খাতে ইতিবাচক প্রবাহ অব্যাহত থাকলে রিজার্ভ আরও শক্তিশালী হবে, যা দেশের আমদানি ব্যয় নির্বাহ ও বিনিয়োগ পরিবেশে স্থিতিশীলতা আনবে।

বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমানে দেশে যে রেমিট্যান্স প্রবাহ রয়েছে, তা নিয়মিত ও প্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে আসায় বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ কিছুটা স্থিতিশীল হয়েছে। রিজার্ভের এ ইতিবাচক পরিবর্তন আমদানি দায় মেটাতে যেমন সহায়ক, তেমনি আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থাগুলোর কাছে দেশের অর্থনৈতিক গ্রহণযোগ্যতাও বাড়াবে। কমলো বাণিজ্য ঘাটতি ২০২৫ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাইফেব্রুয়ারি) দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি ও চলতি হিসাবের নেতিবাচক প্রবণতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, রফতানি ও রেমিট্যান্স আয়ের ইতিবাচক প্রবাহ এবং আমদানি ব্যয়ে স্থিতিশীলতা বজায় থাকায় সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির বহিঃখাত কিছুটা স্বস্তিতে রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে মোট পণ্য রফতানি আয় দাঁড়িয়েছে ৩০.৩৭ বিলিয়ন ডলার এবং আমদানি ব্যয় হয়েছে ৪৩.৭৩ বিলিয়ন ডলার। ফলে এ সময় বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩.৭০ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪.৪১ শতাংশ কম। গত অর্থবছরের একই সময়ে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৪.৩৩ বিলিয়ন ডলার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসার পর রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে এবং রফতানি আয়ে ইতিবাচক গতি এসেছে। বিশেষ করে রফতানি পণ্যের মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছতা ও সঠিকতা থাকায় রফতানি আয় বাড়ছে। অন্যদিকে, শিল্পের কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানিতে বড় ধরনের ব্যয় বৃদ্ধি না হওয়ায় আমদানি ঘাটতি বাড়েনি। চলতি হিসাবের (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট) লেনদেনেও ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। জুলাইফেব্রুয়ারি সময়ে চলতি হিসাবের ঘাটতি নেমে এসেছে মাত্র ১.২৭ বিলিয়ন ডলারে, যেখানে আগের অর্থবছরে এটি ছিল ৪.০৭ বিলিয়ন ডলার। সামগ্রিক লেনদেন ভারসাম্যে (ওভারঅল ব্যালান্স) ঘাটতিও কমেছে। চলতি অর্থবছরের এই সময়ে ওভারঅল ব্যালান্সে ঘাটতি ছিল ১.১০ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের ৪.৪৪ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রথম প্রান্তিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধাক্কা থাকলেও পরে কৃষি, শিল্প এবং সেবা খাতে পুনরুদ্ধার শুরু হয়েছে। এর সঙ্গে রফতানি ও রেমিট্যান্সে প্রবৃদ্ধি যোগ হওয়ায় সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্বস্তির আভাস মিলছে। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, 'এটি তো পরিষ্কার অর্থনীতি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে।' তিনি জানান, জুলাইয়ের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আগস্টের বন্যায় কৃষি, কলকারখানা এবং সেবা খাত ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অক্টোবর থেকে পরিস্থিতির উন্নতি শুরু হয়। কৃষি ও উৎপাদন খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়ে, যার প্রভাব পড়ে রফতানি ও রেমিট্যান্সে। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুসারে, চলতি অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকে প্রায় ১২ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১৮ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, একই সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার, যা গত বছরের তুলনায় ২২ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'দ্বিতীয় প্রান্তিকে কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। তবে তৃতীয় প্রান্তিকে অর্থনীতি আরও ভালো করেছে।' তিনি জানান, 'রফতানি ও রেমিট্যান্স চাঙা হওয়ায় বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য এবং সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল হয়েছে।' মূল্যস্ফীতির চাপ, তবে আশার বার্তা মার্চ মাসে মূল্যস্ফীতি সামান্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৩৫ শতাংশ, তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) পূর্বাভাস দিয়েছেড়জুনের মধ্যেই তা ৮.৫ শতাংশের নিচে নেমে আসবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারের সমন্বিত উদ্যোগ এই হ্রাসে সহায়ক হবে বলে মনে করছেন তারা। তবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) সতর্ক করেছে যে, চলতি অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতি হতে পারে ১০.২ শতাংশ। আমদানি ব্যয় ও বৈশ্বিক বাজারের অস্থিরতা এই চাপের জন্য দায়ী।

ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক স্থগিত, তবে উদ্বেগ থাকছেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষিত ৩৭ শতাংশ পাল্টা শুল্ক ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করেছেন। এতে বাংলাদেশি রফতানিকারকরা কিছুটা স্বস্তি পেলেও, এই 'মোরাটোরিয়াম' শেষ হলে বড় সংকট তৈরি হতে পারে। বিজিএমইএ নেতা মহিউদ্দিন রুবেল বলছেন, 'এই বিরতি প্রস্তুতির জন্য সময় দেবে।' তবে এক শীর্ষ রফতানিকারক বলেন, 'ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, এই সময়ে বাংলাদেশ কতটা কার্যকরভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দরকষাকষি করতে পারে তার ওপর।' শুল্ক কার্যকর হলে বাংলাদেশি পোশাকে ৫৩.৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক দিতে হতে পারে, যা ৪০ বিলিয়ন ডলারের শিল্পের জন্য মারাত্মক হুমকি। কৃষি ও পাট খাত নিয়ে উদ্বেগ কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি দ্বিতীয় প্রান্তিকে মাত্র ১.২৫ শতাংশ এবং পাট খাত প্রায় স্থবির। কৃষিপণ্যের রফতানি কমেছে ২৫.৭২ শতাংশ। ইপিবি বলছে, কৃষি ও পাট খাতে পুনরুজ্জীবন ঘটাতে বিশেষ উদ্যোগ দরকার।

বেসরকারি ঋণ প্রবৃদ্ধি দেশে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে ২১ বছরের সর্বনিম্ন পর্যায়ে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে এই প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে মাত্র ৬ দশমিক ৮২ শতাংশ, যা ২০০৪ সালের পর সর্বনিম্ন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য বলছে, গত সাত মাস ধরে ধারাবাহিকভাবে ঋণ প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং বিশেষ করে গত বছরের আগস্টে ক্ষমতার পালাবদলের পর থেকে এই প্রবণতা আরও গভীর হয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.১৫ শতাংশ এবং গত ডিসেম্বর মাসে ছিল ৭.২৮ শতাংশ। ২০২২ সালের শেষ দিক থেকেই এই সূচকে নিম্নগতি দেখা গেলেও ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ঋণ প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার অর্থ হচ্ছেড়বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের গতি কমে গেছে। ফলে শিল্প, ব্যবসা ও উৎপাদন খাতেও ধীরগতি দেখা দিতে পারে। অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করে বলেছেন, ঋণ প্রবৃদ্ধির এই নিম্নগতি অব্যাহত থাকলে সামগ্রিক অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়বে। বিনিয়োগ কমে যাবে, কর্মসংস্থান হ্রাস পাবে এবং প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কঠিন হয়ে উঠবে।

ওষুধ শিল্পে পরনির্ভরতা কমাতে

কাঁচামাল উৎপাদন করে থাকে। দেশীয় ব্যবস্থাপনায় কাঁচামাল তৈরি করতে পারলে ওষুধ শিল্প আরও সমৃদ্ধ। এমনকি উৎপাদিত কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব। সংস্কার কমিশন দেশীয় ব্যবস্থাপনায় কাঁচামাল তৈরিতে সুপারিশ করবে। বৈঠকে বিআইএমএর সভাপতি এস এম সাইফুর রহমান বলেন, ভারত, চীন, সিঙ্গাপুর ওষুধে কাঁচামাল শিল্পকে প্রসারে ব্যবসায়ীদের প্রণোদনা দিয়েছে। পাশাপাশি নমুনা পরীক্ষা ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করেছে। আমাদেরও এই নীতি সহায়তা প্রয়োজন। এসময় ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে তিনি স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশন প্রধানের কাছে ৯ দফা প্রস্তাব জানান। এর মধ্যে রয়েছে- ওষুধের কাঁচামাল উৎপাদন ও গবেষণায় এবং সম্পদ উন্নয়নে প্রণোদনা দিতে হবে। দেশীয়ভাবে ওষুধের কাঁচামাল উৎপাদনে গ্যাস ও বিদ্যুতে ভর্তুকির ব্যবস্থা করতে হবে। যারা ওষুধের কাঁচামাল উৎপাদন করবে, তাদের ভ্যাট ও ট্যাক্স মওকুফ সুবিধা দেওয়া। ওষুধ প্রশাসনের ব্লক লিস্ট কমিটিতে বিএআইএমএ প্রতিনিধি নিশ্চিত করা। বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন গণস্বাস্থ্য বেসিক কেমিক্যাল লিমিটেড-এর এম জামাল উদ্দিন, সোডিক্যাল মেডিকেল ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিজাম উদ্দিন আহমেদ, নিপ কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান পাটোয়ারী, ওয়ার্ল্ড এপিআই কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেডের প্ল্যান্ট ডিরেক্টর জাকির হোসেন, ডায়াবেটিক সায়েন্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম এ মাহমুদ।

বৃষ্টি-বজ্রপাতে ভারতের তিন রাজ্যে

কৃষকদেরও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি তুলেছেন তিনি। আরেক রাজ্য উত্তরপ্রদেশের ১৫টি জেলায় ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাতের জেরে অন্তত ২২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাজ্যের ফতেপুর, আজমগড়, ফিরোজ?াবাদ, কানপুর, কনৌজ, অমেঠী, গোন্ডা, গাজিপুর এবং উন্নাও। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মৃতদের পরিবারকে চার লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। এছাড়াও দুর্যোগে চাষের জমির কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, প্রশাসনকে তা জরিপ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে ঝাড়খণ্ডে বজ্রপাতে চার জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে তিন জনই প্রবীণ নাগরিক। সে রাজ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে ডালটনগঞ্জ (৩১.৮ মিলিমিটার)-এ। রাজধানী রাঁচীতে হয়েছে ৭.৬ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত। ধানবাদ, কোডারমা, হাজারিবাগের বহু জায়গায় গাছ উপড়ে যান চলাচল ব্যহত হয়। শিলাবৃষ্টির কারণে ফসলেরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম এবং অরুণাচল প্রদেশে। ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বিহার এবং ঝাড়খণ্ডে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে। এছাড়া ধুলোঝড় বইতে পারে রাজস্থানে।

পিসিএ আলোচনা আগামী বছরের

ইইউ সম্পর্কের জন্য একটি ব্যাপক এবং শক্তিশালী কাঠামো দেওয়া, যাতে বহুমুখী ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং নতুন বৈশ্বিক বাস্তবতা এবং উদীয়মান চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে ভবিষ্যতের মিথস্ক্রিয়াগুলোকে পরিচালিত করা যায়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রথম দফা আলোচনায় প্রধান আলোচক হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (পূর্ব) ড. মো. নজরুল ইসলাম। ইইউ পক্ষের নেতৃত্ব দেন ইউরোপীয় বহিরাগত কর্মপরিষদের (ইইউ) এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভাগের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক পাওলা পাম্পালোনি। ইইউতে বাংলাদেশের মিশন প্রধান খন্দকার মাসুদুল আলমও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার প্রতিনিধিরা ব্যক্তিগতভাবে এবং অনলাইনে আলোচনায় যোগ দেন। প্রথম দফার আলোচনায় বাংলাদেশ এবং ইইউর মধ্যে আরও আকর্ষণীয় এবং অর্থবহ অংশীদারত্বের জন্য পারস্পরিক স্বার্থ এবং আকাঙ্ক্ষার রূপরেখা তুলে ধরে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছিল। অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে ছিলড় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, সুশাসন, জলবায়ু পরিবর্তন, ডিজিটাল রূপান্তর, সংযোগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, অভিবাসন, দক্ষতা উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়ন, মানবাধিকার, মানবিক পদক্ষেপ, সন্ত্রাসবাদ এবং শান্তি ও নিরাপত্তা।

ভয়াবহ তথ্য, গাজায় ৩৬টি হামলায়

ছিল। কিন্তু দখলদাররা চুক্তি লঙ্ঘন করে পবিত্র রমজান মাসের শুরুর দিকে আবারও গণহত্যা চালানো শুরু করে। ওই সময় একদিনের হামলায় গাজায় প্রায় ৪০০ মানুষ নিহত হয়েছিলেন। যা এখনো অব্যাহত আছে। গত দেড় মাসের বেশি সময় ধরে গাজায় কোনো ত্রাণ পৌঁছাতে দেয়নি দখলদাররা। এ কারণে উপত্যকাটিতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

পুলিশের নতুন লোগো প্রকাশ

ইউনিফর্ম, পতাকা, সাইনবোর্ডসহ সব ধরনের সংশ্লিষ্ট সামগ্রীতে নতুন লোগোর ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে।

পহেলা বৈশাখে ঢাবি ও শাহবাগ

জাতিগোষ্ঠী যুক্ত হচ্ছে ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনও থাকবে। এ ছাড়া এবার মঙ্গল শোভাযাত্রার বদলে আনন্দ শোভাযাত্রা হবে জানিয়ে ঢাবির চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আজহারুল ইসলাম শেখ জানান, এবার 'নববর্ষের ঐকতান, ফ্যাসিবাদের অবসান' প্রতিপাদ্যে উদযাপিত হবে 'বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা'।

সরবরাহ কমের অজুহাতে

। বিক্রেতাদের দাবি, মৌসুম শেষ হয়ে যাওয়ায় চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অনেক কম। এ কারণেই দাম বাড়তি। কারওয়ান বাজারের খুচরা ব্যবসায়ী শাহ আলম বলেন, বাজারে তরমুজ কমে আসছে। তাই দাম বাড়ছে। আগামী এক সপ্তাহ পর দাম আরও বাড়বে। দোকানদার (বিক্রেতা) কমে যাবে, আড়তেও তরমুজের সংকট হবে। তাই এখন দাম একটু বেশি। তরমুজের আড়তদার হানিফ চৌধুরী বলেন, পটুয়াখালীর তরমুজ প্রায় শেষ। খুলনার তরমুজ আসছে, তবে ঈদের সময় থেকে দাম বাড়তি। এখন গরমও পড়ছে বেশি, তরমুজ নষ্টও হয় অনেক। মাঝারি আকারের তরমুজ এখন প্রতি ১০০টি ৩০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। এ ধরনের তরমুজ বেচাকেনা বেশি চলে। নাজির হোসেন নামের এক ক্রেতা বলেন, এখন রমজান না, তবুও তরমুজের দাম কমছে না। ৩০০ থেকে ৪০০ টাকার নিচে ভালো মানের তরমুজ পাওয়া যাচ্ছে না। মোটামুটি বড় তরমুজ ধরতে গেলে ৪০০ টাকার ওপরে দাম।

যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যে শুল্ক বাড়িয়ে

ফলেই। এদিকে, ট্রাম্প বুধবার চীনের বাইরে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ওপর ৯০ দিনের জন্য শুল্ক স্থগিতের ঘোষণা দেন, তবে চীনের ক্ষেত্রে শুল্ক আরও বাড়ানোর কথা বলেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বেইজিংয়ের পক্ষ থেকে 'সম্মানবোধের অভাব' অনুভব করেছেন বলে উল্লেখ করেন।

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে

স্থাপনা কেঁপে ওঠে। ফলে, সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ভূমিকম্পের পরপরই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পোস্ট দেখা যায়। অনেকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেন এবং নিরাপদ থাকার জন্য পরামর্শ দেন।

বৈশাখের পোশাকে বাঙালিত্বের ছোঁয়া

আজিজ সুপার মার্কেটকে বেছে নেন। যেখানে বিভিন্ন ফ্যাশন ব্র্যান্ড বৈশাখে নানান ধরনের পোশাক নিয়ে আসে। আজিজ সুপার মার্কেটের তৃতীয় তলায় পৌরাণিকের স্বত্বাধিকারী লুবনা বলেন, বৈশাখে মূল রঙ লাল ও সাদা। তবে এর পাশাপাশি বেগুনি, আকাশী কিংবা হলুদের মতো অন্য রঙগুলোকেও আমরা প্রাধান্য দিয়ে থাকি।

'আমাদের এবারের আয়োজনে রয়েছে নানা প্যাটার্নের সালোয়ার কামিজ, লং-কুর্তি, রেগুলার কুর্তি, টপস্, ডাবল লেয়ারড কুর্তি, টিউনিক,গাউন, টপস-স্কার্ট। ছেলেদের জন্য রয়েছে পছন্দের ব্র্যান্ড কে ক্র্যাফটের রেগুলার, কাট বেইজড ও ফিটেড পাঞ্জাবি। এছাড়াও পাওয়া যাবে ক্যাজুয়াল শার্ট, এথনিক শার্ট, ফতুয়া ও টি শার্ট'- বলেন তিনি। এবারের বর্ষবরণে বিশ্বরঙ ব্র্যান্ডের পোশাক প্রদর্শনীতে থাকছে শাড়ি, পাঞ্জাবি, থ্রি পিস, ফতুয়া, শার্ট, টি-শার্ট, গহনা ইত্যাদি। গরমের কথা মাথায় রেখে ব্যবহার করা হয়েছে সুতি ও খাদি কাপড়। বিশ্বরঙের স্বত্বাধিকারী বিপ্লব সাহা বলেন, বাংলাদেশের স্বনামধন্য ফ্যাশন ব্র্যান্ড 'বিশ্বরঙ' দীর্ঘ ৩০ বছরের সৃষ্টিশীল ভাবনায় বাংলার ঐতিহ্যকে প্রতিনিয়ত পোশাকে তুলে ধরেছে সুনিপুণ শৈলীতে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারের বৈশাখে মোটিফের উৎস হচ্ছে আমাদের চিরচেনা 'প্রকৃতি'। 'বিশ্বরঙ' বৈশাখ-১৪৩২ এর পোশাক অলংকরণের অনুষঙ্গ হিসেবে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান তথা সমুদ্র-সমুদ্রের তলদেশকে গ্রাফিক্যাল জ্যামিতিক ফর্মের সমন্বয়ে উপস্থাপন করেছে কাপড়ের মলিন সার্ফেসে সৃষ্টির উল্লাসে। পোশাকের প্যাটার্নেও এসেছে ভিন্নতা। রঙের বিষয়ে বিপ্লব সাহা বলেন, পোশাকগুলোতে উৎসবের আমেজ ফুটিয়ে তুলতে উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি এসেছে টাই-ডাই, ব্লক, বাটিক, অ্যাপলিক, কাটওয়ার্ক, স্ক্রিন প্রিন্ট এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রিন্ট ইত্যাদি। বৈশাখ ঘিরে বিশ্বরঙ-এর সব শোরুমে পোশাক প্রদর্শনী চলবে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত। সঙ্গে থাকছে কেনাকাটায় চৈত্র সংক্রান্তি ও বৈশাখের ২০ শতাংশ মূল্যছাড়। এ সুবিধা সব শো-রুম এবং অনলাইনে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। ঐতিহ্যবাহী শাড়ি ও পাঞ্জাবি এখনো জনপ্রিয় হলেও আধুনিকতার ছোঁয়ায় বৈশাখের পোশাকে এসেছে নতুনত্ব। এখন ফিউশন স্টাইলের পোশাক অনেকের কাছে প্রিয়। নারীরা শাড়ির সঙ্গে আধুনিক ব্লাউজ বা ফতুয়া এবং কুর্তার সঙ্গে লেহেঙ্গা পরছেন। ছেলেরা পাঞ্জাবি, কুর্তা এবং কটন বা সিল্কের শার্টের সমন্বয়ে ভিন্ন সাজে নিজেকে রাঙাচ্ছেন। এছাড়াও নতুন ডিজাইন, প্রিন্ট এবং রঙের ব্যবহার পোশাকশিল্পে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। পোশাক ব্র্যান্ড কে ক্র্যাফটের সহকারী মহাব্যবস্থাপক নাসির আহমেদ বলেন, বর্ষবরণের এ উৎসব সামনে রেখে কে ক্র্যাফট হাজির হয়েছে নতুন সংগ্রহ নিয়ে। নানা মোটিফের অনুপ্রেরণায় আধুনিকতার সমন্বয়ে দেশীয় ঐতিহ্যকে নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে নানা রকম পোশাকে।

'বৈশাখের পোশাকে লোকজ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মোটিফ, জামদানি, নকশিকাঁথা, ইক্কাত, ট্র্যাডিশনাল, মুঘল, আলপনা, রিকশা আর্ট এমন নানা মোটিফ ফুটিয়ে তুলতে হাতের কাজ, এমব্রয়ডারি, কারচুপি, স্ক্রিন ও ব্লক প্রিন্ট, ডিজিটাল প্রিন্ট এবং টাই-ডাই মিডিয়ার ব্যবহার হয়েছে'- বলেন তিনি। পরিবেশ ও আবহাওয়ার সঙ্গে পোশাকটি যেন আরামদায়ক হয় সেটি বিবেচনায় নিয়েই পহেলা বৈশাখের পোশাকে ফেব্রিক হিসেবে নেওয়া হয়েছে কটন, জ্যাকার্ড কটন, সুইস কটন, হ্যান্ডলুম কটন, লিনেন, জর্জেট, সিল্ক, জয়শ্রী সিল্ক, হাফ সিল্ক ও অরগাঞ্জা। লাল-সাদার চিরায়ত সমন্বয়, সঙ্গে নানা রঙের ছোঁয়ায় পোশাকগুলো পেয়েছে বর্ণিল রূপ। আরামদায়ক, সময়োপযোগী ও উৎসবধর্মী কে ক্র্যাফটের বৈশাখী আয়োজনের পোশাকগুলো ক্রেতাদের নজর কাড়ছে।

মেয়ে শিশুদের জন্য বৈশাখের উৎসবভিত্তিক পোশাকে থাকছে- সালওয়ার কামিজ, ফ্রক, কুর্তি, টপস, লেহেঙ্গা সেট, টপস সেট ও স্কার্ট। ছোট ছেলেদের জন্য নানা রঙের পাঞ্জাবি, হাফ হাতা শার্ট, ফতুয়া এবং টি শার্ট। প্যাটার্নে ভিন্নতা এবং রঙে উৎসবের আমেজ বহন করবে। এছাড়াও ছোট মেয়েরা, বোন অথবা মায়ের সঙ্গে মিলিয়ে পরার জন্য সালওয়ার কামিজ, কুর্তি এবং বাবা ও ছেলের জন্য পাঞ্জাবি ও শার্ট থাকবে বরাবরের মত। এছাড়া যুগলদের জন্য থাকবে বিশেষ পোশাক। ফ্যাশন ব্র্যান্ড লা রিভের প্রধান নির্বাহী মন্নুজান নার্গিস বলেন, বৈশাখ সামনে রেখে লা রিভ এনেছে এক্সক্লুসিভ কালেকশন। শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, টিউনিক, পাঞ্জাবি, পাজামা, বাচ্চাদের কালারফুল পোশাক ও নানান অ্যাকসেসরিজে এসেছে নতুন ডিজাইন। প্রিন্ট, হাতের কাজ, ট্রেন্ডি কাট আর কমফোর্টেবল ফেব্রিকেই এবার বৈশাখের সাজ। 'লা রিভ সবসময় বৈশাখ ঘিরে নতুন মোটিফ ও থিম নিয়ে কাজ করে। এবারের কালেকশনে আছে কিছু বিশেষ মোটিফড়যেমন ব্লকি ব্লুম, রিদমিক রো, ফ্র্যাজাইল ফ্লারিশ ও প্যাস্টোরাল ব্লুম ইত্যাদি। লোকজ মোটিফের সঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়া মিলিয়ে ডিজাইনগুলোকে আরও পরার উপযোগী ও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে'- বলেন তিনি। নববর্ষের সাজে পোশাকের পাশাপাশি নারীদের জন্য গহনাও অন্যতম অনুষঙ্গ। তাই পছন্দের পোশাকের সঙ্গে মানানসই গহনা কিনতেও ভুল করেন না ফ্যাশনপ্রেমীরা। শাড়ি বা সালোয়ার-কামিজের রঙ ও ডিজাইনের সঙ্গে মিলিয়ে গলার স

আধুনিক বাংলাদেশ গড়তে তারেক

প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক আলতাব হোসেন সরদার, গাজীপুর মহানগর কর্মজীবী দলের সভাপতি মো. আইয়ুব খান, সাধারণ সম্পাদক মো. মনিরুজ্জামান সহ গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা জেলার নেতৃবৃন্দ।

ভারত একতরফাভাবে আন্তর্জাতিক

ভুটানের মতো দেশে বাণিজ্যিক পণ্য রফতানি করতে পারতাম। এটা ভারতের কোনও সৎ প্রতিবেশীর পরিচয় নয়। এটা বন্ধুত্বের কোনও নমুনা নয়। কয়েকদিন আগে ব্যাংককে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের প্রধান উপদেষ্টা যে বৈঠক হয়েছে, তাতে আমরা আশায় বুক বেঁধেছিলামড় আট মাস পরে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের যে বরফ, সেই বরফ কিছুটা গলতে শুরু করেছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি ভারত কার্যত সেই বৈঠকের পর থেকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাদের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদ জমানার মতো ভারত যদি বাংলাদেশকে ক্লাইন্টস্টেট করতে চায়, যদি মনে করেন বাংলাদেশ আপনাদের (ভারত) অনুগত রাষ্ট্র হিসেবে থাকবে, এই চেতনা থেকে আপনারা বেরিয়ে আসেন। হাসিনার চোখ দিয়ে বাংলাদেশকে দেখলে আপনারা ভুল করবেন। বাংলাদেশের বিশেষ দলের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি না করে, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন। অন্তর্বর্তী সরকারকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, রামপালের বিদ্যুৎ প্রকল্প ভারতের স্বার্থে নেওয়া হয়েছিল, এরকম প্রকল্পগুলো অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। ভারতের সঙ্গে সই করা সব ধরণের দেশবিরোধী, নিরাপত্তাবিরোধী চুক্তি হয়েছে, সেগুলো প্রকাশ করা দরকার। যেগুলো জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি সেগুলো বন্ধ করা দরকার। ভারতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে, আমরা আমাদের সব দ্বিপাক্ষিক সমস্যার সমাধান করতে চাই। বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির এই নেতা বলেন, গতকাল (গত বৃহস্পতিবার) আমাদের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেছেন, সরকারকে নাকি আরও পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকা দরকার। আমি স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে বলতে চাইড় আপনি কী সরকারের মনের কথা নিজের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেন? সরকারের মনের কথা যদি আপনি নিজে উচ্চারণ করে থাকেন, তাহলে সরকারের উচিত হবে এই কথাটি পরিষ্কারভাবে দেশবাসীকে জানানো। এসময় মানববন্ধনে তিনি ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের গণহত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে সবার ইসরায়েলের পণ্য বয়কট করার আহ্বান জানান।

ছুটির দিনে চিড়িয়াখানায় দর্শনার্থীদের

অভিভাবকদের ভিড় দেখা গেছে। চিড়িয়াখানার বিভিন্ন খাঁচায় বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী, পাখি ও সাপ সংরক্ষণ করা আছে। সে সব খাঁচা ঘুরে ঘুরে দেখছেন দর্শনার্থীরা। কথা হয় গাজীপুরের শ্রীপুর থেকে আসা কাজী মামুনের সঙ্গে। তিনি স্ত্রী ও এক মেয়েকে নিয়ে এসেছেন। মামুন গাজীপুরের একটি কারখানায় কাজ করেন। মামুন জানান, ছুটির দিন হওয়ায় অফিসের সহকর্মীরা মাইক্রোবাস ভাড়া করে চিড়িয়াখানায় এসেছেন। তিনি বলেন, ঈদের ছুটিতে গ্রামে ছিলাম। ছুটি শেষে কাজে যখন ফিরি তখন সবাই মিলে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করি। আজ দুটি মাইক্রোবাসে আমরা ৬ জন পরিবারসহ এসেছি। বাচ্চারা বাঘ-ভাল্লুক দেখেছে। সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করছি। আনন্দে সময় কেটে যাচ্ছে, যোগ করেন তিনি। ৫ বন্ধু নিয়ে এসেছেন মোতালেব আমিন। টিকিট কাটার সময় এই তরুণ বলেন, মূলত বন্ধুবান্ধব নিয়ে বেড়ানোর জন্যই এসেছি। সবাইকে এক সঙ্গে পাওয়া যায় না। আজ পেয়েছি, তাই হুট করে চলে এসেছি। ১২৩ একরের বেশি জায়গাজুড়ে চিড়িয়াখানার অবস্থান। মূল ফটক দিয়ে প্রবেশের পরে বানরের খাঁচা। সামনে পাখির খাঁচা। বক, কালিম পাখি, গ্রেটার ফ্লেমিঙ্গো, পেলিকানসহ বিভিন্ন প্রজাতির কয়েকশত পাখি রয়েছে খাঁচায়। সেখান থেকে বাঁ দিকে এগোলেই বাঘ-সিংহের খাঁচা।

নারায়ণগঞ্জে শিশুসহ ৩ জনের

ঘটনাস্থলে রয়েছে। তিনি আরও বলেন, মরদেহগুলো পাঁচ দিন আগের হতে পারে। আমরা নিহত লামিয়ার স্বামী মো. ইয়াসিনকে গ্রেপ্তার করেছি। এলাকাবাসীর বরাতে পুলিশ জানায়, লামিয়ার স্বামী ইয়াসিন একজন মাদকাসক্ত। তিনি মাদকের মামলায় কিছুদিন আগে জেলেও ছিলেন। কয়েকদিন আগে নেশার টাকার জন্য ইয়াসিন স্ত্রী লামিয়াকে মারধর করেন। এরপর এমন হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকতে পারেন বলে আমরা ধারণা করছি।

বায়তুল মোকাররমে ফিলিস্তিনের

প্রতিষ্ঠার দাবিতে এক বিক্ষোভ মিছিলে অনুষ্ঠিত হয়। একই সময় গাজায় ইসরায়েলের 'নৃশংস ও বর্বরোচিত' হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশ তিসরি ইনসাফ দলও পৃথক বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এ ছাড়া জাতীয় ইমাম সমাজ বাংলাদেশ নিরীহ ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। এসব কর্মসূচি থেকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানানো হয় এবং দেশটির সব পণ্য বয়কটের জোরালো আহ্বান জানানো হয়। এ সময় 'ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ' কর্তৃক আয়োজিত মিছিল থেকে বলা হয়, ইসরায়েল ফিলিস্তিনের ওপর যে গণহত্যা চালাচ্ছে এটা মানবতার চরম লঙ্ঘন। ইসরায়েলের বিপক্ষে যদি আমাদের অবস্থান নিতে হয় তাহলে তাদের সব পণ্য বয়কট করতে হবে। পাশাপাশি এ দেশে যেসব ব্যবসায়ীরা ইসরায়েলের পণ্য নিয়ে ব্যবসা করেন তাদের অনুরোধ করবো আপনারা অতিদ্রুত এ ব্যবসাকে বন্ধ করুন। বাংলাদেশের ধর্মপাল মুসল্লিরা সব সময় ইসরায়েলের পক্ষে সমর্থন থাকবে। সমাবেশে দলের নেতারা বলেন, বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকা ও ইসরায়েল কর্তৃক গাজায় সে গণহত্যা চলছে, তা আন্তর্জাতিক যুদ্ধের নিয়মবিরোধী। হামাসের সঙ্গে না পেরে অসহায় মানুষদের মারা হচ্ছে। তা ছাড়া আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর একপেশী সিদ্ধান্ত আমাদের হতাশ করেছে। ইতোমধ্যে ৬০ হাজার মানুষ মেরে ফেলা হয়েছে, অথচ যুদ্ধ বন্ধে কোনো কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাই ওআইসিসহ সব সংস্থাকে আহ্বান জানাবো, যুদ্ধ বন্ধে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করুন। আর ফিলিস্তিন স্বাধীনের যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে, আমরা চাই দেশের প্রতিটি মানুষ তাতে অংশগ্রহণ করুক এবং ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হোক। একই সময় ইসলামী আন্দোলনের পাশে বাংলাদেশ তিসরি ইনসাফ দল কর্তৃক 'গাজায় ইসরাইলের নৃশংসভাবে বর্বরোচিত শিশুসহ গণহত্যা' প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল আয়োজন করে। বিক্ষোভ মিছিল থেকে তারা ইসরায়েলি পণ্য বর্জনের ডাক দেন। ইসরায়েলের বিপক্ষে ও ফিলিস্তিনের সমর্থনে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। এক পর্যায়ে তারা মিছিল নিয়ে প্রেসক্লাবের দিকে রওনা হয়। অন্যদিকে ফিলিস্তিনের নিরীহ মুসলমানদের ওপর চির অভিশপ্ত ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল কর্তৃক নৃশংস গণহত্যা ও বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে জাতীয় ইমাম সমাজ বাংলাদেশ। এ সময় বিক্ষোভ মিছিল থেকে বলা হয়, ইসরায়েলের হামলা প্রমাণ করে দেয় দাজ্জালের আবির্ভাব হয়ে গেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব হচ্ছে। তাই এখন মুসলমান হিসেবে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমাদের জন্য ফরজ হয়ে গেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন, জামায়াতে ইসলামসহ যতগুলো ইসলামিক দল ইসরায়েলের বিপক্ষে আন্দোলন করছে আমরা তাদের সমর্থন জানাই। বাংলাদেশ ইসরায়েলের বিপক্ষে যে অবস্থান নিয়েছে বিশ্বের অন্য ইসলামী রাষ্ট্রগুলো মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। আমাদের উচিত ইসরায়েলি সব পণ্য তালিকা করে বয়কট করা।

৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে চবিতে হচ্ছে

করা যাবে। এতে সাইক্লোন ট্র্যাকিং, উপকূলীয় বন্যা মডেলিং, জলবায়ু পর্যবেক্ষণ এবং টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনা সম্ভব হবে। পাশাপাশি, তেল-গ্যাস অনুসন্ধানেও এটি সহায়তা করবে। এছাড়াও প্রকল্পটি ডাটা প্রসেসিং সেন্টার, ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ, সাগরের গতিবিদ্যা, জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সাইক্লোন ও সুনামি পূর্বাভাস, স্টর্ম সার্জ মডেলিং, শিক্ষা ও গবেষণা, শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, নীতিনির্ধারণে সহায়তা, সাগর নীতিমালা, বাংলাদেশের জন্য সুফল, প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা, গবেষণার নতুন দিগন্ত ও আঞ্চলিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। প্রকল্পের সমন্বয়ক চবির ওশানোগ্রাফি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোসলেম উদ্দিন মুন্না বলেন, প্রকল্পটি একটি অত্যাধুনিক সুবিধা তৈরি করবে, যা সমুদ্র গবেষণা, জলবায়ু পর্যবেক্ষণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিপ্লব ঘটাবে। চীনের সেকেন্ড ওশানোগ্রাফি ইনস্টিটিউট (এসআইও) ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ওশানোগ্রাফি বিভাগের যৌথ আয়োজনে নির্মিত এ প্রকল্পটি বাংলাদেশকে সমুদ্র-প্রযুক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলবে। পাকিস্তান ও ভারতসহ পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের নিজস্ব ওশান স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন রয়েছে। তারা সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কাজে লাগাতে পারছে। কিন্তু আমরা পিছিয়ে আছি। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের অংশে আধুনিক প্রযুক্তিতে নিরবচ্ছিন্ন মনিটরিংয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ নিশ্চিত করা গেলে সমুদ্র অর্থনীতি উন্নয়নে বাংলাদেশে অনেক দূর এগিয়ে যাবে খুব অল্প সময়ে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে আমাদের গ্র্যাজুয়েট ও শিক্ষকরা নতুন উদ্যমে কাজ করতে সক্ষম হবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ওশান স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন স্থাপনের ফলে মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদভুক্ত সকল বিভাগের শিক্ষক-গবেষক ও শিক্ষার্থীরা গভীর সমুদ্রে মহামূল্যবান সম্পদ নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ অবারিত হবে। একইসঙ্গে উক্ত মহামূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এ স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন স্থাপনের ফলে গভীর সমুদ্রে কোন কোন জায়গায় কী ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তা নির্ণয় করা সহজতর হবে।

মালয়েশিয়ায় ৯৮ বাংলাদেশিসহ ২৮৮

মিয়ানমার, পাকিস্তান, নেপাল, ভারত, শ্রীলঙ্কা এবং সুদানের নাগরিক রয়েছেন। জাফরি বলেন, এই এলাকায় এ ধরনের অভিযান প্রথমবারের মতো নয়। বরং ধারাবাহিকভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো অভিযান চালাবে।

'প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে নির্বাচনী

পাচার করা টাকা ব্যবহার করছে। আন্তর্জাতিক মহলেও তারা ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। তিনি বলেন, ইসরায়েল নারকীয় গণহত্যার মাধ্যমে পৃথিবীর মানচিত্রে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারী-শিশুসহ ফিলিস্তিনিদের হত্যা করে তারা বর্বরতার নতুন ইতিহাস রচনা করছে। বিশ্ব মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই রাষ্ট্রকে প্রতিহত করতে হবে। এসময় তিনি জাতিসংঘ ও ওআইসিকে ইসরায়েলকে বয়কট এবং গণহত্যার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানান। মাওলানা আবু তাহের বলেন, ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস শহীদ সাহাবায়ে কেরামের রক্ত-আত্মত্যাগে গড়া। সেই পথেই আজ জামায়াত এগিয়ে চলেছে, তাই তারা বারবার ষড়যন্ত্রের শিকার। ড. আজাদ বলেন, জনগণের কল্যাণে কাজ করাকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। সমাজ পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি হলো মানবিক, স্বেচ্ছাসেবামূলক ও সচেতনতা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ। মাওলানা শাহজাহান বলেন, ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালায় ন্যায়বিচার ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়। মোয়ামেলাতের শিক্ষা সমাজে নৈতিক ভিত্তি তৈরি করে। সভাপতির বক্তব্যে শাহজাহান চৌধুরী বলেন, জামায়াত কোনো অস্পষ্ট কর্মসূচি নিয়ে ক্ষমতায় যেতে চায় না। নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক উপায়েই আমরা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিতে চাই।

অভিনেত্রী মেঘনা আলম কারাগারে

ব্যক্তিকে আদালতের আনুষ্ঠানিক বিচার ছাড়াই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আটক বা বন্দি করতে পারে। এ ধরনের আইন সাধারণত জননিরাপত্তা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে প্রয়োগ করা হয়। এদিকে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সম্পর্ক মিথ্যাচার ছড়ানোর মাধ্যমে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক অবনতির অপচেষ্টা করা এবং দেশকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে মেঘনা আলমকে হেফাজতে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। গতকাল শুক্রবার দুপুরে ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমানের পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে। বার্তায় বলা হয়েছে, মেঘনা আলমকে অপহরণ করার অভিযোগ সঠিক নয়। তথাপি আইনের আশ্রয় নেওয়ার অধিকার তার রয়েছে।

দেশে সবজির বাজার চড়া

না। কিছু দোকানে পাওয়া গেলেও মিলছে না কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে। অর্থাৎ কোনো দোকানে ৫ লিটারের বোতলজাত তেল থাকলেও এক-দুই লিটারের বোতল পাওয়া যাচ্ছে না। আবার কোনো কোনো দোকানে প্রতি লিটারে নির্ধারিত দাম ১৭৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৮০ টাকা বিক্রি হতে দেখা গেছে। মালিবাগ বাজারের বিক্রেতা এনামুল বলেন, কোম্পানি তেল দেয় না। ঈদের পর থেকে অর্ডার নিচ্ছে না। যে কারণে ৫ টাকা বেশি দিয়ে বাইরে থেকে কিনে আনি। আরেক বিক্রেতা বলেন, আজ ঈদের পর প্রথম একটা কোম্পানি তেল দিয়ে গেছে। দুই লিটারের মাত্র তিন কার্টন তেল। আর বলেছে, দাম বাড়ানোর আগে মাল দেবে না। নতুন রেট এলে নতুন তেল পাবেন। এদিকে রাজধানীর বাজারগুলোতে নদীর দেশি চিংড়ি প্রতি কেজি ৮০০ থেকে ১ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যা দুই সপ্তাহ আগেও ৭০০ থেকে ৮৫০ টাকা ছিল। চাষের চিংড়িও বেড়ে ৬৫০ থেকে ৭৫০ টাকা হয়েছে। ১০০ থেকে ১৫০ টাকা বেড়ে টেংরা মাছ এখন বিক্রি হচ্ছে ৬০০ থেকে ৭০০ টাকায়। শুধু চিংড়ি কিংবা টেংরা নয়, দেশি শিং ও শোল মাছের দামও চড়া। শিং ৮৫০ থেকে ৯০০ টাকা, শোল ৮০০ থেকে ৮৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এমনকি পুঁটি মাছও বিক্রি হচ্ছে ৬০০ থেকে ৮০০ টাকায়। বড় আকৃতির রুই মাছ ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা। পাঙ্গাস ও তেলাপিয়ার মতো সাধারণ চাষের মাছও বিক্রি হচ্ছে ২০০ থেকে ২২০ টাকা কেজি দরে, যা গত সপ্তাহে ছিল ১৮০ থেকে ২০০ টাকা। ক্রেতা নারগিস বেগম বলেন, বাজারে মাছের দাম অসহনীয়। এমন দাম দিয়ে সপ্তাহে একবার মাছ কেনাও কষ্টকর। এখন মাছ খাওয়া যেন বিলাসিতায় রূপ নিয়েছে। বাসায় বাচ্চারা ছোট মাছ খেতে চায়, কিন্তু বাজারে পাবদা বা শিংয়ের দাম শুনে কেবল আফসোসই করা যায়। উল্লেখ্য, সয়াবিন তেলের দাম প্রতি লিটারে একলাফে ১৮ টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে ভোজ্যতেল পরিশোধন কারখানার মালিকরা। তবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে দুই দফা বৈঠকের পরও দাম বাড়ানোর কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরলেন আরও

প্রত্যাবাসিতদের অধিকাংশই সমুদ্রপথে অবৈধভাবে ইউরোপ গমনের উদ্দেশে মানবপাচারকারীদের প্ররোচনায় ও সহযোগিতায় লিবিয়ায় অনুপ্রবেশ করেন। তাদের অধিকাংশই লিবিয়ায় বিভিন্ন সময়ে অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।

ভয়ংকর পথ পাড়ি দিয়ে অবৈধভাবে আর কেউ যেন লিবিয়ায় না যায়, সে বিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এ সময় সবাইকে অনুরোধ করেন। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার পক্ষ থেকে প্রত্যাবাসনকৃতদের প্রত্যেককে ছয় হাজার টাকা, খাদ্যসমগ্রী, চিকিৎসা সেবা এবং প্রয়োজনে অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। লিবিয়ার বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টারে আটক বাংলাদেশিদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ত্রিপলিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

রেলওয়ের হাসপাতালগুলোতে

পাহাড়তলীতে অবস্থিত রেলওয়ে ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন মেরামত কারখানা, ডিজেল ওয়ার্কশপ কারখানা, রেলওয়ে সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, ইউরোপিয়ান ক্লাব ও রেলওয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন। এ সময় এসব স্থাপনার পরিবেশ ও মান বাড়াতে কর্মকর্তাদের বিভিন্ন নির্দেশনা দেন তিনি। পরে সাংবাদিকদের উপদেষ্টা বলেন, রেলওয়ের ক্যারেজ ও ওয়াগন মেরামত কারখানাকে ওয়ার্কশপে উন্নীত করার প্রক্রিয়া চলছে। তখন বাইরে থেকে ইঞ্জিন ও কোচের যন্ত্রপাতি এনে এখানে সংযোজন করা যাবে। এতে সময় ও অর্থ-দুটিই সাশ্রয় হবে। বর্তমানে এসব ইঞ্জিন ও কোচ আনতে হলে দেশের বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যাদেশ দিতে হয়। এরপর তারা তৈরি করে এখানে পাঠায়। এতে প্রচুর সময় লাগে। রেলওয়ের স্থাপনা ও হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে দুপুরে কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন উপদেষ্টা।

ডেঙ্গুর তীব্র ঢেউয়ের শঙ্কাতেও

থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত রোগী ছিল ১ হাজার ৬৪৫ জন। বর্তমানে বাংলাদেশে ডেঙ্গুতে গড় হারের চেয়ে গত তিন মাসে হার বেড়ে গেছে। এখন ওই হার শূন্য দশমিক ৬২৫। গত তিন মাসে ডেঙ্গুতে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আবার চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে যত আক্রান্ত হয়েছে, তা দেশে আর কোনো সময় হয়নি। এদিকে বিশেষজ্ঞদের মতে, ঢাকা ও ঢাকার বাইরে ডেঙ্গু বিস্তারের বড় কারণ মশার নিয়ন্ত্রণে কোনো উদ্যোগ নেই। মশা আপন মনে বেড়ে যাচ্ছে। তাছাড়া অপরিকল্পিতভাবে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠছে। সেখানে নতুন নতুন প্রজননক্ষেত্র বাড়ছে। তাছাড়া রাজধানীর বাইরে সিটি করপোরেশনগুলোতে মশা নিধনে তৎপরতা কম। রাজধানীর উত্তর সিটিতে একজন কীটতত্ত্ববিদ আছেন। দক্ষিণে বাইরের কীটতত্ত্ববিদের কাছ থেকে সহায়তা নেয়া হয়। এর বাইরের সিটি করপোরেশনগুলোতে কীটতত্ত্ববিদের কোনো বালাই নেই। ডেঙ্গুকেন্দ্রিক পরিকল্পনা ও তৎপরতা-দুইয়েরই ঘাটতি যথেষ্ট। আর চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আলাদা করে বাজেট নেই। তবে মশক ওষুধ ক্রয় খাতে চলতি অর্থবছরে চার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। চসিকে কোনো কীটতত্ত্ববিদও নেই। ডেঙ্গু সাথে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নগরকেন্দ্রিক পরিচ্ছন্নতার উদ্যোগও জড়িত। অন্যদিকে এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগনিয়ন্ত্রণ শাখার পরিচালক মো. হালিমুর রশীদ জানান, রোগী বাড়ার অর্থ হলো মশা বাড়ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর রোগীর চিকিৎসার বিষয় দেখে। মশা নিয়ন্ত্রণ স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু মশা তো নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না। এবারের শীত এডিস মশার অনুকূলে ছিল অনেকটাই। আর মশার বিস্তার রোধে যথাযথ উদ্যোগও দেখা যাচ্ছে না। স্থানীয় সরকার অগোছালো অবস্থায় আছে। ফলে জরুরি এই জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি উপেক্ষিতই থাকছে।

চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীতে নিখোঁজ মাঝির লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে নিখোঁজ সাম্পান মাঝি জাবেদ আহমেদ (৪৫) এর লাশ উদ্ধার করেছে সদরঘাট নৌ থানা পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে কর্ণফুলী নদীর বোয়ালখালী হামির চর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। জাবেদ আহমেদ কর্ণফুলী উপজেলার শিকলবাহা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের দানু মেম্বার বাড়ির মৃত শরীফ আলীর পুত্র। তার স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। গত ৯ এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টার দিকে জাহাজের সঙ্গে নোঙর করা ইঞ্জিনচালিত কাঠের নৌকা ছুটে গেলে সেটি আটকাতে নদীতে ঝাঁপ দেন মাঝি জাবেদ। এরপর নৌ-পুলিশ ও স্বজনরা নদীর বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার হদিস পায়নি। অবশেষে একই স্থানে তার লাশ ভেসে ওঠে। সদরঘাট নৌ থানার ইনচার্জ মো. একরামুল হক বলেন, লাশটি উদ্ধার করা হয়েছে। স্বজনদের অভিযোগ না থাকলে ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা হবে। স্ত্রীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা: এদিকে, চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে স্ত্রীকে ছুরিকাঘাতে হত্যার পর পালিয়েছে স্বামী ফরিদুল আলম। গতকাল শুক্রবার ভোররাতে উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের পশ্চিম ইলশার শেওলা বাপের নতুন বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত স্ত্রী মিনু আক্তার (৩৫) বাহারছড়া পশ্চিম ইলশার অজি আহমদের কন্যা। জানা যায়, খানখানাবাদ ইউনিয়নের ডোংরা কালু ফকির বাড়ির মৃত দুধু মিয়ার পুত্র নইমুদ্দিন প্রকাশ ফরিদুল আলমের (৪২) সঙ্গে মিনু আক্তারের (৩৫) বিয়ে হয় ১৫ বছর আগে। তাদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। ফরিদুল আলম মোবাইল ব্যবসার সুবাদে প্রায়ই চট্টগ্রাম শহরে থাকতেন। মাঝে-মধ্যে বাড়িতে আসতেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হতো। গতকাল শুক্রবার ভোরে ফরিদুল আলম চট্টগ্রাম থেকে বাড়িতে এসে ঘুমন্ত স্ত্রী মিনু আক্তারের বাম চোখের পাশে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে মিনুর চিৎকার শুনে স্বজনরা এসে তাকে নিয়ে চমেক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়। বাঁশখালী থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। পলাতক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

খাগড়াছড়ির চেঙ্গী নদীতে ডুবে নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : শামুক খুঁজতে গিয়ে খাগড়াছড়ির চেঙ্গী নদীতে ডুবে রিয়া চাকমা (২০) ও পিয়াসি চাকমা (১৪) নামে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বেলা পৌনে ১১টার দিকে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ভাইবোনছড়ার নলছড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত পিয়াসি চাকমা নলছড়া এলাকার বাসিন্দা বিদেশি চাকমা এবং রিয়া চাকমা একই এলাকার রূপায়ন চাকমার মেয়ে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন খাগড়াছড়ি সদর থানার ওসি মো. আব্দুল বাতেন মৃধা। নিহতের পরিবারের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, বেলা পৌনে ১১টার দিকে চেঙ্গী নদীর পাড়ে পাঁচজন মিলে শামুক খুঁজতে যায়। এসময় শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে রিয়া চাকমা চেঙ্গী নদীতে পড়ে যান। তাকে উদ্ধার করতে পিয়াসি চাকমাও ঝাঁপ দেন নদীতে। পানির গভীরতা বেশি থাকায় তিনিও ডুবে যান। এসময় সঙ্গে থাকা অন্যরা স্থানীয়দের খবর দিলে নদীতে জাল ফেলে এক ঘণ্টা চেষ্টা পর দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয়।

কৃষক দলের নেতার ওপর হামলা

স্টাফ রিপোর্টার : এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের পাগলা থানা জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের সাবেক আহ্বায়ক আসাদুজ্জামান সুজন এবং তার ছেলে ছাত্রদল নেতা এম রহমান সুফলের ওপর সন্ত্রাসী হামলার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিএনপির বহিষ্কৃত নেতা কবির সরকার ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে প্রথমে গফরগাঁও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার কান্দিপাড়া বাজারে এই হামলার ঘটনা ঘটে। পাগলা থানার ওসি ফেরদৌস আলম জানান, কান্দিপাড়া বাজারের আধিপত্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আসাদুজ্জামান অনুসারী ও কবির সরকার অনুসারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। এরই জেরে গত রাতে কবির সরকার ও তার অনুসারীরা বাবা-ছেলের ওপর হামলা চালায়। এই ঘটনায় সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারে পুলিশি অভিযান চলছে। আসাদুজ্জামান সুজনের ছেলে আহত ছাত্রদল নেতা সুফল জানান, সরকার পতনের পর স্থানীয় বিএনপির বহিষ্কৃত নেতা কবির সরকার ও সহযোগীদের চাঁদাবাজি, দোকানপাট দখলসহ নানা অপকর্মে বাধা দেওয়ায় তাদের ওপর হামলা করা হয়েছে। এ হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে রাতেই হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে পাগলা থানার কান্দিপাড়া বাজারসহ বিভিন

সম্পাদকীয়

পাঠ্যবই সংকট

দ্রুত শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিন

ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে শিক্ষার্থীদের হাতে সব বই তুলে দেওয়ার যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), তা পুরোপুরি রক্ষা করা যাবে না। জানা যায়, এখনো প্রায় সাড়ে ১৫ কোটি বই ছাপাই হয়নি। এর অর্থ এখন পর্যন্ত ৪০ কোটি বইয়ের একটি বড় অংশই ছাপা সম্পন্ন হয়নি। সব বই মুদ্রণ শেষে কবে নাগাদ সারা দেশের শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানো যাবে, তা-ও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। শিক্ষকরা বলছেন, বই ছাড়া স্কুলে শিক্ষাক্রম এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অথচ রোজা শুরু হতে বাকি রয়েছে মাত্র দুই সপ্তাহ। রোজা ও ঈদের ছুটির পর স্কুলে পুরোদমে ক্লাস-পরীক্ষা শুরু হতে এপ্রিলের মাঝামাঝি হয়ে যাবে। আবার বছরের শেষ দিকে বা ডিসেম্বরে জাতীয় নির্বাচন হলে নভেম্বরের মধ্যেই সব স্কুলে চূড়ান্ত পরীক্ষা নিয়ে নিতে হবে। ফলে চলতি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষাক্রম সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। জানা যায়, এমন জটিল অবস্থার জন্য এখন এনসিটিবি ও প্রেস মালিকরা পরস্পরকে দুষছেন। এনসিটিবি বলছে, কয়েকজন প্রেস মালিক বা মুদ্রণকারী নিজেদের সক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি কাজ নিয়েছেন। ফলে তাঁরা এখন সময়মতো বই সরবরাহ করতে পারছেন না। এ কারণে অনেক বই আটকে গেছে। অন্যদিকে মুদ্রণকারীদের অভিযোগ, গত বছরের শেষ দিকে একসঙ্গে সব ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে। আবার বাজারে কাগজেরও সংকট রয়েছে। ফলে এর চেয়ে বেশি গতি বাড়ানোর সুযোগ তাঁদের ছিল না। সংশ্লিষ্ট অনেকেই বলছেন, এনসিটিবি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেনি। ৪০ কোটি বই ছাপাতে কত হাজার টন কাগজ প্রয়োজন এবং দেশে কাগজের পর্যাপ্ততা আছে কি না সেসব তারা বিবেচনায় নেয়নি। প্রেসগুলোর কতটুকু সক্ষমতা আছে, তা-ও হিসাব করেনি। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, স্কুল-কলেজে সব ধরনের ছুটিছাটা বাদ দিয়ে এক শিক্ষাবর্ষে সাধারণত ক্লাস-পরীক্ষা চলে ১৮৫ দিন। আর সেই অনুসারেই শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। এ বছর শিক্ষাক্রম সম্পন্ন করার সুযোগ খুবই কম। শিক্ষকরা জোর করে পড়া চাপিয়ে দিলেও শিক্ষার্থীরা তা ঠিকমতো আয়ত্তে নিতে পারবে না। এতে এ বছর বড় ধরনের শিখন ঘাটতি দেখা দিতে পারে। অনেক বছর ধরেই বছরের প্রথম দিন বই উৎসব হতো, শিক্ষার্থীরা হাতে বই পেয়ে যেত। নানা কারণে এ বছর সেই প্রথা ধরে রাখা যায়নি। আমরা আশা করি, যত দ্রুত সম্ভব শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিতে হবে এবং যতটা সম্ভব তাদের ক্ষতি কমিয়ে আনতে হবে।

> এনসিটিবি বলছে, কয়েকজন প্রেস মালিক বা মুদ্রণকারী নিজেদের সক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি কাজ নিয়েছেন। ফলে তাঁরা এখন সময়মতো বই সরবরাহ করতে পারছেন না। এ কারণে অনেক বই আটকে গেছে। অন্যদিকে মুদ্রণকারীদের অভিযোগ, গত বছরের শেষ দিকে একসঙ্গে সব ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে। আবার বাজারে কাগজেরও সংকট রয়েছে। ফলে এর চেয়ে বেশি গতি বাড়ানোর সুযোগ তাঁদের ছিল না। সংশ্লিষ্ট অনেকেই বলছেন, এনসিটিবি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেনি। ৪০ কোটি বই ছাপাতে কত হাজার টন কাগজ প্রয়োজন এবং দেশে কাগজের পর্যাপ্ততা আছে কি না সেসব তারা বিবেচনায় নেয়নি

রংপুরে তামাক চাষের বিস্তার তথ্য গোপন নাকি বাস্তবতা?

রংপুরে তামাক চাষ কমানোর চেষ্টা চললেও বাস্তবে তার উল্টো চিত্র দেখা যাচ্ছে। বরং নতুন নতুন এলাকায় তামাক চাষ ছড়িয়ে পড়ছে এবং কৃষকদের তামাক চাষ থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা কার্যত ব্যর্থ হচ্ছে। তামাক চাষের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে সরকারিভাবে যে তথ্য দেওয়া হচ্ছে, তা বাস্তবতার সঙ্গে মিলছে না। জেলা কৃষি অফিসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ রবি মৌসুমে রংপুরে তামাক চাষ হয়েছে ১,০৭৫ হেক্টর জমিতে। অথচ উপজেলা কৃষি অফিসের তথ্য বলছে, এই পরিমাণ তিন গুণ বেশি, অর্থাৎ ৩,৬৩৬ হেক্টর। বছরের পর বছর এই চাষের পরিমাণ কম দেখানোর প্রবণতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠেছে। ২০২০ সালে যেখানে ২,৩৮০ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছিল, সেখানে ২০২৩-২৪ মৌসুমে মাত্র ১,০৭৫ হেক্টর দেখানো হচ্ছে। অথচ মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা বলছে, তামাক চাষের বিস্তৃতি ক্রমশ বাড়ছে। এক গবেষণায় দেখা যায়, তামাক কোম্পানিগুলো কৌশলগতভাবে কৃষকদের তামাক চাষে উৎসাহিত করছে। সার, বীজ, কীটনাশক এমনকি সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা দিয়ে কৃষকদের আকৃষ্ট করা হচ্ছে। এতে অন্য ফসল চাষের তুলনায় তামাক চাষ বেশি লাভজনক মনে হচ্ছে কৃষকদের কাছে। মমি-নপুরের এক কৃষক জানান, এক বিঘা জমিতে সাত-আট মণ তামাক উৎপাদন হয়, যার খরচ ১৫ থেকে ১৬ হাজার টাকা। অথচ গত বছর প্রতি মণ তামাক পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি করেছেন। ফলে কৃষকরা তামাক চাষ থেকে সরে আসতে চাইছেন না। তামাক চাষ কমিয়ে আনতে সরকারি নীতিমালা থাকলেও তা কার্যকর হয়নি। তামাক চাষ থেকে কৃষকদের বের করে আনতে সরকারিভাবে প্রণোদনার কথা বলা হলেও বাস্তবে কোনো কার্যকর কর্মসূচি নেওয়া হয়নি। ফলস্বরূপ, প্রতিবছর নতুন নতুন কৃষক তামাক চাষে যুক্ত হচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট জানিয়েছেন, গত পাঁচ বছরে তামাক চাষ কমছে। তবে উপজেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে জেলা অফিসের তথ্যের ব্যাপক ব্যবধান প্রশাসনের তথ্য ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন তোলে। তারাগঞ্জে ৯৬০ হেক্টর তামাক চাষ দেখানো হলেও উপজেলা কৃষি অফিস জানিয়েছে, এটি ১,৯৯৫ হেক্টর। এ ধরনের অসামঞ্জস্যতা প্রমাণ করে, মাঠপর্যায়ে বাস্তব চিত্র কী, তা প্রশাসন সঠিকভাবে উপস্থাপন করছে না। সরকারি নীতির অনুপস্থিতি ও তামাক কোম্পানির প্রভাবের কারণে রংপুরে তামাক চাষ ক্রমেই বাড়ছে। কৃষকদের বিকল্প ফসল চাষে উৎসাহিত করতে সরকারি পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে তামাক চাষ আরও বিস্তৃত হবে। সরকারকে কৃষকদের জন্য বাস্তবভিত্তিক ও কার্যকর প্রণোদনা দিতে হবে, যাতে তারা সহজেই তামাক চাষ থেকে সরে আসতে পারেন। পাশাপাশি, তথ্য গোপনের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা অনুযায়ী নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

> উপজেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে জেলা অফিসের তথ্যের ব্যাপক ব্যবধান প্রশাসনের তথ্য ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন তোলে। তারাগঞ্জে ৯৬০ হেক্টর তামাক চাষ দেখানো হলেও উপজেলা কৃষি অফিস জানিয়েছে, এটি ১,৯৯৫ হেক্টর। এ ধরনের অসামঞ্জস্যতা প্রমাণ করে, মাঠপর্যায়ে বাস্তব চিত্র কী, তা প্রশাসন সঠিকভাবে উপস্থাপন করছে না। সরকারি নীতির অনুপস্থিতি ও তামাক কোম্পানির প্রভাবের কারণে রংপুরে তামাক চাষ ক্রমেই বাড়ছে। কৃষকদের বিকল্প ফসল চাষে উৎসাহিত করতে সরকারি পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে তামাক চাষ আরও বিস্তৃত হবে

বিশ্ব বাজারে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজশাহী সিল্ক

মোঃ হায়দার আলী

বাংলাদেশের রাজশাহীতে উৎপাদিত রেশম পণ্যের নাম রাজশাহী সিল্ক। এটি বিখ্যাত কারণ এটি পোশাকের জন্য, বিশেষ করে শাড়ির জন্য ব্যবহৃত একটি উচ্চমানের কাপড়। ২০২১ সালে, এটিকে বাংলাদেশের পণ্য হিসেবে ভৌগোলিক নির্দেশক মর্যাদা দেওয়া হয়। রেকর্ড অনুসারে, এই অঞ্চলে রেশম উৎপাদন শুরু হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। তখন এটি বেঙ্গল সিল্ক বা গাঙ্গেয় সিল্ক নামে পরিচিত ছিল। পাকিস্তান সরকার ১৯৫২ সালে রাজশাহীতে রেশম উৎপাদন শুরু করে। রাজশাহী সিল্ক ফ্যাক্টরি ছিল একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কারখানা যা ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে এটি বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তখন থেকে এটি লোকসানে চলে আসছে। এটি ৩০ নভেম্বর ২০০২ সালে বন্ধ হয়ে যায়। ২০০২ সালের আগে এই কারখানায় ৩০০ টন সুতা তৈরি হত। ২০১১ সালে এটি ছিল মাত্র ৫০ টন। ২০১১ সালে বাংলাদেশের সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত রাজশাহী সিল্ক ফ্যাক্টরি পুনরায় চালু করার আগ্রহ প্রকাশ করেন কিন্তু বেসরকারিকরণ কমিশন এটিকে লোকসানের উদ্বেগ বলে প্রত্যাখ্যান করে।

কাপড়ের রানি রেশম। রেশম বা সিল্ক পৃথিবীর সবচেয়ে শৌখিন পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে খ্যাত। সিল্কের মতো সমাদৃত ও আরামদায়ক পরিধেয় বর্তমানে নেই, পূর্বেও কোনো সময় ছিল না। বিশ্ব বাজারে আজও সিল্ক অপ্রতিদ্বন্দ্বী বস্ত্র। এর সাথে জড়িয়ে আছে আভিজাত্য। ব্যবহারকারীদের অনেকেই জানেন না সিল্ক কীভাবে তৈরি হয়। জানলে চমকে উঠবেন। পৃথিবী খ্যাত একটা ইটালিয়ান টাই তৈরি করতে জীবন উৎসর্গ করতে হয় আড়াইশোর বেশি পলু পোকার জীবন। আর একটা শাড়ির জন্য পাঁচ হাজার ও শার্টের জন্য আড়াই হাজার রেশম পোকার জীবন দিতে হয়। রেশমের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর পূর্বে চীনারা এ বস্ত্রের আবিষ্কার করে। ব্যবসায়িক কারণে তারা পরবর্তী দুই হাজার বছর পর্যন্ত চাষের গোপনীয়তা রক্ষা করেছিল। সে সময় তারা এককভাবে কাঁচা রেশম ও রেশম বস্ত্র রফতানি করত। চীন থেকে আফগানিস্তান হয়ে পারস্য উপসাগরীয় দেশসমূহের ইরান, তুরস্ক হয়ে ইউরোপ, রাশিয়ার কাজাখস্তানে রপ্তানি হতো এ বস্ত্র। তিব্বত-কাশ্মীর হয়ে ভারতবর্ষে রেশম বস্ত্র আসতো। পরবর্তীতে ওই পথ ধরেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রেশম প্রযুক্তি পাচার ও রেশম চাষ শুরু হয়।

ভারত উপমহাদেশে রেশম চাষের ইতিহাস সম্পর্কে কথিত রয়েছে, এক চীনা রাজকুমারী কাশ্মীরের এক যুবরাজের সঙ্গে বিবাহ করে গোপনে মাথার চুলের খোঁপার মাধ্যমে রেশম পোকার ডিম প্রথম কাশ্মীর উপত্যকায় নিয়ে আসে। পরবর্তীকালে হিমালীয় পাদদেশ হয়ে গঙ্গা অববাহিকায় রেশম চাষ শুরু হয়। রেশম শিল্পের কলাকৌশল চীন থেকে তিব্বত ও কাশ্মীর হয়ে ভারতে আসে। ইতিহাসবিদদের মতে, মোঘল শাসনামলে অবিভক্ত বাংলায় রেশম চাষের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। বেঙ্গল সিল্ক নামে এ শিল্প ছিল আর্থ-সামাজিক অবস্থানের মাপকাঠি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ঘন ঘন মারাঠি আক্রমণের কারণে আত্মরক্ষার্থে মুর্শিদাবাদ থেকে অনেকে পরিবারসহ পদ্মা নদী পেরিয়ে রাজশাহীতে বসতি গাড়ে। তারা জীবিকার তাগিদে ডাচদের ব্যবসার শ্রমিক ও কর্মচারী হিসেবে কাজ করলেও ওলন্দাজরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে রাজশাহীতে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটতে শুরু করে। রেশম ইউরোপীয় বণিকদের আকৃষ্ট করে। তারা এখানে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক হান্টারের মতে, রাজশাহী জেলায় রেশম সুতায় তৈরি রেশম বস্ত্র বুনন বহু শতাব্দী পূর্ব থেকে হয়ে আসছে। মোঘল আমলে শিল্পটি পৃষ্টপোষকতা পেয়ে এগিয়ে যায়। ওলন্দাজ বণিকরা রাজশাহীতে পদ্মার তীরে বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপন করে। এখনো সেটি বড়কুঠি হিসেবে উল্লিখিত হয়ে থাকে। হান্টারের মতে, রাজশাহী জেলা প্রাচীনকাল থেকেই রেশম ও রেশমজাত পণ্য তৈরি এবং রপ্তানিতে ভারতবর্ষের যে কোনো অঞ্চলের তুলনায় শীর্ষস্থানে অবস্থান করে এসেছে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রেশম সুতা তৈরির ক্ষেত্রে রাজশাহী ছিল একমাত্র বাণিজ্য কেন্দ্র। ওলন্দাজ ও ডাচদের পরে ইংরেজরা রাজশাহীতে এসে রেশম ব্যবসায় আধিপত্য বিস্তার করে। ইংরেজি ১৮৭১ সালে রাজশাহীর তৎকালীন কালেক্টর জে এস কার্সটেয়ারসের দেয়া রিপোর্টে জানা যায়, সে সময় মোঘল ও ওয়াটসন এন্ড কোম্পানির কারখানায় প্রতিদিন আট দশ হাজার মানুষ রেশম গুটি থেকে সুতা তৈরি করতো। ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের পর ভাগাভাগি হয়ে যায় রেশমও। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, ভোলাহাট ও রহনপুর, মালদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়। রেশম শিল্পের দক্ষ কারিগরদের বেশিরভাগ চলে যায় ভারতে। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা ষাটের দশকে দেশে বারোটি রেশম নার্সারি, কুড়িটি সম্প্রসারণ কেন্দ্র, একটি রেশম কারখানা এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট করে। তবে দক্ষ জনবল, প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও তহবিলের অভাবে রেশমের কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বিধ্বস্ত নার্সারিগুলোর মেরামতের পদক্ষেপ নেয়া হয়। তবে পরবর্তীতে মুখ থুবড়ে পড়ে রেশম শিল্প। রেশম শিল্পের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য দৃষ্টি দেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তিনি অনুধাবন করেন, রেশম চাষ এমনি এক কৃষি-শিল্প, যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সার্বক্ষণিক কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে পারে এবং পরিবারের অধিক আয়ের নিরাপত্তা দিতে পারে। এ শিল্পে সমাজের দুর্বল শ্রেণিকে কাজ দেবার উপযুক্ত মাধ্যম। এখানে পরিবারের সবাইকে কাজ দেয়া যেতে পারে। রেশম শিল্পের বিভিন্ন স্তরের কাজ নিজের পছন্দ ও উপযোগিতা অনুযায়ী বেকারত্ব মোচন ও উপার্জন বাড়ানো সম্ভব। তাই, ১৯৭৭ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে রেশম বোর্ড গঠন করেন তিনি। ১৯৭৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীতে রেশম বোর্ডের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করা হয়। শুরু হয় হারানো রেশমের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার। বাংলাদেশ-সুইস যৌথ প্রকল্পে নেয়া হয় ক্র্যাশ প্রোগ্রাম। বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলতো বটেই, উত্তরের ঠাকুরগাঁও থেকে দক্ষিণে সাতক্ষীরা এবং পূর্বে বান্দরবান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে রেশম চাষ। দেশের ৪২টি জেলার একশ' নব্বই থানায় বিস্তার লাভ করে রেশম চাষ। গড়ে তোলা হয় সম্প্রসারণ জোন। রাজশাহী, ভোলাহাট, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, বগুড়া, যশোর, কুষ্টিয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লায় আটটি মিনিফিলিয়েচার গড়া হয়। নেয়া হয় ক্ষুদ্র তুঁত বাগানসহ বিভিন্ন প্রকল্প। রেশম নিয়ে শুরু হয় নানা কর্মকাণ্ড। বন্ধ হয়ে যাওয়া রেশম তাঁতগুলো চালু হয়। বিদেশ থেকে উন্নত জাত এনে পরিবর্তন ঘটানো হয় রেশম চাষে। রাজশাহী ও ঠাকুরগাঁওয়ের কারখানা দুটি ভালোই চলছিল। বিধিবাম ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপসানে মন্ত্রণালয় ঢালাওভাবে সুতা আমদানির সুযোগ করে দেয়। সাথে আমদানিতে ট্যাক্স মুক্তির সুযোগ দেওয়া হয়। এক শ্রেণির ব্যবসায়ী চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত সুতা আমদানি করতে থাকে। ভারতে পাচার হয় সুতা। পথ হারিয়ে ফেলে স্থানীয়ভাবে সুতা উৎপাদনকারীরা। তারা প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে রেশম চাষ ছেড়ে দেয়। সুতার বাজার হয়ে পড়ে আমদানিনির্ভর। চীন, ভিয়েতনামসহ বিভিন্ন দেশ থেকে সুতা আসতে থাকে। সরকারি কারখানা দুটো অচল হয়। কোটি কোটি টাকা খরচ করে আনা তাতে প্রাণ ফেরানো যায়নি। এদিকে রেশম বোর্ডের সাথে রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের শীতল সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে বিশ্ব ব্যাংক ১৯৯৭ সালে রেশমের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেয়। এখানকার কিছু উচ্চাভিলাষী কর্মকর্তাকে সাথে নিয়ে সিল্ক ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলে। প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি টাকা নিয়ে রেশম উৎপাদনের নামে তোড়জোড় শুরু করে। সাথে যোগ দেয় বড় বড় কয়েকটি এনজিও। রেশম বোর্ডের বাগান, মিনি ফিলিয়াচারসহ বিভিন্ন স্থাপনা তাদের দখলে নেয়। কিছুদিন রেশম নিয়ে হৈচৈ করে তাদের দখলে নেয়া মিনি ফিলিয়াচারসহ বিভিন্ন স্থাপনা নিয়ে তৎপরতা চালায়। পরবর্তীতে সবকিছু লন্ডভন্ড করে যে উদ্দেশ্যের কথা বলে ফাউন্ডেশন কাজ শুরু করেছিল তার কোনো বাস্তবায়ন না করে পাত্তাড়ি গোটায়। ১৯৭৮ সালে রেশম বোর্ড গঠন হবার পরপর উদ্যোগী হয়ে দু'তিনজন সিল্ক ব্যবসায়ী বেসরকারি উদ্যোগে সিল্ক ফ্যাক্টরি গড়ে তোলেন। রাজশাহীর মরা বিসিকে (সপুরা) প্রাণ সঞ্চার ঘটে। একে একে ৭৬ টি কারখানা গড়ে ওঠে। সপুরা সিল্ক এলাকা হিসেবে পরিচিত লাভ করে। রং ডিজাইনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। চোখ ধাঁধানো শোরুমে শোভা পেতে থাকে বিচিত্র ধরনের রেশম পণ্য। রাজধানীতো বটে বিদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রাজশাহী সিল্কের শোরুম করা হয়। শুরু হয় প্রতিযোগিতা। সুতার চাহিদা বাড়ে। আড়াইশো মেট্রিক টন সুতার বিপরীতে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয় চল্লিশ মেট্রিক টন সুতা। ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে মন্ত্রণালয় ট্যাক্সমুক্তভাবে অবাধে সুতা আমদানির সুযোগ করে দেয়। সুযোগ নেয় এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী। এলোমেলো হয় সুতার বাজার। স্থানীয় বাজারে আমদানি করা সুতার সাথে দামে টিকতে না পেরে স্থানীয় চাষিরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। তুঁতের জমিতে অন্য ফসলের আবাদ করতে শুরু করে। অস্তিত্ব সংকটে পড়ে রাজশাহী সিল্ক। সুতা বিদেশনির্ভর হয়ে পড়ে। বিশেষ করে চীনা সুতার উপর। চাহিদা চারশ' মেট্রিক টন। বিপরীতে দেশে উৎপন্ন হতো চল্লিশ মেট্রিক টন। সুতো সংকটের কারণে ৭৬ কারখানার মধ্যে ৫৮টি বন্ধ হয়ে যায়। সরকারি কারখানা দুটো বন্ধ প্রায়। যে সমস্ত কারখানা টিকে আছে তারাও বেশ কষ্টে রাজশাহী সিল্কের ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। 'রেশম উন্নয়ন বোর্ড'' ১৯৭৮ সালে বেশ জাঁকজমকভাবে তৎপরতা শুরু করলেও গত ৪৬ বছরে নানা কারণে রেশমের উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি। প্রচারণা রয়েছে রেশম বোর্ডে একজন চেয়ারম্যান যোগদানের পর তিনি পার্শ্ববর্তী তুঁত বাগানে গিয়ে রেশমের গুঁটি খুঁজছিলেন। তার ধারণা ছিল আম লিচুর মতো রেশম গুঁটি গাছে ঝোলে। এমনিভাবে অনেকের যাওয়া-আসা চলেছে। রেশমের উন্নয়ন নিয়ে বড় বড় স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে। গত দশ বছরে রেশম সুতার উৎপাদন বাড়াতে শতকোটি টাকার বেশকিছু প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। দুটো প্রকল্পের কাজ শেষ হবার পথে। পনেরো কোটি টাকার সবুজ পাতা নামে আরেকটি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায়। গত দশ বছরে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। চল্লিশ টনের বেশি সুতা উৎপাদনের কথা বলা হচ্ছে। তবে রেশম বোর্ডের এই হিসাবকে গোঁজামিল বলে উল্লেখ করছেন সংশ্লিষ্টরা। বেসরকারি হিসাবে কোনোক্রমেই পাঁচটনের বেশি নয়। রেশম শিল্পমালিক সমিতির সভাপতি লিয়াকত আলী দীর্ঘদিন ধরে রেশম নিয়ে কাজ করছেন। তার অভিমত হলো, রেশম এমন একটি শিল্প, যাকে কুটির, ক্ষুদ্র, মাঝারি, ভারী সকল শিল্পে রূপ দেয়া যায়। রেশম একটি শ্রমঘন কৃষিভিত্তিক শিল্প। অল্প সময়ে এ ফসল ঘরে তোলা যায়। বাড়ির আশেপাশে যে কোনো পতিত জমিতে তুঁত গাছ লাগানো যায়। রেশম শিল্পকে কৃষিখাতভুক্ত করা হয়েছে। সুতা সংকটের কারণে ৭৬ টির মধ্যে বর্তমানে আঠারোটি কোনো রকমে টিকে রয়েছে। রেশমের সুতি কাপড় বহুকাল ধরে রাজশাহীর সিল্ক সম্পর্কে এ পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে পুরোনো দালিলিক তথ্য-প্রমাণের মধ্যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুজন কর্মকর্তার পাঠানো দুটি প্রতিবেদন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হল ওয়েল কর্তৃক ১৭৫৯ সালের লেখা থেকে রাজশাহীর কালেক্টর ও'ম্যালার উদ্‌ধৃতি তুলে ধরছি, '১৭৫৯ সালে মিস্টার হলওয়েল লিখেছেন, মোট ছয় ধরনের রেশম বস্ত্র এবং সুতা নাটোর থেকে ইউরোপসহ বসরা, মক্কা, জেদ্দা, পেগু, আচিন ও মালাক্কার বাজারে রপ্তানি করা হতো।' দ্বিতীয় রিপোর্টটি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান সেরেস্তাদার জেমস গ্রান্ট কর্তৃক ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৭৮৮ সালে সদর দপ্তর ফোর্ট উইলিয়াম কলকাতায় প্রেরিত। ইতিহাসে এটি গৎ. ঔধসবং এৎধহঃ'ং অহধষুংরং ড়ভ ঃযব ঋরহধহপবং ড়ভ ইবহমধষ নামে পরিচিত। 'ফিফথ রিপোর্ট' নামক ১৮১২ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের ২৫৯ পৃষ্ঠায় রাজশাহী সিল্ক সম্পর্কে বর্ণনার কিয়দংশ তুলে ধরা হলো, ÔRajeshahy, the most unwieldy extensive Zemindarry of Bengal, or perhaps in India; intersected in its whole length by the great Ganges or lesser branches, with many other navigable rivers and fertilizing waters, producting within the limit of its Jurisdiction, at least four-fifths of all the silk, raw or manufactured, used in or exported from the effeminated luxurious empire of HindostanÕ.

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে দেওয়া এই রিপোর্ট রাজশাহী সিল্কের গৌরবগাঁথার একটি অনন্য প্রামাণিক দলিল হিসেবে স্বীকৃত। ইউরোপীয় বণিকেরা এ দেশে ব্যাপকভাবে আসা শুরু করে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে। এরা আসার আগে বাংলাদেশে গ্রামকেন্দ্রিক অসংখ্য বাজার-বন্দরে দেশীয় কৃষিজাত ও কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যাদির বেচাকেনা চলত। বৃহত্তর রাজশাহীতে বোয়ালিয়া, নাটোর, তাহিরপুর, মীরগঞ্জ, চারঘাট, কাপাশিয়া এসব নদীবন্দর রেশম ও কার্পাস সুতা এবং বস্ত্র কেনাবেচার জন্য বিখ্যাত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত, বিশেষ করে রেশমের সুতা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে 'বোয়ালিয়া' ছিল উত্তরবঙ্গের মধ্যে একমাত্র বাণিজ্যকেন্দ্র। রাজশাহীর বোয়ালিয়া বন্দরকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে তুঁতের চাষ হতো। গঙ্গা (পদ্মা)-তীরবর্তী বোয়ালিয়ায় ওলন্দাজদের বাণিজ্যিক কুঠিটি তৈরি হয়েছিল মূলত রেশমের কারবারের জন্যই। এটি ছিল এই শহরের প্রথম বড় পাকা স্থাপনা। সম্ভবত আঠারো শতকের প্রথম দিকে এটি স্থাপিত হয়। পলাশী যুদ্ধের পরে ইংরেজ ব্যবসায়ী-রা বাণিজ্যিক কুঠিটির দখল পেয়েছিল। ওলন্দাজরা গঙ্গা-তীরবর্তী রাজশাহী জেলার সারদাতে ১৭৮০ থেকে ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ফ্যাক্টরিসহ বৃহদাকারের বাণিজ্যিক কুঠি নির্মাণ করে রেশমের পাশাপাশি নীলের ব্যবসা শুরু করে। ১৮২৫ সালে ডাচদের (ওলন্দাজ) কাছ থেকে সারদার ফ্যাক্টরি এবং কুঠি ইংরেজ ব্যবসায়ীরা চুক্তির ভিত্তিতে পেয়ে রেশম ও নীলের কারবার শুরু করে। রবার্ট ওয়াটসন অ্যান্ড কোম্পানি এ সময়ে রাজশাহীতে প্রায় একচেটিয়া রেশম ও নীলের ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল। এই কোম্পানির আওতাধীন বৃহত্তর রাজশাহীসহ কাছাকাছি অঞ্চলে ১৫২টি রেশম ও নীলকুঠি ছিল। রেশমকুঠিগুলো ছিল পদ্মা, বড়াল, নারদ, হোজা, মুসাখান, আত্রাই, ইছামতী, বারাহী, বারনই এসব নদ-নদীর তীরে। ওলন্দাজদের পরে ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়ীরা রাজশাহীতে প্রথম দিকে কোনো বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপন করেনি। তবে একটি কারখানা স্থাপনপূর্বক দেশীয় রেশমের সুতা প্রস্তুত, ক্রয় ইত্যাদির কারবার শুরু করে। ওলন্দাজ ও ডাচদের পরে ইংরেজরা রাজশাহীতে এসে রেশম ব্যবসায় আধিপত্য বিস্তার করে। ইংরেজি ১৮৭১ সালে রাজশাহীর তৎকালীন কালেক্টর জে এস কার্সটেয়ারসের দেওয়া রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে মেসার্স ওয়াটসন অ্যান্ড কোম্পানির কারখানায় ৮ হাজার থেকে ৯ হাজার লোক দৈনিক রেশমগুটি থেকে সুতা প্রস্তুত করত। কারখানায় প্রতিবছর ১৬ থেকে ১৭ লাখ পাউন্ড মূলধন বিনিয়োগ হতো। তৎকালীন রাজশাহী জেলায় ইউরোপীয় এবং দেশি কারখানাগুলোতে ৫ হাজার মণ বা ১৮০ টন কাঁচা সিল্ক উৎপাদিত হতো, যার মূল্য ছিল ৩৭ লাখ পাউন্ড। মেসার্স ওয়াটসন কোম্পানির পরে মেদিনীপুর জমিদারি কোম্পানি এবং সবশেষে বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানি রাজশাহীতে বড় কুঠিকে কেন্দ্র করে রেশমের ব্যবসা পরিচালনা করে। এর পাশাপাশি দুটি ফরাসি কোম্পানি মেসার্স এন্ডারসন ও মেসার্স লুই পেইন অ্যান্ড কোম্পানি রাজশাহীতে রেশমের কারবার পরিচালনা করে। ১৮৮৮ সালে ওই তিন কোম্পানির রাজশাহীতে মোট ১৪টি কারখানায় উৎপাদিত রেশমি সুতার পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৫৫ হাজার ৪৫২ পাউন্ড। বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানির বোয়ালিয়ার বড় কুঠিসহ ছিল ১০টি বাণিজ্যিক কুঠি। পক্ষান্তরে মেসার্স লুই পেইন অ্যান্ড কোম্পানির ছিল ৩টি বাণিজ্যিক কুঠি। এগুলো হলো কাজলা, খোজাপুর ও সাহেবগঞ্জে। পরবর্তী সময়ে খোজাপুর ও সাহেবগঞ্জের কুঠি পদ্মার গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। মেসার

ইসরায়েলি হামলায় গাজায় ২০ দিনে ৪৯০ শিশু নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর অব্যাহত হামলায় গত ২০ দিনে প্রাণ হারিয়েছে অন্তত ৪৯০ শিশু। গতকাল সোমবার তুরস্কের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আনাদোলু এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। গাজার মিডিয়া অফিসের বরাতে আনাদোলু জানায়, ইসরায়েলি হামলায় গত ২০ দিনে গাজায় ১ হাজার ৩৫০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে শিশুদের সংখ্যা প্রায় ৫০০। এই হত্যাযজ্ঞকে 'আধুনিক যুগের অন্যতম ভয়াবহ মানবতাবিরোধী অপরাধ' হিসেবে আখ্যা দিয়েছে মিডিয়া অফিস। গাজার মিডিয়া অফিসের রবিবার প্রকাশিত বিবৃতিতে আরো বলা হয়, ইসরায়েল পরিকল্পিতভাবে শিশুদের লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালাচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। বেসামরিক হতাহতের ঘটনাকে দুর্ঘটনা দাবি করে দায় এড়ানোর চেষ্টা করছে তারা, কিন্তু পরিসংখ্যানই প্রমাণ করছে এই হামলা পদ্ধতিগত ও উদ্দেশ্যমূলক। এর আগে গত শুক্রবার জাতিসংঘের ত্রাণ ও শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ জানায়, গত ১৮ মার্চ থেকে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে ইসরায়েল পুনরায় হামলা জোরদারের পর গাজায় প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০ জন ফিলিস্তিনি শিশু নিহত বা আহত হচ্ছে। ইউএনআরডব্লিউএ প্রধান ফিলিপ লাজ্জারিনি পরিস্থিতিকে 'ভয়াবহ' বলে বর্ণনা করে জোর দিয়ে বলেন, কোনো কিছুই শিশু হত্যাকে ন্যায্যতা দেয় না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ এক পোস্টে তিনি বলেন, ১৮ মার্চ ইসরায়েলি বাহিনী আবার হামলা শুরু করার পর থেকে গাজায় প্রতিদিন অন্তত ১০০ শিশু নিহত বা আহত হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। যুদ্ধ তাদের শৈশব কেড়ে নিচ্ছে। যুদ্ধ গাজাকে শিশুদের জন্য বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছে।' লাজ্জারিনি আরো উল্লেখ করেন, দেড় বছর আগে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় ১৫ হাজারের বেশি শিশু নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। তিনি বলেন, এই বছরের শুরুতে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি গাজার শিশুদের বেঁচে থাকার এবং শৈশবের কিছু অনুভূতি অনুভব করার সুযোগ দিয়েছিল।

কিন্তু যুদ্ধ পুনরায় শুরু হওয়ায় আবারো তাদের সেই সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ফিলিপ লাজ্জারিনি আরো বলেন, এটি আমাদের সাধারণ মানবতার ওপর কলঙ্ক লেপন করেছে। শিশুরা যেই স্থানেই থাকুক না কেন, তাদের হত্যাকে কোনোভাবে সমর্থন করা যায় না। এখনই যুদ্ধবিরতি পুনরায় চালু করা জরুরি। গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকায় ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু গত রবিবার হামলা আরো বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়লি হামলায় প্রায় ৫০ হাজার ৭০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১ লাখ ১৫ হাজারের বেশি। নিহত ও আহতদের অর্ধেকের বেশি নারী ও শিশু।

গাজার অর্ধেক নিয়ন্ত্রণ করছে ইসরায়েল, সঙ্কুচিত ভূমিতে আটকে পড়েছে ফিলিস্তিনিরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের গাজায় গত মাসে যুদ্ধবিরতি ভেঙে দীর্ঘদিনের গণহত্যার যুদ্ধ পুনরায় শুরুর পর থেকে ক্রমশ গাজার নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে দখলদার ইসরায়েল। গতকাল সোমবার লাইভ প্রতিবেদনে তুর্কিভিত্তিক গণমাধ্যম টিআরটি জানিয়েছে, দখলদার বাহিনী এখন গাজার ৫০ শতাংশেরও বেশি ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ করছে। এর সঙ্গে ক্রমশ সঙ্কুচিত জমির টুকরোয় আটকে পড়ছে ফিলিস্তিনিরা। মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলোর মতে, ইসরায়েলি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকা বৃহত্তম এলাকা থেকে ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর, কৃষিজমি এবং অবকাঠামো ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। জায়গাগুলো বসবাসের অযোগ্য করে তোলা হয়েছে। পৃথক প্রতিবেদনে টিআরটি জানিয়েছে, গতকাল সোমবার গাজার মধ্যাঞ্চল থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদের নির্দেশ জারি করছে ইসরায়েল। ইসরায়েলি বাহিনী মধ্য গাজার ফিলিস্তিনিদের পালাতে বাধ্য করে চলেছে। সেই সঙ্গে দেইর আল বালাহ শহর থেকেও নতুন করে সরিয়ে নেওয়ার আদেশ জারি করা হয়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মুখপাত্র আভিচায় আদরাই তার এক্স-পোস্টে দেইর আল বালাহের পাঁচটি এলাকা থেকে ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করার একটি মানচিত্রও শেয়ার করেছেন। **সাংবাদিকসহ ১০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা** সোমবার ভোর থেকে গাজাজুড়ে ধারাবাহিক হামলায় ইসরায়েলি বাহিনী কমপক্ষে ১০ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে, যার মধ্যে একজন সাংবাদিকও রয়েছেন। একটি মেডিকেল সূত্রের বরাতে টিআরটি জানিয়েছে, দখলদার বাহিনী দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসের নাসের হাসপাতালের কাছে সাংবাদিকদের জন্য একটি তাঁবুতে হামলা চালায়। এতে ওই একজন সাংবাদিক এবং আরেকজন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হন। এ সময় আরও ৯ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। নিহত সাংবাদিকের নাম হেলমি আল-ফাকাওয়ি। গাজার মধ্যাঞ্চলের পশ্চিম দেইর আল-বালাহ শহরে দুটি বাড়িতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় দুই জন নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়েছেন। ফিলিস্তিনের সরকারি বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে, পূর্ব গাজা শহরের জেইতুন পাড়ায় একদল লোককে লক্ষ্য করে ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় আরও তিন জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

ট্রাম্পের শুল্কে এক দিনে ৫০ হাজার কোটি রিয়াল হারিয়েছে সৌদি পুঁজিবাজার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপে সৃষ্ট বাণিজ্যযুদ্ধের প্রভাবে গত রোববার লেনদেন চলাকালে ৫০ হাজার কোটি রিয়ালের বেশি বাজারমূল্য হারিয়েছে সৌদি আরবের শেয়ারবাজার। এ বাণিজ্যযুদ্ধে পতনের মুখে পড়েছে উপসাগরীয় অন্যান্য শেয়ারবাজারও। সপ্তাহান্তে জ্বালানি তেলের ব্যাপক মূল্যহ্রাস ও বৈশ্বিক পুঁজিবাজারে দরপতনও উপসাগরীয় বাজারে পতনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। সৌদি আরবের শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক তাদাউল অল শেয়ার ইনডেক্স (টিএএসআই) ৭০০ পয়েন্টের বেশি (৬ দশমিক ১ শতাংশ) কমে ১১ হাজার ২০০ পয়েন্টের নিচে নেমে এসেছে। এই পতনে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে সৌদি আরামকো। কোম্পানিটির বাজারদর ৩৪ হাজার কোটি রিয়ালের বেশি কমেছে। অন্যান্য উপসাগরীয় সূচকেও সামগ্রিকভাবে পতন দেখা গেছে। গতকাল কাতার, কুয়েত, ওমান ও বাহরাইনও শেয়ারবাজারে পতনের খবর জানিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অন্যান্য দেশের মতো উপসাগরীয় পণ্য আমদানির ওপর ১০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক ঘোষণার পর বাজারে পতন শুরু হয়। নতুন এই মার্কিন শুল্ক ৫ এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চলা অন্যায্য বাণিজ্যিক চর্চা মোকাবিলায় এ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। সৌদি স্টক এক্সচেঞ্জে টিএএসআই ও নোমু সূচকে তালিকাভুক্ত ৩৪টি কোম্পানি গতকাল লেনদেনের শুরু থেকে দুপুর পর্যন্ত ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দরপতন দেখেছে। বাণিজ্যযুদ্ধ ও চার বছরের মধ্যে জ্বালানি তেলের দাম সর্বনিম্ন স্তরে নেমে আসার কারণে মূলত এই দরপতন হয়েছে।

বিশ্বে তেলের দাম চার বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার বাণিজ্য অংশীদারদের ওপর ব্যাপক শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় গতকাল সোমবার তেলের দামে ধস নেমেছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন এ খবর জানিয়েছে। বিশ্ববাজারে ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম ৩.৫% কমে ব্যারেলপ্রতি ৬৩.৩০ ডলারে লেনদেন হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মানদণ্ড ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডবালিউটিআই) তেলও ৩.৫% কমে ব্যারেলপ্রতি ৫৯.৮৪ ডলারে নেমে এসেছে। দুটি তেলই এখন এমন এক দামে লেনদেন হচ্ছে যা ২০২১ সালের শুরু থেকে দেখা যায়নি। যখন বিশ্ব করোনাভাইরাস মহামারির সঙ্গে লড়াই করছিল তখন তেলের দাম কমেছিল।

সহায়তা হ্রাস মাতৃমৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াইকে হুমকির মুখে ফেলছে : জাতিসংঘ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গত এক শতাব্দীর এক চতুর্থাংশে মাতৃমৃত্যুর হার নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। তবে জাতিসংঘ গতকাল সোমবার সতর্ক করে বলেছে যে অগ্রগতি স্থবির হয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাপী নজিরহীন সাহায্যহ্রাসের ফলে বড় ধরনের পতনের ঝুঁকি রয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। জেনেভা থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এক নতুন প্রতিবেদনে জানিয়েছে, শতাব্দীর শুরু থেকে

বিশ্বব্যাপী মাতৃমৃত্যু ৪০ শতাংশ কমেছে। তবে এটি সতর্ক করে দিয়ে বলেছে যে ২০১৬ সাল থেকে অগ্রগতি মূলত স্থবির হয়ে পড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য ও গবেষণা বিভাগের প্রধান প্যাসকেল অ্যালোটি সাংবাদিকদের বলেন, 'অগ্রগতির গতি প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে এবং কিছু অঞ্চলে আমরা ইতোমধ্যেই পিছনের দিকে সরে যাচ্ছি'। 'বেশিরভাগ মাতৃমৃত্যু প্রতিরোধযোগ্য' এই কথার উপর জোর দিয়ে তিনি সতর্ক করে বলেন, 'এই ভঙ্গুরতার প্রেক্ষাপটে, আত্মতুষ্টি কেবল বিপজ্জনকই নয়, এটি মারাত্মক। জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, ২০২৩ সালে আনুমানিক ২ লাখ ৬০ হাজার মাতৃমৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। অর্থাৎ প্রতি দুই মিনিটে প্রায় একজন। ডব্লিউএইচও-র প্রধান টেড্রোস আধানম ঘেব্রেয়েসুস এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'এই প্রতিবেদনটি আশার আলো দেখালেও, তথ্যটি আজও বিশ্বের বেশিরভাগ অংশে গর্ভাবস্থা কতটা বিপজ্জনক তা তুলে ধরে।' তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'মানসম্মত মাতৃত্বকালীন সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি, নারী ও মেয়েদের অন্তর্নিহিত স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকার জোরদার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।'

প্রায় এক দশক আগে মাতৃমৃত্যুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রগতি ধীরগতিতে শুরু হলেও, জাতিসংঘের সংস্থাগুলো উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে বিশ্বব্যাপী সাহায্য হ্রাসের ফলে পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে আরো খারাপ হতে পারে।

জানুয়ারিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর তাৎক্ষণিকভাবে বেশিরভাগ মার্কিন বৈদেশিক সাহায্য তহবিল বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে, বিশ্বব্যাপী মানবিক সংস্থাগুলো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সর্বজনীন স্বাস্থ্য কভারেজের দায়িত্বে থাকা সহকারী মহাপরিচালক ব্রুস অ্যালওয়াড সতর্ক করে বলেছেন, 'মাতৃমৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে, 'আমরা ক্রমবর্ধমান প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে যাচ্ছি'। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, তহবিল হ্রাস 'একটি তীব্র ধাক্কা এবং দেশগুলোর কাছে সময় নেই যে তারা পরিকল্পনা করার জন্য অন্য কোন অর্থায়ন ব্যবহার করবে তা যাতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলো অব্যাহত রাখা যায় তা নিশ্চিত করার জন্য।

বিনোদন

ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে নিয়ে সহ-অভিনেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুপ্রিয়ার

বিনোদন ডেস্ক : ইন্টিমেসি কোঅর্ডিনেটর– এই শব্দটা দিন দিন বলিউডে আরও জোরালো হচ্ছে, আর কেন হবে না? যুগে যুগে অভিনেত্রীরা যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন, তা শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়! এবার সেই তালিকায় নাম লেখালেন অনুপ্রিয়া গোয়েঙ্কা, যিনি 'পদ্মাবত', 'টাইগার জিন্দা হ্যায়', 'ওয়ার ২'-এর মতো সিনেমায় নজর কেড়েছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন, শুটিংয়ের সময় দু'বার এমন পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন, যেখানে সহ-অভিনেতার 'উত্তেজনা' তার অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল! একবার তো চুম্বনের দৃশ্য শুটিংয়ের সময় তিনি বুঝতে পারছিলেন যে উল্টোদিকের মানুষটা নিজেকে সামলাতে পারছেন না! "তখনই মনে হয়েছিল, এটা তো ঠিক হচ্ছে না... অপমানিত লাগছিল,"বললেন অনুপ্রিয়া। আরেকবার, তিনি এমন পোশাক পরেছিলেন, যেখানে কোমর ধরে অভিনয় করাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সহ-অভিনেতা অন্য কোথাও হাত রাখলেন। "যেটা একদমই দরকার ছিল না! কোমরেও তো ধরতে পারতেনচ– বললেন অভিনেত্রী। যদিও সরাসরি কিছু না বলে, অনুপ্রিয়া নিজেই তার হাত তুলে কোমরে রাখেন আর নরম স্বরে বলেন, "পরের টেক থেকে এখানে ধরো, নীচে নয়।" ঘনিষ্ঠ দৃশ্য মানেই কি ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে? অনুপ্রিয়ার মতে, তা কিন্তু নয়! তিনি বলেন, "আলতো করেও চুম্বন করা যায়, কিন্তু কেউ কেউ যেন অতিরিক্ত উৎসাহী হয়ে পড়ে এসব দৃশ্যের শুটিংয়ে, যা পুরো ব্যাপারটাকে অস্বস্তিকর করে তোলে।" এটাই কি প্রমাণ করে না যে ইন্টিমেসি কোঅর্ডিনেটর আজকের দিনে কতটা দরকারি? অভিনেত্রীদের শুধু অভিনয় করলেই চলবে, নিজেদের রক্ষা করতেও হবে–এটা কেমন নিয়ম? তাই প্রশ্ন থেকে যায়–ঘনিষ্ঠ দৃশ্য কি বাস্তবতার নামে সুযোগ নেওয়ার লাইসেন্স? একা অভিনেত্রীরা কতদিন এভাবে নিজেদের সুরক্ষা করতে বাধ্য হবেন?

ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ালেন শাকিব খান

বিনোদন ডেস্ক : থামছেই না ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বর্বরতা। মুহুর্মুহু বোমা হামলা চালিয়ে অসংখ্য নিরপরাধ ফিলিস্তিনিদের হত্যাযজ্ঞে নেমেছে ইসরায়েলি বাহিনী; রেহাই পাচ্ছে না নারী, শিশু থেকে শুরু করে চিকিৎসক, সাংবাদিক ও উদ্ধারকর্মীরাও। এরই মধ্যে গত ২০ দিনেই ৫০০ শিশু হত্যা করেছে ইসরায়েল। এমন অবস্থায় গাজার মানুষদের জন্য হৃদয় কাঁদছে মানুষের। সঙ্গে বিশ্বব্যাপী চলছে ইসরায়েলি বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ। গাজাবাসীর জন্য সংহতি প্রকাশ করে ডাকা হয়েছে বিশ্বব্যাপী ধর্মঘট। বাংলাদেশের রাস্তায় রাস্তায় ফিলিস্তিনের পক্ষে নেমেছে সাধারণ মানুষ। এছাড়াও সামাজিক মাধ্যমেও ইসরায়েলের এই বর্বরতার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করছেন সকলে। তবে শুধু সাধারণ মানুষেরই নয়, তারকাঅঙ্গনেও পৌঁছেছে ফিলিস্তিনের এই বিষাদ। তাই তো গাজাবাসীদের জন্য সংহতি প্রকাশ করলে ঢাকাই মেগাস্টার শাকিব খান। সম্প্রতি এক ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, 'গাজা শুধু একটি ভৌগোলিক নাম নয়; এটি যেন আজ নির্যাতিত মানুষের প্রতীক! দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা হচ্ছে, সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছু করতে না পারা! তাদের (ফিলিস্তিনি) পাশে আছি - ভালোবাসা, সংহতি, আর শান্তির প্রত্যাশায়।' শাকিব ছাড়াও গাজায় বর্বর হত্যার প্রতিবাদ জানিয়েছেন অভিনেত্রী জয়া আহসান। বিশ্ব নেতাদের সমালোচনা করেছেন তিনি। রোববার ফেসবুকে তিনি লেখেন, 'দক্ষিণ গাজায় ইসরায়েলি সেনারা ১৫ জন জরুরি চিকিৎসাকর্মীকে হত্যা করেছে। গাজায় যে নিষ্ঠুর আর হৃদয়হীন গণহত্যা ইসরায়েল চালিয়ে আসছে, এটা তারই অংশ। পৃথিবীকে তারা ফিলিস্তিনিশূন্য করার নিয়ত নিয়ে নেমেছে।' এদিকে ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা সিয়াম আহমেদ রোববার বিকেলে নিজের ফ্রি প্যালেস্টাইন স্যুটের একটি ছবি প্রকাশ করে লিখেছেন, 'আমি যখন এই পোস্ট লিখছি ততক্ষণে গাজার অস্তিত্ব কী মুছে গেছে? আমরা কি পারলাম না এই শহরটাকে, এই দেশটাকে বাঁচাতে? ফিলিস্তিনের এই ধ্বংসাবশেষের দায় কি আমরা কেউ এড়াতে পারবো?'

মাইলির নতুন গান নিয়ে চলছে আলোচনা ও প্রশংসার ঝড়

বিনোদন ডেস্ক : মুক্তির পর থেকেই ব্যাপক সাড়া ফেলেছে মাইলি সাইরাসের নতুন গান 'ইন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড'। অ্যাপোক্যালিপটিক পপ ধাঁচের এই গানটি এরই মধ্যে আইটিউনস সেরা গানের তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। বহুদিন পর মাইলির কণ্ঠে এমন শক্তিশালী গান শুনতে পেরে বেশ উচ্ছ্বসিত পপপ্রেমীরা। 'ইন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড' হলো মাইলির বহু প্রতীক্ষিত অ্যালবাম সামিথিং বিউটিফুল থেকে প্রকাশিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ গান। বিশ্লেষকদের ধারণা, এই গানের জনপ্রিয়তা দেখে অনুমান করা যাচ্ছে, এটি শিগগিরই বিলবোর্ড হট ১০০ চার্টেও জায়গা করে নেবে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ গানটি নিয়ে চলছে আলোচনা ও প্রশংসার ঝড়। একজন ভক্ত লিখেছেন, 'এই গান যদি হিট না হয়, আমি জানি না তোমাদের সমস্যা কী! হে ঈশ্বর!' আরেকজন মন্তব্য করেছেন, 'অনেকদিন পর মাইলির সেরা গান এটি।' তবে, মাইলির আগের হিট গান 'ফ্লাওয়ার্স'-এর প্রসঙ্গে এখনো আলোচনা থেমে নেই। ২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এ গানটি প্রকাশের পরই বিলবোর্ড হট ১০০ চার্টে প্রথম স্থানে উঠে আসে।

বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন অভিনয়শিল্পী জামিল

বিনোদন ডেস্ক : ঈদ যেতেই লেগে যায় বিয়ের ধুম। সে দিক থেকে ব্যতিক্রম নয় দেশের তারকারাও। দুই-এক দিনের ব্যবধানে পর পর বিয়ে দেখল শোবিজঅঙ্গন। যেমন, অভিনেতা শামীম হাসান সরকার বিয়ে করেন গত শুক্রবার। একইদিনে আবার সংগীত পরিচালক আরাফাত মহসিন নিধির সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার রাবা খান। তাদের সকলের বিয়েতে উচ্ছ্বসিত যেন ভক্তরাও। তাদের বিয়ের রেশ না কাটতেই এবার বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন ছোটপর্দার অভিনেতা জামিল হোসেন। অভিনেত্রী মুনমুন আহমেদ মুন-এর সঙ্গে অভিনেতার দীর্ঘদিনের প্রেম পূর্ণতা পেল এবার। এদিকে অভিনেতা নিজে বিয়ের খবর নিশ্চিত করলেও তার আগে সামাজিক মাধ্যমে তাদের বিয়ের একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আনেন অভিনেত্রী মনিরা মিঠু। গত রোববার রাতে দুই পরিবারের সম্মতিতে তাদের বিয়ে হয় বলে জানা গেছে। এদিন রাতেই সামাজিক মাধ্যমে স্ত্রী মুনের সঙ্গে ছবি প্রকাশ করে অভিনেতা লিখেছেন ওআলহামদুলিল্লাহ্। ভক্তদের পাশাপাশি তাদের জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন শিল্পীরাও। তাদের মধ্যে রয়েছেন অভিনেতা রওনক হাসান, অভিনেত্রী শাহনাজ খুশি, সালহা খানমস নাদিয়াসহ অনেকে। জামিলের স্ত্রী মুন একজন ছোট পর্দার অভিনেত্রী। তারা একসঙ্গে জুটি বেঁধে বেশকিছু নাটকে কাজ করেছেন। আর সেখান থেকেই তাদের পরিচয়; তা অবশেষে ঘটল পরিণয়ে। বিজ্ঞাপনে মডেল হয়ে পরিচিতি পেয়েছিলেন মুন। এরপর নাম লেখান টিভি নাটকে। অল্প দিনেই টেলিভিশন নাটকে সাবলীল অভিনয় দিয়ে নিজেকে চিনিয়েছেন তিনি। জায়গা করে নিয়েছেন দর্শক হৃদয়ে। 'কাগজ' নামের একটি সিনেমাতেও অভিনয় করেছেন তিনি।

বিচ্ছেদের পর আধ্যাত্মিকতার পথে হাঁটছেন তামান্না!

বিনোদন ডেস্ক : টানা দুই বছর বলিউড অভিনেতা বিজয় ভার্মার সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া। কিন্তু সেই সম্পর্কে ইতি টেনেছেন তারা। যদিও সরাসরি মুখ খোলেননি কেউ-ই। কিন্তু তামান্না-বিজয়ের এক ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছেন, বিয়ে করে থিতু হতে চেয়েছিলেন অভিনেত্রী, প্রস্তুত নন বিজয়। তাই সম্পর্কে ভাঙন। সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর কি আধ্যাত্মিকতার পথে হাঁটবেন অভিনেত্রী?– সামাজিক মাধ্যমে এমনই প্রশ্ন নেটিজেনদের।

পরীমনি ও শেখ সাদীকে নিয়ে যে তথ্য দিলেন নির্যাতিত গৃহকর্মী

বিনোদন ডেস্ক : ঈদের আগেই গুঞ্জন ছড়িয়েছিল– ঢালিউড অভিনেত্রী পরীমনি নাকি গায়ক শেখ সাদীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন, খুব শিগগির তারা বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন। আর ঈদের সময় নায়িকার হাতে মেহেন্দি দিয়ে লেখা ইংরেজি 'এস' অক্ষর, সেই

জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছে। এবার সেই আগুনে ঘি ঢালেন অভিনেত্রীর বাসার কাজের মেয়ে পিংকি আক্তার। যিনি অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে শারীরিক নির্যাতনে থানায় অভিযোগও করেছেন। আর তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে বিস্ফোরক কিছু তথ্যও প্রকাশ করেছেন। একাধিক ভিডিওতে এক সাক্ষাৎকারে তাকে বলতে শোনা গেছে–পরীমনি আর শেখ সাদী এক বিছানায় ঘুমোন। এক ঘরে থাকেন। এক থালায় খাওয়া-দাওয়া করেন। গায়কের হাতে নায়িকা মারধরও খান। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এই ভিডিওতে অভিযোগকারিণী আরও দাবি করেন– হাঁটুর বয়সি গায়কের হাতে বেধড়ক মার খেয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন পরীমনি। ঈদের আগে হাসপাতালে ভর্তিও হয়েছিলেন তিনি। সেই পদ্ধতিতেই নায়িকা মেরেছেন তাকেও। তিনি জ্ঞান হারিয়েছিলেন।পিংকি আরও বলেন, আমার তখনও জ্ঞান ছিল। সেই সময় পরীমনি আমার মুখে হাত বোলাতে বোলাতে বলছিলেন– আমাকেও তো এভাবেই মারে। এভাবেই মার খেয়ে মুখ বুজে সহ্য করি। এ ঘটনা প্রকাশ্যে এনে পিংকির পাল্টা যুক্তি– পরীমনিকে যদি নির্যাতনের কারণে হাসপাতালে যেতে হয়, তা হলে তিনি কেন একই কারণে শুশ্রূষা পাবেন না? তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমার কাজ তার পছন্দ না হতে পারে। কিন্তু তাকে বেতন দিয়ে বিদায় করে দিলেই তো মিটে যায়। শারীরিক নির্যাতন করার কোনো অধিকার নেই। তবে এখানেই থেমে থাকেননি পিংকি। তিনি সরাসরি বলেন, শুধুই শেখ সাদী নন, পরীমনি একাধিক পুরুষকে সঙ্গ দেন। উল্লেখ্য, গৃহকর্মী পিংকী আক্তারের গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনায়। গত বৃহস্পতিবার পরীমনির বিরুদ্ধে ভাটারা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন তিনি। অভিযোগে পিংকী উল্লেখ করেন– পরীমনি তার এক বছরের দত্তক কন্যাসন্তানকে খাবার খাওয়ানোর ঘটনা কেন্দ্র করে গৃহকর্মী পিংকী আক্তারকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেন। তাকে রীতিমতো মারধর করেন নায়িকা। তিনি অসুস্থ বোধ করায় হাসপাতালে যেতে চান। সেটুকু মানবিকতাও দেখাননি নায়িকা। নিজেকে বাঁচাতে পিংকি বাধ্য হয়ে জরুরি পরিষেবায় ফোন করে পুলিশের সাহায্য চান।

পিরামিডের সামনে মেহজাবীনকে প্রপোজ করে রাজীব

বিনোদন ডেস্ক : নির্মাতা আদনান আল রাজীবের সঙ্গে ১৩ বছর প্রেম করার পর বিয়ে করেছেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। চলতি বছরের শুরুতেই সাতপাকে বাঁধা পড়েছেন এই জুটি। ঢাকার অদূরের এক রিসোর্টে বসেছিল এই তারকা দম্পতির বিয়ের আসর। দীর্ঘদিন রাজীবের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন মেহজাবীন। শোবিজে সেই খবর কারোই অজানা ছিল না। সম্প্রতি স্বামীর সঙ্গে গত বছরের নভেম্বরের কাটানো এক স্মৃতি প্রকাশ্যে আনলেন এই অভিনেত্রী। গত বছর এই মেহজাবীন তার অভিনীত 'প্রিয় মালতী' সিনেমা নিয়ে মিসরে যান কায়রো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। যেখানে তার সঙ্গে ছিলেন সিনেমাটির প্রযোজক আদনান আল রাজীব। মিসরের পিরামিড ছিল মেহজাবীন চৌধুরীর অন্যতম পছন্দের জায়গা। সেই জায়গাতেই গত বছর এই অভিনেত্রীর কাছে ধরা দেয় স্মরণীয় দিন হিসেবে। কারণ স্বপ্নের এই পিরামিডের পাশেই বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছিলেন

তিনি। সেদিন প্রযোজক ও পরিচালক আদনান আল রাজীব ডায়মন্ডের রিং পরিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেন মেহজাবীনকে। মিসরের সেই ছবিই সম্প্রতি নিজের ফেসবুকে প্রকাশ করেছেন অভিনেত্রী। যার ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, অবিস্মরণীয় এবং সবচেয়ে সুন্দর দিনগুলোর একটি স্মরণ করছি আজ। আমি তখন মিশরে, আমার অসাধারণওপ্রিয় মালতী টিমের সঙ্গে, আমাদের সিনেমার ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের জন্য।

খেত থেকে রসুন তোলার পর বাছাইয়ের জন্য জমিয়ে রাখা হয়েছে। বয়রা কাশীনাথপুর, মালিগাছা, পাবনা

কাঁকড়ায় বেকারত্ব নিরসন ও বৈদেশিক মুদ্রার সম্ভাবনা

কৃষি ও প্রকৃতি ডেস্ক : কাঁক্ড়া আর্থোপোড শ্রেণির শক্ত খোলসবিশিষ্ট জলজ প্রাণী। প্রজাতি ভিত্তিক মিঠা ও লোনা পানি, উভয় পরিবেশে কাঁক্ড়া পাওয়া যায়। মিঠা পানিতে চার প্রজাতির এবং লোনা পানিতে এগারো প্রজাতির কাঁক্ড়া রয়েছে। মিঠা পানির কাঁক্ড়া আকারে ছোট এবং লোনা পানির কাঁক্ড়া আকারে বেশ বড় হয়। লোনা পানির কাঁক্ড়া সমুদ্রে বসবাস করে। মিঠা পানির কাঁকড়া বিদেশে রপ্তানি হয় না। সামুদ্রিক বড় আকারের কাঁক্ড়া বিদেশে রপ্তানি হয়। তাছাড়া সামুদ্রিক এগারো প্রজাতির কাঁক্ড়ার মধ্যে একমাত্র শিলা কাঁক্ড়া রপ্তানি হয়। এর বৈজ্ঞানিক নাম সাইলা সিরেটা। অনেক স্থানে এ কাঁকড়া ম্যাডক্রাব নামে পরিচিত। বিদেশে শিলা কাঁক্ড়ার মাংসই প্রিয় খাদ্য। বাংলাদেশে সর্বত্র সব শ্রেণির লোকের কাছে কাঁক্ড়া অতি পরিচিত প্রাণী। কাঁক্ড়া মৎস্য সম্পদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থানীয়ভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী খাদ্য হিসেবে কাঁকড়া গ্রহণ না করলেও বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসহ ইউরোপ মহাদেশেও কাঁক্ড়ার চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ১৪ কোটি টাকার কাঁক্ড়া বিদেশে রপ্তানি করে থাকে। বিশ্ব বাজারে কাঁক্ড়ার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এর সংগ্রহ প্রক্রিয়াও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি কাঁক্ড়ার চাষপদ্ধতির কলাকৌশল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে কাঁক্ড়া চাষ প্রক্রিয়া এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে। বর্তমান রপ্তানিকৃত কাঁক্ড়ার প্রায় সবটাই উপকূলীয় চিংড়ি খামার ও সমুদ্রের মোহনা নদী এবং ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল থেকে আহরণ করা হয়ে থাকে। পরিচিতি ও বিস্তৃতি, কাঁক্ড়া বা ম্যাডক্রাব আফ্রিকার পূর্ব উপকূলীয় ভারত উপকূল এবং ইন্দোপেসিফিক অঞ্চলের ম্যানগ্রোভ এলাকায় দেখা যায়। এসব কাঁক্ড়ার চক্ষুপুঞ্জের দুই পাশে ঈধৎধঢ়ধপব-এর ওপরে নয়টি দাঁত রয়েছে, যাকে ঝবৎৎধঃরড়হং বলা হয়। সিরাসনের সংখ্যা দিয়ে কিশোর কাঁক্ড়া চেনা যায়। বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র কাঁক্ড়া পাওয়া যায়। কাঁক্ড়ার বয়স সধারণত ১৬-১৮ মাসের হলেই পূর্ণবয়স্ক বা প্রজননক্ষম হয়। এসময় একটি কাঁক্ড়ার ওজন হয় ৩০০-৫০০ গ্রাম। একটি কাঁকড়া সর্বোচ্চ ৫ কেজি পর্যন্ত ওজনের পাওয়া গেছে। সাধারণত এক বছর বয়সের কাঁকড়ার ওজন ৪০০-৫০০ গ্রাম হয়ে থাকে।

বিধ্বস্ত সেতু সংস্কার হয়নি ১৮ বছরেও, হাজারো মানুষের দুর্ভোগ

শেরপুর প্রতিনিধি : দীর্ঘ ১৮ বছরেও সংস্কার হয়নি শেরপুরের ঝিনাইগাতীর বিধ্বস্ত কবিরাজপাড়ার খালের উপর সেতুটি। ফলে ওই পথে যাতায়াতকারী ১৫ গ্রামের মানুষের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। ২০০৭ সালে উপজেলার হাতিবান্ধা ইউনিয়নের কবিরাজপাড়ার খালের উপর সেতুটি ভেঙ্গে পড়ে যায়। এরপর বিধ্বস্ত সেতুটি আর নির্মাণ করা হয়নি। এতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে হাজারো মানুষকে। জানা গেছে, ঝিনাইগাতী উপজেলার হাতিবান্ধা ইউনিয়নের ঘাগড়া কবিরাজপাড়া ও পুটলপাড়া রাস্তা দিয়ে আশপাশের ১৫ গ্রামের হাজারো মানুষ যাতায়াত করে থাকেন। এ রাস্তায় মালিঝি নদী থেকে নেমে আসা একটি খাল পথচারীদের দুর্ভোগের কারন হয়ে দাঁড়ায় দেশ স্বাধীনের পর থেকেই। এসব গ্রামের মানুষের দুর্ভোগ লাগবে ২০০৭ সালে এলজিইডি এ খালের উপর একটি সেতু নির্মাণ করে। কিন্তু কাজ শেষ হতে না হতেই সেতুটি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। ওই এলাকার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লাইলী বেগম, গ্রামের ইয়াদ আলী, নুর মোহাম্মদ, আব্দুল করিম, মো. আসাদুলসহ গ্রামবাসীরা জানান, সেতুটি নির্মাণের সময় ঠিকাদার নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী প্রয়োজনের তুলনায় কম প্রয়োগ করায় নির্মাণ কাজ শেষ হতে না হতেই সেতুটি বিধ্বস্ত হয়ে ভেঙ্গে পড়ে যায়। এতে এসব গ্রামের সাথে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এলজিইডি সূত্রে জানা গেছে, ওইস্থানে একটি সেতু নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পত্র পাঠানো হয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবটি ফাইল বন্দি হয়ে পড়ে আছে। এসব গ্রামের মানুষের যাতায়াতের স্বার্থে ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্স্থাপনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে ওই বিধ্বস্ত সেতুর পাশ দিয়ে একটি কাঠের সেতু নির্মাণ করা হয়। কিন্তু সেতুটির অবস্থাও নরবড়ে হয়ে পড়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হচ্ছেন মানুষ। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে নড়বড়ে সেতুটি জোরাতালি দিয়ে কোনরকমে যোগাযোগ ব্যবস্তা চালু রাখা হলেও হালকা ২/৪ জন লোক চলাচল ছাড়া আর কিছুই পারাপার করা সম্ভব হয় না। এখানে একটি সেতু নির্মাণের অভাবে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে এসব গ্রামের মানুষের। এলাকায় উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও গবাদি পশু পারাপারে কৃষকদের নানা বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে। হাতিবান্ধা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমসহ গ্রামবাসীরা বলেন, এখানে একটি সেতু নির্মাণের জন্য গত একযুগেরও বেশি সময় ধরে বহুবার আবেদন নিবেদন করা হয়েছে। জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কাছে বিভিন্ন সময় আশ্বাসও পাওয়া গেছে। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। এ বিষয়ে ঝিনাইগাতী উপজেলা প্রকৌশলী শুভ বসাক বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখতে বিধ্বস্ত সেতুর পাশে কাঠের নড়বড়ে সেতুটি সংস্কারের জন্য এডিপির অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়া এখানে একটি সেতু নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো আছে। বরাদ্দ পাওয়া গেলেই সেতু নির্মাণ করা হবে।

বৈশাখী মেলায় বিক্রির জন্য মাটির ব্যাংকে রং করার কাজে ব্যস্ত কুমোরপাড়ার মানুষেরা। রামপুর, মুরাদনগর।

সরাইলে বন্ধ ব্রীজ নির্মাণের কাজ দূর্ভোগে ৩ গ্রামের লোক

সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে গত ৮ মাসেরও অধিক সময় ধরে বন্ধ রয়েছে পোনে ৩ কোটি টাকা মূল্যের নির্মাণাধীন একটি ব্রীজের কাজ। ফলে চরম দূর্ভোগ পোহাচ্ছে ৩ গ্রামের ২৫ সহস্রাধিক লোক। বৃষ্টি শুরু হলে কাঁদা পানিতে বাধাগ্রস্ত হবে তাদের স্বাভাবিক চলাফেরা। উপজেলার শাহজাদাপুর গ্রামের খোয়ালিয়ার পাড় এলাকায় খালের উপর ওই নির্মাণাধীন ব্রীজটির অবস্থান। কাজ বন্ধ থাকার কথা স্বীকার করে উপজেলা প্রকৌশলী বলছেন, দ্রূততম সময়ের মধ্যেই শুরু হবে কাজ। উপজেলা এলজিইডি অফিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শাহজাদাপুর ইউনিয়নের শাহাজাদাপুর নিয়ামতপুর ধাউরিয়া গ্রামের শতাধিক বছরের স্বপ্ন ও দাবী ছিল খোয়ালিয়ার পাড়ে ব্রীজ নির্মাণ। আর সেই সাথে মলাইশ-শাহজাদাপুর সড়কটি। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর ওই তিন গ্রামের ২৫ সহস্রাধিক লোকের স্বপ্নপূরণ হইয়াও হচ্ছে না। দূর্ভোগ কেন যেন তাদের পিছু ছাড়ছে না। ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে ব্রীজটির দরপত্র আহবান করেন এলজিইডি। ব্রীজটি নির্মাণের চুক্তিমূল্য ২ কোটি ৮৬ লাখ ৯৬০ টাকা। কাজটি পান মেসার্স লোকমান হোসেন নামের একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। স্বস্থির নি:শ্বাস ফেলেন ওই গ্রামের বাসিন্দারা। কাজ শুরূতে দীর্ঘসূত্রিতা ভাবিয়ে তুলে ওই জনপদের মানুষদের। শুরূ হয় হ্যাঁ হুঁতাশ। অনেক বিলম্বে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ নভেম্বর শুরূ হয় কাজ। নিম্ন মানে নির্মাণ সামগ্রি ও কাজের মান নিয়ে অভিযোগ উঠলে আবারও কিছু দিন বন্ধ থাকে কাজটি। কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে শুরূ হয়ে আবার জুলাই অভ্যূত্থানের আগেই বন্ধ হয়ে যায়। চলে যায় ঠিকাদারের লোকজন। সেই থেকে অদ্যবধি কাজের কাছে আসছেন না ঠিকাদার। গত ৮/৯ মাসে ব্রীজের কাছ রাখা মালামাল নষ্ট হচ্ছে। বেরিয়ে থাকা রড গুলোতে মরিচা ধরেছে। কিছু রড ভেঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে মাদকাসক্তরা। যাতায়তে চরম দূর্ভোগ পোহাচ্ছেন নারী পুরূষ ও শিশুরা। ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ নভেম্বর কাজটি শেষ করার কথা থাকলেও তা আর হয়ে উঠেনি। ঠিকাদার কাজের সময় ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের জুন পর্যন্ত এক্সটেনশন করলেও মাত্র তিন মাস হাতে আছে। এখন পর্যন্ত শুরূই যখন করতে পারছেন না, শেষ করবেন কবে? স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. জুয়েল মিয়া ও গ্রামের বাসিন্দা মো. তাজুল ইসলাম ক্ষোভের সাথে বলেন, এক বছরের কাজ দেড় বছরেও শেষ করেনি। এখন ঠিকাদার লাপাত্তা। কাজের ৫০-৬০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি কাজ কবে শেষ আল্লাহই ভালো জানেন। তিন গ্রামের লোকজন অবর্ণনীয় দূর্ভোগে আছে। কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরাধ ঠিকাদারকে ডেকে কাজটি দ্রূত শেষ করে ভুগান্তি দূর করূন। এ বিষয়ে জানতে ঠিকাদার মো. লোকমান হোসেনের মুঠোফোনে (০১৯১৭-২১৪৪৯৪) একাধিকবার চেষ্টা করেও কথা বলা সম্ভব হয়নি। এলজিইডির সরাইল উপজেলা প্রকৌশলী মো. আনিছুর রহমান ভূঁইয়া গত ৮/৯ মাস ধরে কাজ বন্ধ থাকার কথা স্বীকার করে বলেন, ৮০ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে। বাকি ২০ ভাগ শেষ করতে বেশী সময় লাগবে না। ঠিকাদার সম্ভবত দেশের বাহিরে আছেন, এসেই কাজে ধরবেন।

গ্রীন লাইন পরিবহনের চাঁপায় কিশোর নিহত

বরিশাল প্রতিবেদক : মহাসড়ক পারাপারের সময় বেপরোয়াগতির গ্রীন লাইন পরিবহনের চাঁপায় বারো বছর বয়সের জয় দত্ত নামের এক কিশোর ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল সোমবার সকাল দশটার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের গৌরনদী উপজেলার বার্থীর মোহাম্মদ আলী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। নিহত জয় উপজেলার তাঁরাকুপি গ্রামের সুমন্ত দত্তের ছেলে। স্থানীয়দের বরাত দিয়ে গৌরনদী ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের ষ্টেশন অফিসার মো. বিপুল হোসেন জানিয়েছেন, ব্যাটারি চালিত ভ্যান থেকে নেমে বাড়ি যাওয়ার জন্য মহাসড়ক পারাপার হচ্ছিলো জয়। এসময় বরিশাল থেকে ঢাকাগামী গ্রীন লাইন পরিবহনের বেপরোয়াগতির একটি বাস জয়কে চাঁপা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই জয় নিহত হয়। খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে হাইওয়ে থানা পুলিশের কাছে সোর্পদ করেছেন।

পোরশায় নিজ বাসায় ভাই-বোনের রহস্যজনক মৃত্যু

নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর পোরশায় রেজিয়া খাতুন (৫৮) ও নুর মোহাম্মদ ওরফে নুর (৫৫) নামে আপন দুই ভাই-বোনের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। তারা পোরশা গ্রামের পূর্ববাড়ি পাড়ার মৃত তোফাজ্জল হোসেন শাহ্ এর মেয়ে ও ছেলে। থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য গতকাল সোমবার সকালে জেলা হাসপাতালে প্রেরণ করেছে। থানা অফিসার ইনচার্জ আবু বকর সিদ্দিক জানান, রেজিয়া খাতুন ও নুর মোহাম্মদ ওরফে নুর আপন ভাই-বোন। তাদের বাব-মা অনেকদিন আগেই মারা যায়। স্বামী পরিত্যাক্তা হওয়ায় রেজিয়া খাতুন এবং স্ত্রী জীবিত না থাকায় ও একমাত্র মেয়ের অন্যত্র বিয়ে হয়ে যাওয়ায় নুর মোহাম্মদ ওরফে নুর তার বোনকে নিয়ে দির্ঘ্যদিন একই বাড়িতে বসবাস করতেন। গতকাল সোমবার রাতে ঐ বাড়ি থেকে পঁচা দূর্গন্ধ বের হওয়ায় প্রতিবেশীরা ঘরের জানালার গ্লাস সরিয়ে ঘরের মেঝেতে রেজিয়া খাতুনের লাশ উপুড় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। পরে স্থানীয়রা স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলামকে অবগত করলে তিনি মোবাইল ফোনে থানায় খবর দেন। এসময় তিনি ঘটনার বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সহ তাৎক্ষনিক পিবিআই, নওগাঁ ও সিআইডি রাজশাহীকে জানালে পুলিশ পরিদর্শক তারেক আহম্মেদ পিবিআই নওগাঁ ও এসআই অনিমেশ সিআইডি, রাজশাহী তাদের টিম নিয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে আসেন। রাত প্রায় পৌনে ১টায় পিবিআই এবং সিআইডির নেতৃত্বে পোরশা থানা পুলিশ ভিকটিমের ঘরের দরজার তালা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে রেজিয়া খাতুন এর মরদেহ মেঝেতে উপুড় অবস্থায় এবং তার ভাই নুর মোহাম্মদ ওরফে নুর এর মরদেহ তার শয়ন কক্ষে মেঝেতে ডান কাত অবস্থায় উদ্ধার করেন। তবে ঘটনাটি ৪ এপ্রিল থেকে ৬ এপ্রিলের মধ্যে যে কোন সময় ঘটতে পারে বলে তারা ধারনা করছেন বলে জানান। তিনি আরো জানান, বাড়ীর মেইন দরজায় বাহির থেকে তালা লাগানো এবং অন্য দরজায় ভিতর থেকে আটকানো ছিল। লাশ দুটি অধিক ফোলা এবং দূর্গন্ধযুক্ত পচন ধরা অবস্থায় ছিল। পুলিশের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা এবং ঘটনাস্থল নওগাঁ পিবিআই ও সিআইডি'র কর্মকর্তাগণ ঘটনা স্থল পরিদর্শন করেছেন।

জুলাই আন্দোলনে চোখ হারানো যুবকের উপর সন্ত্রাসীদের আক্রমন

পিরোজপুর প্রতিনিধি : বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ঢাকায় পুলিশের গুলিতে চোখ হারানো পিরোজপুরের এক যুবককে সন্ত্রাসীরা কুপিয়ে গুরুতর আহত করেছে। ১৭ বছর বয়সী আহত ওই যুবক মোঃ ফরিদ শেখ পিরোজপুর সদরের টোনা গ্রামের ইলিয়াছ শেখ ও সালমা বেগমের পালিত পুত্র। গত রোববার রাতে টোনা গ্রামে ওই হামলার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় সালমা বেগম বাদী হয়ে ৫ জনের নাম উল্লেখে ও ৩/৪ জনকে অজ্ঞাত আসামী করে পিরোজপুর সদর থানায় ওই রাতেই এজাহার দিয়েছে। আসামীরা হলো পিরোজপুর সদরের রাজারকাঠী গ্রামের নাছির কাজীর ছেলে রাকিব কাজী, শহীদ হাওলাদারের ছেলে রুপম হাওলাদার, মোতাহার কাজীর ছেলে নাজির কাজী, ছিদ্দিক সিকদারের ছেলে শাকিল সিকদার ও শাকিল সিকদারের ছেলে সিয়াম সিকদার। এাজাহারে অভিযোগ করা হয় মামলার ১ নম্বর আসামী রাকিব কাজীর সাথে আহত ফরিদ শেখের সাথে গত রোজায় টোনা গ্রামের মসজিদে বসে কথা কাটাকাটি হলে উপস্থিত মুসল্লীরা মিমাংশা করে দেয়। কিন্তু রাকিব ফরিদের উপর ক্ষিপ্ত থেকে গত রোববার রাতে টোনা ইউনিয়নের গোপেরহাট নামক এলাকায় তাকে একা পেয়ে অন্য আসামীদের সাথে নিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে কুপিয়ে জখম করে। স্থানীয়রা তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে পিরোজপুর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে ভর্তি করা হয়। পিরোজপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আব্দুস সোবাহান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেছেন দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শেরপুরে বাসের ডাকাতির চেষ্টাকালে যাত্রীকে ছুরিকাঘাত

শেরপুর প্রতিনিধি : ঢাকা-শেরপুর-ঝিনাইগাতী মহাসড়কে চলাচলকারী ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ঝিনাইগাতী গামী যাত্রীবাহী বাসে সুপারভাইজার ও হেলপার সেজে ডাকাতি করার সময় বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এক যাত্রীকে ছুড়িকাঘাত করে গুরুতর আহত করার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে বাসের হেলপার, সুপারভাইজার ও চালকসহ পুরো স্টাফ বাসটি ফেলে রেখে কৌশলে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ সম্ভাব্য জায়গায় অভিযান চালিয়ে চালক আলমগীর হোসেনকে (৩০)- আটক করে। গত রোববার দুপুরের দিকে শেরপুর জেলার নকলা ও সদর উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় এ ঘটনাটি ঘটে। আহত যাত্রী শেরপুরের নকলা উপজেলার ১নং ডিজিটাল গণপদ্দী ইউনিয়নের বাড়ইকান্দী এলাকার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে সাকিল আহমেদ (২৭)। সে ঢাকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। আহত সাকিল আহমেদকে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ শেষে শেরপুর সদর হাসপাতারে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। বাসটি জানা গেছে, গত রোববার সকালে ঢাক থেকে ছেড়ে আসা ঝিনাইগাতীগামী 'তাকিফ পরিবহন' নামে একটি যাত্রীবাহী বাস সাকিলসহ বেশ কিছু যাত্রী নিয়ে ঝিনাইগাতীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথে যাত্রীদের কাছে ভাড়া বা টিকেট চেক করা হয়নি। কিন্তু সুপারভাইজার ও হেলপারদের কানাকানিতে যাত্রীদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। দুপুরের দিকে বাসটি নকলা উপজেলা শহর পার হয়ে শেরপুর ও নকলার সীমান্তবর্তী জনবসতিহীন এলাকায় পৌঁছালে হেলপার সাজা দুই ডাকাত বাসে তান্ডব চালায়। এতে বাসে থাকা যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এসময় সাকিল ওই ডাকাতদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে হেলপার নামের অজ্ঞাত এক ডাকাত পিছন থেকে ছুড়কাঘাত করে। এসময় যাত্রীরা চিৎকার করে বাস থামাতে বললেও চালক বাসটি নাথামিয়ে বরং দ্রুত গতিতে শেরপুরের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। সংবাদ পেয়ে শেরপুর সদর থানার পুলিশ রাস্তায় দ্রুত চেকপোস্ট বসায়।

আশাশুনিতে মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতনকারীকে গ্রেফতারের দাবীতে মানববন্ধন

আশাশুনি, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : আশাশুনিতে টর্চার সেলে আটকে রেখে মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্মমভাবে নির্যানকারী ব্যবসায়ী গাওছুল হোসেন রাজকে গ্রেফতার ও শাস্তির দাবীতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রোববার বিকালে শোভনালী ইউনিয়নের হুকাটি গ্রামে প্রথম দফা নির্যানের স্থানে এ মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। এলাকার নারী পুরুষের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, প্রত্যক্ষদর্শী জামায়াতে ইসলামী শোভনালী ইউনিয়ন আমীর জিয়াউল ইসলাম, প্রত্যক্ষদর্শী রবিউল ইসলাম, মজিলা খাতুন, নাছিমা খাতুন প্রমুখ। বক্তাগণ বলেন, নির্যাতনের শিকার আমিনুর রহমানের চক খলিশানী মৌজায় বসুখালী বিলে বিসমিল্লাহ হ্যাচারীর মালিক গাউছুল আজম রাজের মৎস্য ঘের সংলগ্ন ৫ বিঘা ডিডকৃত জমির মৎস্য ঘের আছে। রাজের ঘেরের মাছ কে বা কারা চুরি করেছে দাবী করে ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে তাকে সন্দেহ করে গত বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে বাড়ি থেকে উঠিয়ে ঘেরে নিয়ে অভিযুক্তরা মারপিট করে। খবর পেয়ে ইউপি চেয়ারম্যান মাওঃ আবু বক্কর সিদ্দীক গ্রাম পুলিশ বিল্লালকে পাঠালে সে আমিনুরকে মোটর সাইকেলে করে নিয়ে যাওয়ার পথে হুকাটিতে পৌছলে চেয়ারম্যানের চামচা তৌহিদ বাঁশ দিয়ে বাড়ি মেরে তাকে নামিয়ে নিয়ে নির্মম মারপিট করতে থাকে। গ্রাম পুলিশ চেয়ারম্যানের কথা বললে তৌহিদ বলে ''কিসের চেয়ারম্যান! আমরা চেয়ারম্যান মানিনা। '' এসময় রাজের কুটুম সাইদুল আরও ৩/৪ জনকে নিয়ে সেখানে হাজির হয়ে মারপিট শেষে মোটর সাইকেলে করে আশাশুনির বিসমিল্লাহ হ্যাচারিতে নিয়ে টর্চার সেলে আটকে মারপিট করতে থাকে। আমীর জিয়াউর ও রবিউলদের সামনে সেখানে হাত-পা বেধে উপুর করে শুইয়ে মধ্যযুগীয় কায়দায় সন্ত্রাসী স্টাইলে অবর্ণনীয় নির্যাতন চালান হয়। আমরা হতবাক হয়ে পড়ি। এক পর্যায়ে জিয়াউল ইসলাম নিজেকে জামায়াতের ইউনিয়ন আমীর পরিচয় দিয়ে আইন হাতে তুলে নিচ্ছেন কেন, প্রয়োজনে থানায় দিন।

কচুখেতে পানি দিচ্ছেন এক নারী। বাখুণ্ডা, ফরিদপুর।

সৌদি আরব থেকেও ছিনতাই মামলার আসামি দুই সহদর

বরিশাল প্রতিবেদক : কর্মস্থলের সুবাদে দীর্ঘদিন থেকে সৌদি আরবে থেকেও বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় দায়ের হওয়া ছিনতাই মামলার আসামি হয়েছেন আপন দুই সহদর। বিষয়টি নিয়ে সর্বত্র ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়েছে। অবশেষে বিদেশে থাকা দুই সহদরের নাম মামলা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য বাদি ও তার লোকজনে প্রবাসীর পরিবারের কাছে ১০ লাখ টাকা দাবি করেছেন। মামলা দায়েরের সত্যতা স্বীকার করে এয়ারপোর্ট থানার ওসি জাকির হোসেন শিকদার বলেন, যেকোন ব্যক্তির বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের হতে পারে। তবে মামলার তদন্ত শেষে নিরাপরাধ ব্যক্তিদের আইনানুযায়ী অব্যাহতি দেওয়া হবে। ওসি আরও জানান, চাঁদা চাওয়ার অভিযোগ পেলে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সূত্রমতে, গত ২৭ মার্চ দুপুরে নগরীর সোনা মিয়ার পোল এলাকায় গাড়ি পার্কিং নিয়ে মোটরসাইকেল চালক আমিনুল মৃধা ও ইজিবাইক চালক ইমন হাওলাদারের বাগবিতন্ডা হয়। সেই ঘটনায় নগরীর রায়পাশা-কড়াপুর এলাকার আবুল বাশারের স্ত্রী ইজিবাইকের মালিক মাহামুদা বেগম ঘটনার দিনই এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। মামলায় মোটরসাইকেল চালক আমিনুল ও তার চার ভাইকে আসামি করা হয়েছে। এরমধ্যে রেজাউল করিম ও রাজিবুল ইসলাম দীর্ঘদিন থেকে কর্মস্থলের সুবাদে সৌদি আরবে রয়েছেন। অপর দুইজন হুমায়ুন মৃধা ও নজরুল মৃধা ঘটনার সময় নগরীতে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে থাকলেও তাদের মামলায় আসামি করা হয়েছে। এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, চালক ইমন তার ইজিবাইকে যাত্রী নিয়ে সোনা মিয়ার পোল অতিক্রমকালে মামলার প্রধান আসামি আমিনুল তার গতিরোধ করে। এরপর সব আসামিরা যাত্রীদের সাথে খারাপ আচরণ করলে ইমন তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বলেন। এসময় আসামিরা ইমনকে লাঠিসোটা নিয়ে মারধর করে। তখন ইমনকে রক্ষায় তার স্ত্রী শিরিন আক্তার এগিয়ে আসলে তাকেও মারধরসহ শ্লীলতাহানী করা হয়। এসময় হামলাকারীরা ইমনকে হত্যার হুমকি দিয়ে ইজিবাইক ভাঙচুর করায় ৪০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে। প্রবাসীদের আসামি করা ও নাম বাদ দেওয়ার জন্য ১০ লাখ টাকা চাওয়ার অভিযোগের ব্যাপারে মামলার বাদি মাহামুদা বেগমের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তা বন্ধ থাকায় কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ধর্ষণের মিথ্যে মামলায় প্রবাসীর স্ত্রী কারাগারে

বরিশাল প্রতিবেদক : পাওনা টাকা ফেরত না দেয়ায় পুলিশ সদস্যর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে মিথ্যা মামলা দায়ের করা প্রবাসীর স্ত্রীকে জেলহাজতে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন আদালতের বিচারক। বরিশাল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়ে কার্যদিবসে জামিনের আবেদন করলে বিচারক মুহাম্মদ রকিবুল ইসলাম ওই গৃহবধূর জামিন আবেদন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন। ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চ সহকারী আজিবর রহমান তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, কারাগারে যাওয়া গৃহবধু সাদিয়া আফরিন তানিয়া নগরীর নবগ্রাম রোডের খান বাড়ি এলাকার বাসিন্দা মালয়েশিয়া প্রবাসী খলিলুর রহমানের স্ত্রী ও জেলার উজিরপুর উপজেলার হানুয়া বারপাইকা গ্রামের আলউদ্দিন হাওলাদারের মেয়ে। এজাহারের বরাত দিয়ে বেঞ্চ সহকারী আরও বলেন, নগরীর নবগ্রাম রোডের খান বাড়ি এলাকার বাসিন্দা ও পুলিশ সদস্য মিজানুর রহমান ফারুক ১০ শতক জমি ক্রয়ের জন্য গৃহবধূ তানিয়ার প্রবাসী স্বামী খলিলুর রহমানের কাছ থেকে ৪৫ লাখ টাকা ধার নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে টাকা ফেরত চাইলে মিজানুর রহমান টাকা দিতে অস্বীকার করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওই গৃহবধূ বাদি হয়ে মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন। সূত্রমতে, বিচার বিভাগীয় তদন্তে ধর্ষণের কোন প্রমান পাওয়া যায়নি। যেকারণে মিথ্যা ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করায় পুলিশ সদস্য মিজানুর রহমান ফারুক বাদি হয়ে ওই গৃহবধুকে আসামি করে উল্টো মামলা দায়ের করেন। অভিযুক্ত তানিয়া আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে বিচারক তা না-মঞ্জুর করেন।

ফিলিস্তিনে মুসলিমদের গনহত্যার প্রতিবাদে বরগুনায় বিক্ষোভ

বরগুনা প্রতিনিধি : ফিলিস্তিনে মুসলিমদের গনহত্যার প্রতিবাদে বরগুনায় বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করেছে ইসলামিক সংগঠনগুলো ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। এ সময় স্লোগানে বলেন অস্ত্র ধরো অস্ত্র ধরো ফিলিস্তিন স্বাধীন কর। ইসরাইলি পণ্য বয়কট করো, ট্রাম্পের দুই গালে জুতা মারো তালে তালে। বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি বরগুনা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বরগুনা সদরঘাট জামে মসজিদের সামনে শেষ হয়। পরে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে বরগুনা ইসলামিক সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ফিলিস্

ফুলহ্যামের কাছে হারের স্বাদ পেলো লিভারপুল

স্পোর্টর্স ডেস্ক : প্রিমিয়ার লিগে ২৬ ম্যাচ পর প্রথম হারের স্বাদ পেলো লিভারপুল। গত রোববার রাতে উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে তাদের ৩-২ গোলে হারিয়েছে ঘরের মাঠের ফুলহ্যাম। অথচ ম্যাচে প্রথমে এগিয়ে গিয়েছিল লিভারপুলই। অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার চমৎকার এক গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। যদিও ম্যাচের শুরুতেই একটি বিতর্কিত পেনাল্টির দাবি থেকে বেঁচে যায় তারা, যখন কাওইমহিন কেলেহার অ্যান্ড্রেয়াস পেরেইরাকে ফাউল করেন এবং ভার্জিল ফন ডাইক ফেলে দেন রদ্রিগো মুনিজকে। রেফারি ক্রিস কাভানাহ পেনাল্টির আবেদন নাকচ করেন। এরপরই ঘটে ছন্দপতন। ২৩ মিনিটে কার্টিস জোনসের ব্যর্থ ক্লিয়ারেন্স থেকে ফুলহ্যামের রায়ান সেসেনিওন দুর্দান্ত এক ভলিতে গোল করে সমতায় ফেরান। এর ৯ মিনিট পর অ্যান্ডি রবার্টসনের ভুলে আলেক্স ইওয়োবি গোল করেন, যা কেলেহারের গায়ে লেগে জালে প্রবেশ করে। ৩৭ মিনিটে মুনিজ দারুণ টাচ ও নিখুঁত ফিনিশিংয়ে ফুলহ্যামকে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। ৬৭ মিনিটে কনর ব্র্যাডলি বদলি হিসেবে মাঠে নেমে আক্রমণে গতি আনেন এবং পাঁচ মিনিট পর তার পাস থেকে লুইস ডিয়াজ গোল করে ব্যবধান কমান (৩-২)। শেষদিকে ভীষণ চেষ্টা করেও এরপর হার এড়াতে পারেনি লিভারপুল। এই হারে লিভারপুল ৩১ ম্যাচে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকলেও তাদের পারফরম্যান্সে উদ্বিগ্ন হবেন কোচ আর্নে স্লট। এখন তাদের শিরোপা নিশ্চিত করতে বাকি সাত ম্যাচ থেকে ১১ পয়েন্ট প্রয়োজন। অন্যদিকে, ফুলহ্যাম ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে উঠে এসেছে এবং পঞ্চম স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির চেয়ে মাত্র তিন পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছে। এভাবে চললে তারা আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার সুযোগ পেতে পারে।

এক হাজার গোলের মাইলফলক নিয়ে যা বললেন রোনালদো

স্পোর্টস ডেস্ক : রেকর্ড আর ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো যেনও এক সুতোয় গাঁথা। মাঠে খেলতে নামলে রোনালদো রেকর্ডের দেখা পাবেন না তা হবার নয়। একটু একটু করে বিশ্বরেকর্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন এই পর্তুগিজ মহাতারকা। এবার বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসাবে ১০০০ গোলের মাইলফলক থেকে ৬৯ কদম দূরে রয়েছেন তিনি। অর্থাৎ, আর মাত্র ৬৯টি গোল করতে পারলেই সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১০০০ গোলের মালিক হয়ে যাবেন রোনালদো। এবার বিশ্বরেকর্ড নিয়ে মুখ খুললেন তিনি। রোনালদোর ভাষ্য, আপাতত ১০০০ গোলের কথা ভাবছি না। মাঠে নেমে ফুটবল উপভোগ করতে চাই। আমি এই মুহূর্তটা উপভোগ করছি। ১০০০ গোলের পিছনে দৌড়াচ্ছি না। যদি সেটা হয় তো ভাল। যদি না হয়, তা হলেও কোনও দুঃখ নেই। আমি বর্তমানে বাঁচি। ভবিষ্যতে কী হবে তা পরে দেখা যাবে। নিজের গোল করার থেকে দলের জয়ে বেশি আনন্দ পান ক্রিশ্চিয়ানো। মৌসুমের বাকি সময়টাও এ ভাবেই খেলতে চান তিনি। রোনালদো বলেন, আমি জোড়া গোল করে খুশি। তবে তার থেকেও বেশি খুশি দল জয় পাওয়ায়। আমরা ডার্বি জিতেছি। খুব ভাল ফুটবল খেলেছি। আর মাত্র ন'টা ম্যাচ বাকি আছে। লিগ জেতার এখনও সুযোগ রয়েছে।আমরা সেই লক্ষ্যেই খেলব। রোনালদো ৯০০ গোলের দেখা পেয়েছিলেন ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে। সেই সময় পর্তুগিজ তারকা জানিয়েছিলেন, ১০০০ গোল এখন একটা দায়বদ্ধতায় পরিণত হয়েছে। ৯০০ গোল হওয়ার পর সবাই এখন ১০০০ গোল দেখতে চাইছে। এটা আমার কাছে একটা দায়বদ্ধতায় পরিণত হয়েছে। আমার পা আমাকে কত দিন সঙ্গ দেবে তা আমি জানি না। তবে চেষ্টা করব ১০০০ গোল করার। চলতি মৌসুমে রোনালদো যেভাবে খেলেছেন আর দু'টি মৌসুম এ ভাবে খেলতে পারলেই ১০০০ গোলের মালিক হয়ে যাবেন তিনি।

চোখ ধাঁধানো গোলে আরও একবার ইতিহাসের পাতায় মেসি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : লিওনেল মেসি, রেকর্ড, ইতিহাস-সবই যেন সমার্থক শব্দ। গতকাল সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের সকার লিগে (এমএলএস) দুর্দান্ত এক গোল করে আরও একবার ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। যদিও তার দল ইন্টার মায়ামি জিততে পারেনি। তবে মেসির গোলে ভর করেই টরেন্টো এফসির বিপক্ষে ১-১ ড্র নিয়ে মাঠ ছেড়েছে স্বাগতিকরা। ফোর্ট লডারডেলের চেজ স্টেডিয়ামে মায়ামি-টরন্টো ম্যাচের দুটি গোলই হয়েছে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে। দ্বিতীয় মিনিটে বল জালে পাঠিয়ে টরন্টোকে এগিয়ে দেন ফেদেরিকো বের্নারদেস্কি। যোগ করা সময়ে পঞ্চম ও শেষ মিনিটে ১-১ সমতা ফেরান মেসি। বক্সের মাথায় বল পাওয়ার পর ডান পায়ে বল থামিয়ে বাঁ পায়ের ভলিতে বল জালে পাঠান তিনি। এই গোলের মাধ্যমেই স্বদেশি গঞ্জালো হিগুয়েনকে পেছনে ফেলে ইতিহাস গড়েছেন মেসি। ২৯ নিয়মিত মৌসুম ম্যাচে মেসির গোলে অবদান দাঁড়িয়েছে ৪৪টি। এর মধ্যে গোল ২৪টি, ২০টি অ্যাসিস্ট। মেসির আগে সবচেয়ে কম

ম্যাচে এই রেকর্ডটি ছিল হিগুয়েনের। তবে হিগুয়েনের মেসির সমান অবদান রাখতে লেগেছিল ৬৭ ম্যাচ। গোলের দিক থেকেও হিগুয়েনের খুব কাছে আছেন মেসি। আর মাত্র পাঁচ গোল করলেই আর্জেন্টাইন সতীর্থের সমান হয়ে যাবেন তিনি।

ড্র হলো ম্যানচেস্টার ডার্বি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ম্যাড়মেড়ে ম্যানচেস্টার ডার্বিতে জেতেনি কেউ। গত রোববার প্রিমিয়ার লিগে ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়েছে। ফলে চ্যাম্পিয়নস লিগের যোগ্যতা অর্জনের আশায় একটি বড় ধাক্কা খেয়েছে সিটি। পেপ

গার্দিওলার দল এখন ৫২ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছে, চেলসির চেয়ে এক পয়েন্ট পিছিয়ে, আর ইউনাইটেড ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে ১৩তম স্থানে অবস্থান করছে। উভয় দলই কঠিন মৌসুমের মধ্য দিয়ে যাওয়ায়, তারা পরিষ্কার গোলের সুযোগ খুব একটা তৈরি করতে পারেনি। বিশেষ করে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে প্রথমার্ধ ছিল একেবারে বিবর্ণ। বিরতির পর খেলা কিছুটা জমে ওঠে এবং সিটির ফরোয়ার্ড ওমর মারমুশ ২৫ গজ দূর থেকে একটি দুর্দান্ত শট নেন, যা ইউনাইটেড গোলরক্ষক আন্দ্রে ওনানা চমৎকারভাবে রুখে দেন। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে ইউনাইটেডের সবচেয়ে ভালো সুযোগটি আসে জোশুয়া জার্কজির থেকে, যিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে একটি হাফ-ভলি শট নেন। কিন্তু সিটির গোলরক্ষক এডারসন অসাধারণ দুই হাতে সেই শট ঠেকিয়ে দেন।

আইপিএলে জরিমানার মুখে পড়লেন ইশান্ত শর্মা

স্পোর্টর্স ডেস্ক : আইপিএলে গত রোববারের ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ৭ উইকেটের জয় পেয়েছে গুজরাট টাইটান্স। ম্যাচে বল হাতে ব্যর্থ ছিলেন গুজরাট টাইটান্সের পেসার ইশান্ত শর্মা। নিয়ম ভাঙায় ম্যাচশেষে জরিমানাও দিতে হয়েছে তাকে। আইপিএলের ২০২৫ আসরে একেবারেই ভালো করতে পারছেন না ইশান্ত শর্মা। তিন ম্যাচ খেললেও পারফরম্যান্সে বিবর্ণ এই পেসার। এক উইকেট পেলেও তার ইকোনমি রেট ১২.১৩। হায়দরাবাদের বিপক্ষে চার ওভারে ৫৩ রান দিয়ে উইকেটশূন্য ছিলেন ৩৬ বছর বয়সী এই পেসার। ম্যাচশেষে তাকে ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ জরিমানাও করা হয়েছে। ইশান্তের জরিমানার নির্দিষ্ট কারণ অবশ্য জানায়নি আইপিএল কর্তৃপক্ষ। আইপিএল কর্তৃপক্ষের দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইশান্ত শর্মাকে আইপিএল কোড অব কন্ডাক্টের ২.২-ধারার অধীনে লেভেল ওয়ানের আওতায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এই তারকা বোলার দোষ স্বীকার করেছেন ও ম্যাচ রেফারির দেওয়া শাস্তি মেনে নিয়েছেন। ফলে আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি। আচরণবিধির লেভেল ওয়ান লঙ্ঘনের জন্য, ম্যাচ রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলক। আইপিএলের নিয়মাবলীর ২.২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, স্বাভাবিক এবং ক্রিকেটীয় কার্যকলাপের বাইরে যে কোন কাজ, যেমন উইকেটে আঘাত করা বা লাথি মারা, ইচ্ছাকৃত ভাবে, বেপরোয়া ভাবে বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে (যে কোনও ক্ষেত্রেই যদি দুর্ঘটনাজনিত হয়) বিজ্ঞাপন বোর্ড, বাউন্ডারি লাইন, ড্রেসিং রুমের দরজা, আয়না, জানালা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র এবং ফিটিংগুলির ক্ষতি করলে এই ধারায় শাস্তি পেতে হবে।

তবে ইশান্ত ঠিক কোনটি করেছেন, সেটা পরিষ্কার ভাবে জানানো হয়নি। ইশান্ত শর্মা জরিমানা দিলেও তার দল জয়ের ধারায় রয়েছে। চার ম্যাচের তিনটিতে জেতা গুজরাট টাইটান্স ছয় পয়েন্ট নিয়ে এখন আছে পয়েন্ট তালিকার দুই নম্বরে। অন্যদিকে পাঁচ ম্যাচের একটিতে জয় পাওয়া সানরাইজার্স হায়দরাবাদ আছে তলানিতে।

আইটি

নতুন ফিচার নিয়ে এলো ওপেনএআই

আইটি ডেস্ক : চ্যাটজিপিটিতে এখন থেকে ব্যবহারকারীরা ছবি এডিটিং ও ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট তৈরি করতে পারবে। ওপেনএআই চ্যাটজিপিটির জন্য নতুন এই আপডেটটি নিয়ে এসেছে।এখন ব্যবহারকারীরা সহজেই চ্যাটবটের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে ছবি তৈরি ও এডিটিং করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি একটি বিড়ালের ছবি চান যা একটি ঘরের মেঝেতে রয়েছে চ্যাটজিপিটি তা তৈরি করে দিবে এবং পরবর্তীতে আপনি যদি এই ছবিটিকে একটু পরিবর্তন করেন যেমন বিড়ালটির কালার লাল, মাথায় থাকবে টুপি ইত্যাদি, চ্যাটজিপিটি সেই ছবিটিকে আবার আপনার নির্দেশনা অনুযায়ী এডিট করে দিবে। এই ফিচারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এখন চ্যাটজিপিটি পাঠ্যসহ আরও সুস্পষ্ট ও পাঠযোগ্য ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট তৈরি করতে পারবে। এর মধ্যে রয়েছে ডায়াগ্রাম, ইনফোগ্রাফিকস এবং লোগো, যা বিশেষ করে পেশাদার কাজের জন্য উপযোগী। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি একটি কাস্টম মেনুর ফটোরিয়ালিস্টিক ছবি তৈরি করতে চান, তাহলে চ্যাটবট তা সহজেই করতে পারবে। একইভাবে, মানচিত্র তৈরির ক্ষেত্রেও এটি ব্যবহারকারীদের সাহায্য করতে পারবে। ওপেনএআই-এর এই আপডেটের ফলে চ্যাটজিপিটি এখন আরও উন্নত একটি অ্যাপে পরিণত হচ্ছে, যা সার্চ ইঞ্জিন, ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং ভিডিও জেনারেটরের মতো ফিচার সংযুক্ত করেছে। নতুন ইমেজ ফিচারগুলি ব্যক্তিগত এবং পেশাদার উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহারকারীদের জন্য উপযোগী হতে পারে। ব্যবহারকারীরা এখন সহজেই তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট তৈরি ও সম্পাদনা

করতে পারবেন, যা তাদের কাজকে আরও কার্যকর ও সৃজনশীল করবে। তবে, অন্যান্য এআই সিস্টেমের মতো, চ্যাটজিপিটি-ও মাঝে মাঝে ভুল তথ্য দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এটি ছবি তৈরির সময় ভুল দেশের নাম ব্যবহার করতে পারে। ওপেনএআই জানিয়েছে যে, কম বিস্তারিত প্রম্পটের ক্ষেত্রে এই ধরনের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এছাড়াও, ছোট আকারের টেক্সট এবং নন-ল্যাটিন অক্ষর তৈরির ক্ষেত্রেও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই আপডেটের মাধ্যমে ওপেনএআই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে এগিয়ে থাকার চেষ্টা করছে। বর্তমানে, ইলন মাস্কেরীঅও-এর মতো অন্যান্য কোম্পানিগুলিও চ্যাটবট ও ইমেজ জেনারেশন প্রযুক্তিতে উন্নতি করছে। তাই ওপেনএআই তাদের সফটওয়্যারকে আরও কার্যকর করতে এবং ব্যবহারকারীদের আরও বেশি সুবিধা দিতে এই আপডেটটি নিয়ে এসেছে। চ্যাটজিপিটি-তে এই নতুন ইমেজ ফিচার সংযুক্ত হওয়ার ফলে এটি কেবল একটি সাধারণ চ্যাটবট নয়, বরং একটি বহুমুখী টুল হয়ে উঠেছে। এটি ব্যক্তিগত ব্যবহারের পাশাপাশি পেশাদার ক্ষেত্রেও ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যবসায়ী তার পণ্যের জন্য একটি লোগো তৈরি করতে চাইলে, চ্যাটজিপিটি সহজেই সেটি তৈরি করতে পারবে। আবার, একজন শিক্ষার্থী যদি একটি ইনফোগ্রাফিক তৈরি করতে চান, তবে চ্যাটবট তাকে সহায়তা করতে পারবে। তবে, ব্যবহারকারীদের এই ফিচার ব্যবহারের সময় কিছু বিষয় মাথায় রাখা উচিত।

ব্যান হওয়া হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট ফেরত পাবেন যেভাবে

আইটি ডেস্ক : বিশ্বের জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ। কমবেশি সব স্মার্টফোন ব্যবহারকারী মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেন। তবে এটির অপব্যবহার করলে একজন ব্যবহারকারী একটি নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে পারেন। নিয়ম ভাঙার অভিযোগে প্রতিবছরই বহু হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট ব্যান করা হয়। হয়তো সেই তালিকায় রয়েছেন আপনিও। কিন্তু জানেন কি ব্যান হওয়া হোয়াটসঅ্যাপও ফিরে পাওয়া সম্ভব? ভাবছেন কীভাবে? চলুন জেনে নেওয়া যাক সেই বিষয়গুলো। প্রথমে আপনাকে দেখতে হবে কেন আপনার অ্যাকাউন্টটি ব্যান করা হয়েছে। তার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ ওপেন করে প্রথমে সেটিংসে যেতে হবে। সেখান থেকে হেল্প ও টার্মস অ্যান্ড প্রাইভেসি পলিসি নির্বাচন করুন। যদি বিশ্বাস করেন যে নিয়ম ভাঙা হয়নি এবং ভুলবশত আপনার হোয়াটসঅ্যাপ ব্যান হয়েছে, তাহলে কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করুন। ১. হোয়াটসঅ্যাপ খুলুন। দেখতে পাবেন অ্যাকাউন্ট ব্যানের নোটিফিকেশন। ২. 'জবয়ঁবংঃ ধ জবারবি' অপশনটি ট্যাপ করুন। ৩. আপনার ফোনে যে ওটিপি যাবে, সেটি দিন। ৪. ভেরিফিকেশনের পর রিভিউয়ের রিকোয়েস্ট করুন। ৫. এরপর লিখুন নিজের বক্তব্য। এছাড়া আপনি নিজের বক্তব্য মেইল মারফতও জানাতে পারেন। আবেদন করতে পারেন ব্যানের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য। অবশ্যই সেখানে নিজের ফোন নম্বর (দেশের কোড-সহ) এবং অ্যাকাউন্ট ব্যান হওয়ার কারণ লিখবেন।

১৩ ঘণ্টা ব্যাটারি ব্যাকআপের ইয়ারবাড নিয়ে এলো রিয়েলমি

আইটি ডেস্ক : বর্তমানে ইয়ারবাডস সবারই খুব পছন্দ। ছোট্ট চার্জিং কেস সমেত এদিক-ওদিক নিয়ে যাওয়াও সহজ। পোশাকে একটা প্যাকেট কিংবা ব্যাগে অল্প একটু জায়গাই যথেষ্ট। বিভিন্ন সংস্থা তাদের ইয়ারবাড বাজারে আনছে। রিয়েলমি বাডস এয়ার ৭ মডেল ইয়ারবাডটি বাজারে এসেছে। এটি একটি ট্রু ওয়্যারলেস স্টিরিও ইয়ারবাডস। ডুয়াল ডিভাইস কানেক্টিভিটি রয়েছে এই ইয়ারফোনে। অর্থাৎ একসঙ্গে এই ইয়ারবাডস দুটো ডিভাইসে সংযুক্ত করা যাবে। ৫২ ডেসিবেল পর্যন্ত অ্যাক্টিভ নয়েজ ক্যানসেলেশন ফিচার কাজ করবে। ১২.৪ মিলিমিটারের ব্রাস ড্রাইভার রয়েছে এই ইয়ারফোনে। এই ইয়ারবাডে ১২.৪ মিলিমিটারের ডায়নামিক ডিপ ব্রাস ড্রাইভার্স রয়েছে এই ইয়ারবাডসে। এছাড়াও রয়েছে হাই রেজোলিউশনের অডিও সার্টিফিকেশন সাপোর্ট। রিয়েলমির এই ইয়ারবাডসে ৫২ ডেসিবেল পর্যন্ত কাজ করবে অ্যাক্টিভ নয়েজ ক্যানসেলেশন ফিচারের সাপোর্ট। ৬টি মাইক যুক্ত সিস্টেম রয়েছে এই ইয়ারবাডসে যেখানে কল নয়েজ রিডাকশন ফিচার কাজ করবে। ব্লুটুথ ৫.৪ সাপোর্ট রয়েছে এই ইয়ারবাডসে। এছাড়াও রিয়েলমির এই ইয়ারবাডসে রয়েছে ডুয়াল ডিভাইস কানেক্টিভিটি। এর পাশাপাশি সুইফট পেয়ার এবং গুগল ফাস্ট পেয়ারিং সাপোর্টও পাবেন ইউজাররা। রিয়েলমির এই ইয়ারবাডসে মাত্র ১০ মিনিট চার্জ দিলে তা প্রায় ১০ ঘণ্টা চালু থাকার মতো চার্জ হয়ে যাবে। চার্জিং কেস ছাড়া এই ইয়ারবাডস চালু থাকবে প্রায় ১৩ ঘণ্টা, যদি ফুল চার্জ থাকে তাহলে। ইয়ারবাডস দুটোর এক একটি ৬২ এমএএইচ ব্যাটারি রয়েছে। আর চার্জিং কেসে রয়েছে ৪৮০ এমএএইচ ব্যাটারি। ধুলা এবং পানিতে রিয়েলমি বাডস এয়ার ৭ সহজে নষ্ট হবে না। কারণ এই ইয়ারবাডস একটি ডাস্ট অ্যান্ড স্প্ল্যাশ রেজিস্ট্যান্ট ডিভাইস। ভারতে রিয়েলমি বাডস এয়ার ৭ ইয়ারবাডসের দাম ৩ হাজার ২৯৯ রুপি।

আরও উন্নত হলো গুগল জেমিনি ২.৫

আইটি ডেস্ক : গুগল জেমিনি ২.৫ লঞ্চ করেছে, যা উন্নত যুক্তি ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। এটি বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে এটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে চিন্তা করতে পারে, যা এআই মডেলগুলোর যুক্তি ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতাকে আরও উন্নত করে। এই নতুন এআই মডেলটির প্রথম সংস্করণ, 'জেমিনি ২.৫ প্রো এক্সপেরিমেন্টাল', গুগলের এআই স্টুডিও এবং জেমিনি অ্যাপে সংযুক্ত করা হয়েছে যা গুগলের 'জেমিনি অ্যাডভান্সড' সাবস্ক্রিপশন ব্যবহারকারীদের জন্য পাওয়া যাবে এবং যার জন্য মাসে ২০ ডলার দিতে হবে। গুগল জানিয়েছে যে, ভবিষ্যতে তাদের সমস্ত এআই মডেলেই যুক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা সংযুক্ত করা হবে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওপেনএআই তাদের প্রথম যুক্তিনির্ভর এআই মডেল '০১' প্রকাশ করার পর থেকে প্রযুক্তি শিল্পে এ নিয়ে প্রতিযোগিতা বেড়ে গেছে। এনথ্রপিক, ডিপসিক, গুগল এবং ীঅও এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের নিজস্ব যুক্তিনির্ভর এআই মডেল তৈরি করছে। এসব মডেল বেশি কম্পিউটিং শক্তি ব্যবহার করে এবং তথ্য যাচাই করে উত্তরের যথার্থতা নিশ্চিত করে। যুক্তি ও বিশ্লেষণের সক্ষমতা বাড়ানোর ফলে এআই মডেলগুলো গণিত ও প্রোগ্রামিংয়ের মতো জটিল কাজেও দক্ষতা দেখাতে পারছে। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, ভবিষ্যতে এ ধরনের যুক্তিনির্ভর এআই মডেল স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠবে, যেখানে এআই কম মানুষের সহায়তায় বিভিন্ন কাজ করতে পারবে। তবে, এ ধরনের মডেলগুলোর পরিচালনা খরচ তুলনামূলক বেশি হয়।

গুগল ইতিপূর্বেও যুক্তিনির্ভর এআই মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে এবং ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে 'চিন্তাশীল' একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু জেমিনি ২.৫ হল এখন পর্যন্ত তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী এআই মডেল, যা ওপেনএআই-এর 'ড়' সিরিজের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। গুগল দাবি করেছে যে, জেমিনি ২.৫ প্রো তাদের পূর্ববর্তী এআই মডেলগুলোর তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেক মডেলকেও পিছনে ফেলেছে। বিশেষত, এই মডেলটি ওয়েব অ্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে উন্নত পারফরম্যান্স দেখিয়েছে এবং স্বয়ংক্রিয় কোডিং অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য আরও বেশি কার্যকর হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষা, এইডার পলিগ্লট, যা কোড সম্পাদন দক্ষতা পরিমাপ করে, সেখানে গুগল জানিয়েছে যে জেমিনি ২.৫ প্রো ৬৮.৬% স্কোর করেছে, যা ওপেনএআই, এনথ্রপিক এবং ডিপসিক-এর শীর্ষ এআই মডেলগুলোর তুলনায় ভালো। অন্যদিকে, আরেকটি পরীক্ষা, এস ডব্লিউ ই বেঞ্চ ভেরিফাইড, যা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট দক্ষতা পরিমাপ করে, সেখানে জেমিনি ২.৫ প্রো ৬৩.৮% স্কোর করেছে। এতে ওপেনএআই-এর ০৩-মিনি এবং ডিপসিক-এর আর ১ মডেলকে পেছনে ফেলে এটি এনথ্রপিক-এর ক্লাউড ৩.৭ সনেট এর (৭০.৩%) থেকে কিছুটা কম স্কোর পেয়েছে। একটি ভিন্ন মূল্যায়ন, 'হিউম্যানিটিস লাস্ট এক্সাম', যা গণিত, মানববিদ্যা এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের হাজার হাজার প্রশ্নের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, সেখানে জেমিনি ২.৫ প্রো ১৮.৮% স্কোর করেছে।

এবার টাইম ট্রাভেল করা যাবে গুগল ম্যাপে!

আইটি ডেস্ক : টাইম ট্রাভেল বা সময় ভ্রমণ, এমন একটি ধারণা যা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যে প্রচলিত। অর্থাৎ এমন এক যন্ত্র, যা দিয়ে আপনি অতীতে ফিরে যেতে পারবেন, যেমন সম্রাট আকবরের রাজসভায় বা পিরামিড নির্মাণের মুহূর্তে। যদিও এটি এখনও কল্পনা ছাড়া কিছু নয়, তবে গুগল আপনাকে অতীতের সময়গুলো অনুভব করার সুযোগ দিচ্ছে। বিশ্বাস না হলে, জেনে নিন বিস্তারিত। গুগল সম্প্রতি একটি নতুন ফিচার চালু করেছে, যার মাধ্যমে আপনি অতীতের ছবি দেখতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে গুগল ম্যাপ বা গুগল আর্থ অ্যাপটি খুলে লোকেশন সার্চ করতে হবে। তারপর লেয়ার অপশনে গিয়ে টাইম ল্যাপ্স সিলেক্ট করতে হবে। এতে আপনি দেখতে পারবেন, যেমন ১৯৩০ সালে বার্লিন, লন্ডন, প্যারিস কীভাবে ছিল। এছাড়াও, গুগল তাদের স্ট্রিট ভিউ ফিচারে নতুন কিছু সংযুক্ত করেছে। এর মধ্যে গাড়ি ও ট্র্যাকারের তোলা ছবি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ভার্চুয়াল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দেবে। গুগল এখন পর্যন্ত ২৮০ বিলিয়নেরও বেশি ছবি যুক্ত করেছে, যার ফলে আপনি আরও গভীরভাবে স্থানগুলো এক্সপ্লোর করতে পারবেন।

ভুয়া ভিডিও রুখতে ইউটিউবের নতুন পদক্ষেপ

আইটি ডেস্ক : ব্যাপক ভুয়া ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক ভিডিও শেয়ারিং প্লাটফর্ম ইউটিউবে। এটি রুখতে নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে ইউটিউব কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, যেসব ইউটিউব চ্যানেলে দর্শক টানার জন্য ভুয়া ভিডিও দেখানো হয়, তাদের এবার 'ভাতে মারার' পরিকল্পনা করছে ইউটিউব। এই সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়বে ২০ লাখের বেশি সাবস্ক্রাইবার থাকা বেশ কয়েকটি চ্যানেলের ওপরেও। ইউটিউব কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, জনপ্রিয় সিনেমার যেসব ভুয়া ট্রেলার প্রকাশিত হয়, সেগুলোর আয় বন্ধ করতে হবে। মার্ভেল বা হ্যারি পটারের মতো বিখ্যাত সিরিজ, যার নতুন পর্ব দেখার জন্য আমজনতা মুখিয়ে থাকেন, সাধারণত সেই আবেগকেই হাতিয়ার করে এই ইউটিউব

চ্যানেলগুলো। এআই ব্যবহার করে, নানারকম প্রযুক্তির সাহায্যে ওই বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমার ট্রেলার তৈরি করে তারা। সেই ট্রেলারের ভিউ হু হু করে বাড়তে থাকে, বলাই বাহুল্য। দর্শক টেনে আয় বাড়ানোর জন্য বেশকিছু ইউটিউব চ্যানেল হামেশাই এমন ভুয়া ট্রেলার প্রকাশ করে থাকে। এই চ্যানেলগুলো সাবস্ক্রাইবও করেন প্রচুর ইউজাররা। স্ক্রিন কালচার বা কেএইচ স্টুডিওর মতো ইউটিউব চ্যানেলগুলোতে ২০ লাখেরও বেশি সাবস্ক্রাইবার আছে। নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত এমন কিছু সিনেমার ট্রেলার তারা তৈরি করে, যেসব সিনেমা আদতে কোনোদিন তৈরিই হয়নি। কিন্তু আমজনতার আগ্রহ বুঝে যেসব ভিডিও তারা বানায়, সেগুলো প্রচুর দর্শককে টানে। তবে এবার এসব চ্যানেলের আয়ের পথ বন্ধ করে দিচ্ছে ইউটিউব।